কলেজ বার্ষিকী ২০২২

সপ্তসুর

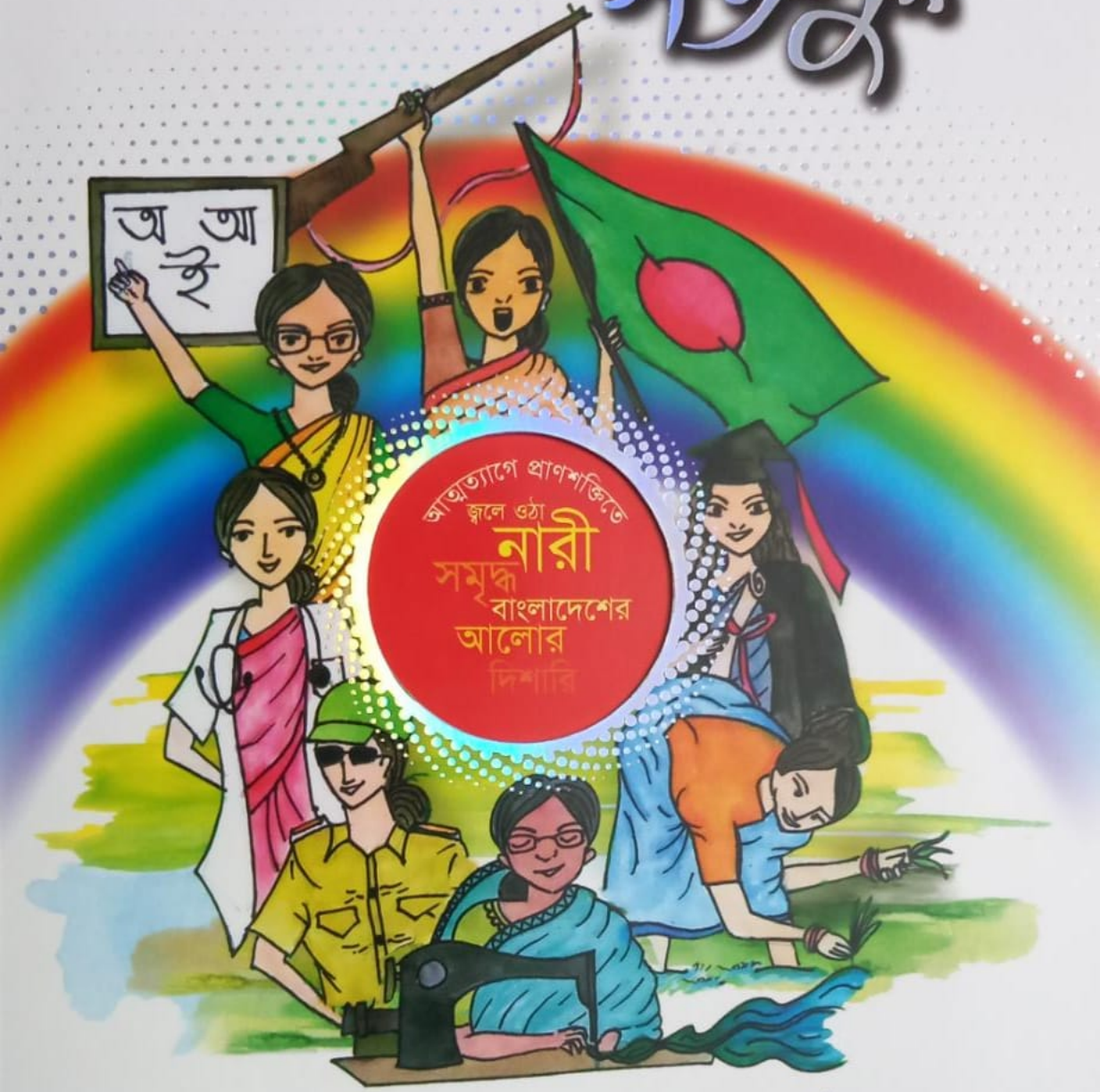

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

SHAHEED BIR UTTAM LT ANWAR GIRLS' COLLEGE

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬

পিতা-মাতার নিবিড় সান্নিধ্যে

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আ ত্ম ত্যা গে | প্রা ণ শ ক্তি তে

জ্বলে ওঠা নারী

সমৃদ্ধ বাংলাদেশের আলোর দিশারি

নারী তুমি এগিয়ে চলো দৃঢ় প্রত্যয়ে
এ পৃথিবী তোমারই অপেক্ষায়

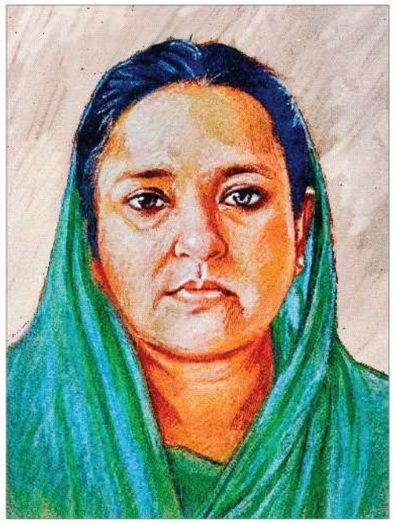

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের প্রেরণার উৎস

• বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা

• বীর প্রতীক তারামন বিবি

• বিপ্লব ও মুক্তির অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা

• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে শত প্রতিকূলতায়ও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

• শহিদ জননী জাহানারা ইমাম

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

এভারেস্ট বিজয়ী, নিশাত মজুমদার আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী •

• জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল

সাফজয়ী অদম্য নারী ফুটবল দল •

• শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণি

নিরলস পরিশ্রমে পোশাকশিল্পে অবদান রেখে চলা দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী •

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চিকিৎসক মেহনাজ বাবুই, আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী •

• স্পিকার শিরীন আক্তার

• বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার

থিমসং

Theme Song

গীতিকার :
শিরীন আক্তার, সহকারী অধ্যাপক

সুরকার :
শিল্পী হায়দার হোসেন

'৫৭ থেকে হাঁটি হাঁটি পায়ে, শুরু হলো পথ চলা,
আশা-প্রত্যাশা, স্বপ্ন কানন, তিলে তিলে গড়ে তোলা।
লক্ষ্য মোদের অবিচল, সেই সে লক্ষ্য ঘিরে,
উন্নত শিরে এগিয়ে চলেছি, দেখিনি কখনও ফিরে।
গৌরবে সৌরভ তোলে, মম প্রাণে ঝংকার,
শহিদ আনোয়ার গর্ব মোদের, মোদের অহংকার।

থামিনি কখনও, হারিনি কখনও, হতাশা ছোঁয়নি কভু,
লক্ষ্যে চলতে প্রতি পদে পদে সহায় আজও প্রভু।
মেধা ও মননে, সেবাব্রত মনে, দেশমাতার অধিকার,
সত্য সুন্দর কল্যাণের তরে দৃপ্ত অঙ্গীকার।

শিক্ষা জ্ঞানে চৌকস হবো, কর্মগুণে অনন্য,
নিবেদিতপ্রাণ, করি মহীয়ান মানবতার জন্য।
জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও কলায় পূর্ণতা প্রতিশ্রুতি,
সময়ের সাথে, প্রগতির পথে, বিশ্বে ছড়ায়ে দ্যুতি।

গৌরবে সৌরভ তোলে, মম প্রাণে ঝংকার,
শহিদ আনোয়ার গর্ব মোদের, মোদের অহংকার।
'৭১ মুক্তিযুদ্ধ প্রেরণা পথ চলার,
শহিদ আনোয়ার বীর-উত্তম মোদের অহংকার।

এস এ জি সি ব্যান্ডদল

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার)
এডব্লিউসি, পিএসসি
ডিএমও, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস ও সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ

উপদেষ্টা
কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ

সম্পাদক
সুব্রত কুমার পাল, সহকারী অধ্যাপক

সহকারী সম্পাদকবৃন্দ
শাহানা সাজেদা, প্রভাষক
সুবর্ণা দাশ, প্রভাষক
লুৎফুন নাহার, সিনিয়র শিক্ষক
আফসানা মুন, সহকারী শিক্ষক
ওয়াসিমা আক্তার, সহকারী শিক্ষক
নাসরিন সুলতানা, সহকারী শিক্ষক

আলোকচিত্র ও তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তায়
এ কে এম জহুরুল হক, প্রভাষক
মিজানুর রহমান, প্রভাষক
মোর্শেদা আক্তার, প্রভাষক
রোম্মান আক্তার, সিনিয়র শিক্ষক
আব্দুল্লাহ আল আজীম, সহকারী শিক্ষক
লাজিনা জামান, ছাত্রী (কলেজ শাখা)
সামিরাহ হক, ছাত্রী (স্কুল-প্রভাতি শাখা)
অনিন্দ্য নুসরাত ঐশ্বর্য, ছাত্রী (স্কুল-দিবা শাখা)
মোঃ মতিউর রহমান, অফিস সহকারী (আইটি সহযোগিতায়)

অলংকরণ
আজিজা নাসরীন, সহকারী শিক্ষক : প্রভাতি-ইংরেজি মাধ্যম
শেখ ফারহানা পারভীন টুম্পা, সহ. শিক্ষক : প্রভাতি-বাংলা মাধ্যম
দীপান্বিতা কর, ছাত্রী (কলেজ শাখা)
লামিয়া সুমাত, ছাত্রী (স্কুল-প্রভাতি শাখা)
লামিসা চৌধুরী, ছাত্রী (স্কুল-প্রভাতি শাখা)
কাজী তানিশা তাহসীন লিয়া, ছাত্রী (স্কুল-দিবা শাখা)
নাহিদা পারভীন যুথী, অফিস সহকারী (অফিস সহায়তায়)

ছাত্রী প্রতিনিধি
মানিজা মেহরিন, কলেজ ক্যাপ্টেন
সানজিদা খানম, ছাত্রী (কলেজ শাখা)
নওরিন জাহান, ছাত্রী (স্কুল-প্রভাতি শাখা)
নাজিফা তাবাসসুম শৈলী, ছাত্রী (স্কুল-প্রভাতি শাখা)
শারলিজ মাসতুরা, ছাত্রী (স্কুল-দিবা শাখা)

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২২

পিতা-মাতাসহ বঙ্গবন্ধুর পেইন্টিং
দুলাল চন্দ্র গাইন, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
লামিয়া সুমাত, দশম শ্রেণি (অপরাজিতা)

মুদ্রণে
দি এ্যাড কমিউনিকেশন
০২৩৩৩৩৫৪৪৪৯, ০১৮১৯ ৩১৬৪৭৫
theadctg@gmail.com

“নব সংস্কারকৃত নার্সারি শ্রেণিকক্ষে ছোট্ট সোনামণিদের সান্নিধ্যে নির্মল আনন্দে উদ্ভাসিত জিওসি মহোদয়”

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

জ্ঞানচর্চার অনন্য প্রতিষ্ঠান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আত্ম-উপলব্ধি, সততা, নিষ্ঠা আর সুন্দর জীবন গড়ার শিক্ষা প্রদান করে আসছে। বর্তমান সময়ের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম এই বিদ্যাপীঠ শিক্ষার অমিয় আলোয় পরিপূর্ণ।

নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এই শিক্ষালয় ছাত্রীদের সাহিত্যচর্চা ও অঙ্কনচর্চার মধ্য দিয়ে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যৎ জীবনে স্বনামধন্য লেখক, সাহিত্যিক বা শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা জুগিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত বার্ষিকী 'সপ্তসুর-২০২২'। আমি আনন্দের সাথে 'সপ্তসুর'-প্রকাশনার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সাহিত্য মানবমনের পরিচয় বহন করে। কলেজ-বার্ষিকী 'সপ্তসুর'-এর পাতায়-পাতায় নবীন শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি ও লেখনীতে সেই মনের পরিচয় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও নান্দনিক প্রকাশে ভরপুর এই 'সপ্তসুর'।

নারীকে অন্ধকারে রেখে সুশীল সমাজের স্বপ্ন দেখা কখনোই সম্ভব নয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সংস্কারমুক্ত ও মধ্যগগনের অরুণের মতো জাজ্বল্যমান; তারা সকল বৈষম্য, বঞ্চনা ও অসমতার বিরুদ্ধে স্বীয় সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ সকল বাধা পেরিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে এবং স্বনির্ভরতার চেতনাকে ধারণ করে নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে। নব আলোয় উদ্ভাসিত হবে দেশ, জাতি ও সমাজ।

বাঙালি জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বর্তমান প্রজন্মের উদ্যমী শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন অধ্যয়ন করবে, মননে ও কর্মে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় পাথেয় হবে, এটাই প্রত্যাশা আমার।

'সপ্তসুর'-প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন। সফল হোক 'সপ্তসুর'-প্রকাশনার এই উদ্যোগ। আমি প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, লজিস্টিকস্ এরিয়া
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস

সম্মাননীয় সভাপতি মহোদয়,
অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষগণ
এবং শিক্ষকদের সাথে
উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত
ছাত্রীদের একাংশ

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

সভাপতির বাণী

নারীশিক্ষার অগ্রদূত শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ জন্মলগ্ন থেকেই নারীশিক্ষা-বিস্তারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এ-প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর। তবে শুধু একাডেমিক কার্যক্রম নয়; সহশিক্ষা-কার্যক্রমেও এ-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রয়েছে সফল পদচারণা। সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং মৌলিক চিন্তা-বিকাশের মাধ্যম হিসেবে বরাবরের মতো এবারেও কলেজ-বার্ষিকী 'সপ্তসুর'-প্রকাশের সংবাদে আমি আনন্দিত।

মানুষের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশই হলো সাহিত্য। সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়; যেখানে সৃজনশীলতা বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়। সহশিক্ষা-কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দেয়। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল, বিনোদনমূলক, ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের কাছে এক আনন্দ-নিকেতন হয়ে ওঠে।

শিক্ষাখাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন নিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে বাংলাদেশ। শিক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে শুরু হওয়া উন্নয়নের নিশানা এখন বয়ে নিয়ে চলেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁরই নির্দেশিত পথে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মেধা ও মননে নিজেদের দক্ষ ও যোগ্য করে তুলবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ-বিনির্মাণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। যাদের লেখা সপ্তসুরকে করেছে ঋদ্ধ আমি তাদের আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই। যাঁদের নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, মেধা ও শ্রম 'সপ্তসুর'-কে সর্বাঙ্গসুন্দর করেছে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

পরিশেষে, আমি 'সপ্তসুর-২০২২'-প্রকাশের এ-মহতী উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার), এডব্লিউসি, পিএসসি
ডিএমও, সেনাসদর
ঢাকা সেনানিবাস
ও
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

হাতের লেখা প্রতিযোগিতায়
বিজয়ী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন
ছাত্রীকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট
প্রদান করে উৎসাহিত করছেন
অধ্যক্ষ মহোদয়

অধ্যক্ষের বাণী

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার
গার্লস কলেজ-এর সামগ্রিক কর্মযজ্ঞ আমরা স্বপ্নজয়ের পথে এগিয়ে
চলা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের নারীশিক্ষা-বিস্তার ও নারী-উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে লক্ষ্য রেখে পরিচালনা
করি। ছাত্রীদের মানসিক, দৈহিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপযোগী সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা সচেষ্ট। তাই আমাদের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা-কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে শানিত করতে উৎসাহী। তাদের সৃজনশীলতার অনন্য নিদর্শন কলেজ-বার্ষিকী 'সপ্তসুর'।

আত্মপ্রকাশ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির বিচিত্র অনুভূতি, উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম শিল্প-সাহিত্য। আলোকিত মানুষ হওয়ার সাধনায় সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। কলেজ-বার্ষিকী হলো সেই প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শিক্ষার্থীদের মনোজগতের রহস্যময় ভাবনাগুলো প্রকাশিত হয় নান্দনিকতায়। কৈশোরের প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর শিক্ষার্থীদের দেশ, কাল, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিচিত্র অনুভূতির শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তাদের লেখা ও আঁকায়। মৌলিক সাহিত্যকর্ম-হিসেবে এগুলোর সাহিত্যিক মান যা-ই হোক না কেন, আমার কাছে তা অমূল্য।

যাদের লেখা ও আঁকা 'সপ্তসুর-২০২২'কে সপ্তসুরে ও সপ্তবর্ণে রঞ্জিত করলো তাদের জানাই প্রীতিময় শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। যাদের লেখা ছাপার অক্ষরে স্থায়ী রূপ পেল না তারা সাহিত্যচর্চাকে অব্যাহত রাখবে বলে আমি আশাবাদী। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গাঠনিক গুণের সমন্বয়ে 'সপ্তসুর-২০২২' পূর্ণতা পেল তাঁদের জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

ইনশাআল্লাহ, প্রতিবছরের মতো এ-বছরও 'সপ্তসুর' সর্বমহলে প্রশংসিত হবে।

আল্লাহ হাফেজ

জয় বাংলা

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ

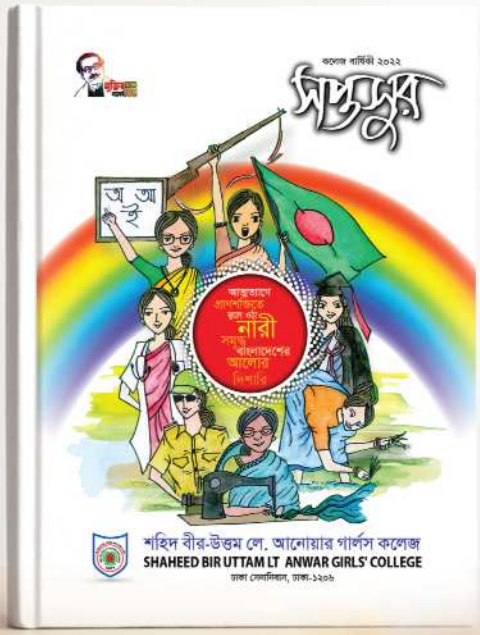

সম্পাদকের কথা

মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে মানুষ তার মেধা ও মননের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে একবিংশ শতাব্দির প্রযুক্তি-নির্ভর এই পৃথিবীর গর্বিত বাসিন্দা হতে পেরেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যত উদ্ভাবন, পৃথিবীর যত আয়োজন, তার সবকিছুই 'সৃষ্টির সেরা' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে।

বার্ষিক ম্যাগাজিন যে-কোনো শিক্ষায়তনের একটি দর্পণ-স্বরূপ এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল মেধা প্রকাশের একটি অনন্য সাধারণ মাধ্যম।

কলেজবার্ষিকী 'সপ্তসুর' আমাদের প্রিয় শিক্ষায়তনের তেমনি একটি মাধ্যম, যেখানে আমাদের কোমলমতি প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা নন্দনতাত্ত্বিক নানাবিধ জ্ঞানের মাধ্যমে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারছে।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষা প্রসারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এবছরও 'সপ্তসুর' তার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব খুঁজে পেয়েছে ভিন্নমাত্রায়। নানান বিষয় ও ভাব প্রকাশিত হয়েছে আনন্দের সাথে।

পরিশেষে, আমার অগ্রজ সম্পাদকবৃন্দের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাদের অবিচল নিষ্ঠা, অক্লান্ত শ্রম ও সৃজনশীল স্বকীয়তায় 'সপ্তসুর'-এর পথচলা বেগবান হয়েছে।

শুভেচ্ছা সবাইকে...

সুব্রত কুমার পাল
সম্পাদক, সপ্তসুর-২০২২

EDITORIAL

সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে 'সপ্তসুর'-২০২২-এর
সম্পাদনা পর্ষদ এবং আলোকচিত্র, তথ্য-প্রযুক্তি ও
অলংকরণে সহায়তাকারী শিক্ষক ও
ছাত্রীবৃন্দের কর্মকাণ্ডের কিছু মুহূর্ত

কলেজ পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি (বার)
এডব্লিউসি, পিএসসি
ডিএমও, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস ও
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ

কর্নেল মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, পিএসসি, জি
চিফ অপারেশনস্ অফিসার
সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস
কো-অপ্ট সদস্য

লে. কর্নেল মোঃ সৈকত হোসেন, পিএসসি, সিগস্
কমান্ড্যান্ট, সিগন্যাল বেস ওয়ার্কশপ
ঢাকা সেনানিবাস
সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি

মেজর মহিউদ্দীন আহমেদ মজুমদার, এইসি
জিএসও-২ (শিক্ষা), সদর দপ্তর লজিস্টিক্স এরিয়া
ঢাকা সেনানিবাস
কো-অপ্ট সদস্য

মেজর মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিএসসি, এইসি
জিএসও-২, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস
কো-অপ্ট সদস্য

ড. তাহমিনা জামালী
উপাধ্যক্ষ
আমন্ত্রিত সদস্য (কলেজ শাখা)

কামরুন নাহার দীপা
উপাধ্যক্ষ
আমন্ত্রিত সদস্য (স্কুল-প্রভাতি শাখা)

সাদিয়া আরেফিন
উপাধ্যক্ষ
আমন্ত্রিত সদস্য (স্কুল-দিবা শাখা)

ফাহমিদা খানম
সহকারী অধ্যাপক
সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি (কলেজ শাখা)

ফরিদা খাতুন
সিনিয়র শিক্ষক
সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল শাখা)

রেজা রোখসানা
সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি

ফৌজিয়াতুন নাহার
প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী
আর. এফ. গ্রুপ, ঢাকা
সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

প্রাত্যহিক সমাবেশ

চির চেনা
সবুজ অঙ্গন...
প্রাণের সজীব
স্পন্দন

যাঁদের দূরদর্শী দিক-নির্দেশনায়
এ-যাবৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল পথচলা

প্রধান পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

বর্তমান সেনাপ্রধান ও প্রাক্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ
এসবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি
২৪-০১-২০১৯ হতে ২৪-০৮-২০১৯

মেজর জেনারেল মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
এসজিপি, এইচডিএমসি, পিএসসি
১৮-০৭-২০১৩ হতে ৩১-০৭-২০১৩

মেজর জেনারেল মোঃ হামিদুর রহমান চৌধুরী
পিএসসি
৩১-০৭-২০১৩ হতে ১২-০৮-২০১৩

মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান খান
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১২-০৮-২০১৩ হতে ১১-০৪-২০১৬

মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান
এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি
২৬-০২-২০১৭ হতে ০৭-০৮-২০১৮

মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম
এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি
০৭-০৮-২০১৮ হতে ২৪-০১-২০১৯

মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান
এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি
২৫-০৮-২০১৯ হতে ০৩-০১-২০২১

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
ওএসপি, এসইউপি, আরসিডিএস, পিএসসি
০৩-০১-২০২১ হতে ১৩-০৭-২০২১

মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম
এনডিসি, পিএসসি
১৩-০৭-২০২১ হতে চলমান

সভাপতিবৃন্দ

যাঁদের বিচক্ষণ দিক-নির্দেশনায়

এ-যাবৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল পথচলা

সভাপতিবৃন্দ

মেজর জেনারেল সামসুজ্জামান, জি
২৬-০৮-৮২ হতে ০২-১১-৮২

মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরী
টি কিউ এ
০৩-১১-৮২ হতে ৩১-০৭-৮৩

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ
পিএসসি
০১-০৮-৮৩ হতে ৩০-০৯-৯০

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
০১-১০-৯০ হতে ২৯-০৫-৯৫

মেজর জেনারেল মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এনডিইউ, পিএসসি
৩০-০৫-৯৫ হতে ০৩-০১-৯৬

মেজর জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
বিবি, এনডিসি, পিএসসি, সি
০৪-০১-৯৬ হতে ২০-০১-৯৬

মেজর জেনারেল গোলাম কাদের
২১-০১-৯৬ হতে ১৮-০৬-৯৬

ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ এ বি এম আশরাফ-উজ-জামান
১৯-০৬-৯৬ হতে ০৫-০৪-৯৭

মেজর জেনারেল জালাল উদ্‌দীন আহমদ
এনডিইউ, পিএসসি
০৬-০৪-৯৭ হতে ০৬-০১-২০০০

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শারফুল আলম
এলডিএমসি, পিএসসি
০৭-০১-২০০০ হতে ১৩-০৩-২০০০

মেজর জেনারেল জীবন কানাই দাস
এনডিইউ, পিএসসি
১৪-০৩-২০০০ হতে ১৩-০১-০২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কায়সার আহ্‌মেদ
১৪-০১-০২ হতে ১৬-০৪-০২

মেজর জেনারেল জালাল উদ্‌দীন আহমদ
এনডিইউ, পিএসসি
১৭-০৪-০২ হতে ৩১-১২-০৩

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আমিনুল করিম
এনডিসি, এমডিএমসি, পিএসসি
০১-০১-০৪ হতে ২৬-০৬-০৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ইসমাইল ফারুক চৌধুরী
২৭-০৬-০৪ হতে ১৩-১২-০৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিজাম আহ্‌মেদ
পিএসসি
১৪-১২-০৪ হতে ১৫-০৯-০৮

ব্রিগেডিয়ার জেনারে মোঃ অহিদুল ইসলাম তালুকদার
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৬-০৯-০৮ হতে ১১-০৫-০৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শারাফত হোসেন
পিএসসি
১২-০৫-০৯ হতে ২১-০৭-০৯ এবং ২২-০৭-০৯ হতে ১৯-০১-১১

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান সরকার
এইচডিএমসি, পিএসসি
২০-০১-১১ হতে ৩১-১২-১২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজমল কবীর
পিএসসি
২৯-০১-১৩ হতে ২২-০৪-১৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম জাহিদ হোসেন
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
০৯-০৫-১৪ হতে ২৯-১২-১৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম মাহমুদ হাসান
পিএসসি
৩০-১২-১৪ হতে ৩০-০১-১৭

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলমগীর হোসেন
পিএসসি
৩১-০১-১৭ হতে ১৮-০২-১৮

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইকবাল আহমেদ
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১৯-০২-১৮ হতে ২৮-০২-১৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন খান
এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি
১৪-০৩-১৯ হতে ১১-০৬-১৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন
এডব্লিউসি, পিএসসি
১২-০৬-১৯ হতে ০৬-০১-২১

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে এম আমিরুল ইসলাম
এসপিপি
০৬-০১-২১ হতে ১৪-০২-২২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম
এসইউপি (বার), এডব্লিউসি, পিএসসি
১৪-০২-২২ হতে অদ্যাবধি

যাঁদের দক্ষ পরিচালনায়
এগিয়ে চলছে আমাদের এ প্রতিষ্ঠান

অধ্যক্ষগণ

ক্র. ন.	নাম	কার্যকাল	
১.	মিসেস ইউসুফ জাই	জানুয়ারি-১৯৫৭	ডিসেম্বর-১৯৬১
২.	মিসেস নাফিস আহমেদ	জানুয়ারি-১৯৬২	ডিসেম্বর-১৯৬৩
৩.	মিসেস অজন্তা ইসলাম	জানুয়ারি-১৯৬৪	অক্টোবর-১৯৬৬
৪.	মিসেস আকরাম সুলতানা	অক্টোবর-১৯৬৬	মে-১৯৬৯
৫.	মিসেস আতিয়া বানু	মে-১৯৬৯	ডিসেম্বর-১৯৭১

মিসেস আতিয়া বানু (প্রধান শিক্ষক)
জানুয়ারি-১৯৭২ হতে আগস্ট-১৯৭৫

মিসেস নিলুফার মাহমুদ (প্রধান শিক্ষক)
জানুয়ারি-১৯৭৭ হতে মে-১৯৮০

মিসেস ফরিদা বানু লস্কর (প্রধান শিক্ষক)
অক্টোবর-১৯৮০ হতে এপ্রিল-১৯৮৩

মিসেস রাজিয়া বেগম (প্রধান শিক্ষক)
আগস্ট-১৯৮৩ হতে জুলাই-১৯৯০

ড. মোহাম্মদ আলী
জুলাই -১৯৯০ হতে অক্টোবর-১৯৯২

জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
মার্চ-১৯৯৩ হতে ফেব্রুয়ারি-১৯৯৫

জনাব নাজিরউদ্দিন আহমেদ
মার্চ-১৯৯৫ হতে আগস্ট-১৯৯৫

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান
আগস্ট-১৯৯৫ হতে আগস্ট-১৯৯৬

জনাব রেজাউল ইসলাম
অক্টোবর-১৯৯৬ হতে জানুয়ারি-২০০২

লে. কর্নেল মোঃ রুহুল আমিন, (অব.) এইসি
জানুয়ারি-২০০২ হতে অক্টোবর-২০০২

কর্নেল মোঃ ছালেহ উদ্দিন খান, (অব.)
অক্টোবর-২০০২ হতে জানুয়ারি-২০০৫

কর্নেল মোঃ আব্দুল বাতেন
জানুয়ারি-২০০৫ হতে জানুয়ারি-২০০৮

লে. কর্নেল মো. শামসুল আলম, পিএসসি
জানুয়ারি-২০০৮ থেকে জুলাই-২০০৮
২৮ জুলাই ২০০৮ হতে ২৯ ডিসে. ২০১০

কর্নেল মোঃ শাহাদাৎ হোসেন সিকদার
২৯ ডিসে. ২০১০ হতে ২০ মার্চ ২০১৩

কর্নেল মোঃ জাহিদুর রহিম
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২১ মার্চ ২০১৩ হতে ১৭ জানু. ২০১৬

কর্নেল মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ আকন্দ
পিএসসি
১৮ জানু. ২০১৬ হতে ১৪ মে ২০১৬

কর্নেল মোঃ রশিদুল ইসলাম খান
এসজিপি, পিএসসি, জি
২১ জুন ২০১৬ হতে ২০ ডিসে. ২০১৭

কর্নেল মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
১০ জানু. ২০১৮ হতে ২৯ জানু. ২০১৯

কর্নেল মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান খান
এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২৯ জানু. ২০১৯ হতে ০২ সেপ্টে. ২০১৯

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম
পিএসসি, জি
০২ সেপ্টে. ২০১৯ হতে অদ্যাবধি

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

কলেজ শাখার উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ শাখা

ড. তাহমিনা জামালী
উপাধ্যক্ষ

পরাগ কোহিনূর আমীন
সহ. অধ্যাপক, ইংরেজি

শামসুন নাহার
সহ. অধ্যাপক, অর্থনীতি

সুরাইয়া খান
সহ. অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মাহাবুবা আখতার
সহ. অধ্যাপক, ভূগোল

হুমাইরা বেগম
সহ. অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা

ফাহমিদা খানম
সহ. অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

আরজুমান্দ বানু
সহ. অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান

স্নিগ্ধা শারমিন খান
সহ. অধ্যাপক, অর্থনীতি

আঞ্জুমান আরা বেগম
সহ. অধ্যাপক, পৌরনীতি ও সুশাসন

শিরীন আক্তার
সহ. অধ্যাপক, বাংলা

সামিনা মেহেলী
সহ. অধ্যাপক, ইংরেজি

সামছুন নাহার ইয়াছমিন
সহ. অধ্যাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

রওশন আক্তার
সহ. অধ্যাপক, বাংলা

নাসরিন জাহান খান
সহ. অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান

খোন্দকার পাপিয়া সুলতানা
সহ. অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান

জেবুন্নেছা
সহ. অধ্যাপক, রসায়ন

অঞ্জন কুমার রায়
সহ. অধ্যাপক, গণিত

মো. নজরুল ইসলাম
সহ. অধ্যাপক, গণিত

সুব্রত কুমার পাল
সহ. অধ্যাপক, ইংরেজি

কাজী রবিউল ইসলাম
সহ. অধ্যাপক, রসায়ন

রোজিনা খানম
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ আবদুর রব খান
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

সুখেন্দু বিকাশ সাহা
প্রভাষক, গণিত

বনি বেনজির
প্রভাষক
প্রাণিবিজ্ঞান (সমন্বয়কারী–একাডেমিক)

শাহানা সাজেদা
প্রভাষক, বাংলা

মোসা. আফরোজা বুলবুল
প্রভাষক, গণিত

অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী
প্রভাষক, বাংলা

মো. শামসুল হক
প্রভাষক, রসায়ন

জিন্নাত রেহানা
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মো. সেলিম হোসেন
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

সৈয়দ মাহাবুব আলম
প্রভাষক, ইংরেজি

মাসুদা আক্তার
প্রভাষক, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (সমন্বয়কারী–প্রশাসনিক)

এস. এম. আরমান
প্রভাষক, ইংরেজি

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

সোনিয়া স্মৃতি
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

নিগার সুলতানা মাহমুদ
প্রভাষক, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ

শামিম আরা হাফিজ
প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন

রেজাউল করিম
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নুসরাত জাহান
প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মাহমুদা আক্তার
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যব. ও বিপণন

এ কে এম জহুরুল হক
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ইশরাত ফাতেমা
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যব. ও বিপণন

খোদেজা আক্তার
প্রভাষক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং

ফারজানা হাসান
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

তসমিয়াহ্ মিলন সেতু
প্রভাষক
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

মিজানুর রহমান
প্রভাষক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

হানিয়া বিনতে জাহাংগীর
প্রভাষক, বাংলা

সাইফা সুমাইয়া পিয়া
প্রভাষক, রসায়ন

সারমিন আক্তার
একাডেমিক কাউন্সিলর
মনোবিজ্ঞান

রতন কুমার রায়
প্রভাষক
ইংরেজি

আবু জুবায়েদ আল আজাদ
প্রভাষক
পদার্থবিজ্ঞান

মোর্শেদা আক্তার
প্রভাষক
মনোবিজ্ঞান

সুবর্ণা দাশ
প্রভাষক
বাংলা

মাহবুবা আক্তার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মদিনা মুনাওয়ারা মুক্তি
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
প্রাণিবিজ্ঞান

অনামিকা মজুমদার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
গণিত

ফাতেমা-তুজ-জোহরা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
উৎপাদন ব্যব. ও বিপণন

মো. শফিক উল্লাহ
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

শিউলী আক্তার
প্রদর্শক, রসায়ন

চন্দ্রিকা বিশ্বাস
প্রদর্শক, আইসিটি

সুরাইয়া বেগম
প্রদর্শক, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

খালেদা খানম
প্রদর্শক, গণিত

শরিফা আক্তার
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

বেবী রাণী পাল
শরীরচর্চা শিক্ষক
চুক্তিভিত্তিক

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

স্কুল-প্রভাতি শাখার (বাংলা মাধ্যম) উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(বাংলা মাধ্যম : প্রভাতি)

কামরুন নাহার দীপা
উপাধ্যক্ষ

সালমা কাওসার
সি. শিক্ষক, মানবিক

তাসলীমা খাতুন
সি. শিক্ষক, বিজ্ঞান

ফরিদা খাতুন
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

হাসিনা খন্দকার নিনা
সি. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

শরিফা শিরীন
সি. শিক্ষক, বাংলা

শাহীনা জেবীন সৈয়দ
সি. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

আলিয়া হুদা
সি. শিক্ষক, মানবিক

ইসরাত জাহান
সি. শিক্ষক, চারু ও কারু

আবদুল্লাহীল বাকী
সি. শিক্ষক, কম্পি./গণিত

মনিমোহন বিশ্বাস
সি. শিক্ষক, গণিত/বিজ্ঞান

শারমিন নাহার আয়মন
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

তাসলিমা খানম মিতু
সি. শিক্ষক, বিজ্ঞান

শামীমা নার্গিস খান যুথী
সি. শিক্ষক, ভূগোল

রোম্মান আখতার
সি. শিক্ষক, মনোবিজ্ঞান

ইয়াসমিন আখতার
সি. শিক্ষক, ইস. ইতিহাস

নাঈমা খাতুন
সি. শিক্ষক, গণিত

শামছ জেসমীন আলী
সি. শিক্ষক, মনোবিজ্ঞান

সিমা রহমান
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নার্গিস সুলতানা
সি. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা
(কো-অর্ডিনেটর, বাংলা মাধ্যম)

শাহনাজ সিদ্দিকী
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

কেয়া হায়দার
সি. শিক্ষক, ইতিহাস

মোনালিসা সেবী
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

প্রীতি সিংহ রায়
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

সাহিদা আকতারী
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

কাজি সুমনা আফরীন
সি. শিক্ষক, কৃষিবিজ্ঞান

ফিরোজা বেগম
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

নিলুফার ইয়াসমিন
সি. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

শিরীন আক্তার
সি. শিক্ষক, ইস. ইতিহাস

সেহেলী আক্তার খান
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ফেরদৌসী রব
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

সোনিয়া ওহাব
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ফাতেমা বেগম সিদ্দিকী
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

পারুল আক্তার
সি. শিক্ষক, বিজ্ঞান

মাহমুদা খাতুন
সি. শিক্ষক, গণিত

নুশরত মারিয়াম
সি. শিক্ষক, লোকপ্রশাসন

কেশোয়ারা সুলতানা
সি. শিক্ষক, পরিসংখ্যান

আমেনা খাতুন
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

অঞ্জনা দাস
সি. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফরিদা ইয়াসমিন
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

আয়শা আক্তার
সি. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

শরিফুন্নাহার
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

বিভূতি ভূষণ সরকার
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

কাজী মো. নুরুল আমিন
সি. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

রেফাতুল ইসলাম
সি. শিক্ষক, বাংলা

সুকুমার বিশ্বাস
সি. শিক্ষক, গণিত

রুখশানা শিরিন
সি. শিক্ষক, মানবিক

সায়লা নিগার সিদ্দিক
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

নাজনীন আরা বেগম
সি. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মো. সাইদুর রহমান
সি. শিক্ষক, রসায়ন

ছাবিহা খানম
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

রেহানা ফেরদৌস
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

হাসিনা আক্তার
সি. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মাফরুহা রহমান রত্না
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

লুৎফুন নাহার
সি. শিক্ষক, বাংলা

মিল্কী আহমেদ কবীর
সি. শিক্ষক, বাংলা

তানজিলা সিদ্দিকা
সি. শিক্ষক, ভূগোল

সাদিয়া বেগম
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

আফরোজা খাতুন শিউলী
সহ. শিক্ষক, ভূগোল ও পরিবেশ

শাহ্ মো. আবু সোলায়মান
সহ. শিক্ষক, গণিত

নেওয়াজ তনিমা মুন
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

নাসরীন আখতার
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

ডালিয়া আক্তার
সহ. শিক্ষক, বাংলা

এইচ এম ঈসা
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আফরোজা ফেরদৌস
সহ. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

মৌসুমী আক্তার
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

দিলসাদ জাহান
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

নাজমুন নাহার
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

সুলতানা রাজিয়া
সহ. শিক্ষক, নৃত্য

সালমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

সৈয়দা শারমিন সুলতানা
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

অচিন্ত কুমার সরকার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

সাবিহা আক্তার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

সাবিনা আহমেদ
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

উম্মে মোছাম্মা
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

ওয়াসিমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, বাংলা

বাঁধন আরা মিলকী
সহ. শিক্ষক, সংগীত ও কোরিয়োগ্রাফি

কাজী ইফফাত আরা
সহ. শিক্ষক, গণিত

বীথি হালদার
সহ. শিক্ষক, বাংলা

দেবাশীষ মজুমদার
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোছা. তাছনিম তামান্না
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মোহাঃ রিদওয়ান উল্লাহ
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

ফারজানা তাহ্‌সীন
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

শেখ ফারহানা পারভীন টুম্পা
সহ. শিক্ষক, চারু-কারুকলা

ফাহমিরা আক্তার ডলি
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

হাবিবুর রহমান
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মোঃ মোস্তাকিম হাওলাদার
সহ. শিক্ষক, গণিত

মো: দেলোয়ার হোসেন মুন্না
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

দিলরুবা রোশনী
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

ফারহানা ইসলাম
খণ্ডকালীন শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

সিলভিয়া আহ্‌মেদ
খণ্ডকালীন শিক্ষক, ব্লক টিচার

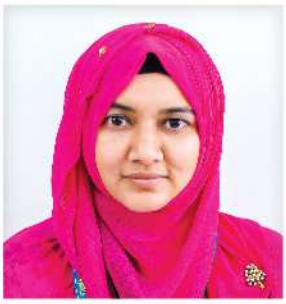

সিরাজুম মনিরা
খণ্ডকালীন শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

স্কুল-প্রভাতি শাখার (ইংলিশ ভার্শন) উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(ইংলিশ ভার্সন : প্রভাতি)

জিয়া শারমিন
সি. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

নাহিদা আক্তার
সি. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান
(কো-অর্ডিনেটর, ইংরেজি মাধ্যম)

কৃপা সিন্ধু বালা
সি. শিক্ষক, গণিত

মাহফুজা আকতার
সি. শিক্ষক, গণিত

আকলিমা সুলতানা
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ফারজানা নাসরীন
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

সৈয়দা তাসলিমা তুহিন
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

সালমা ফেরদৌস
সি. শিক্ষক, ইতিহাস

আরমিনা রহমান
সি. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আসমা হুমায়রা
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

ইসমত আরা আরকেশ
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

সায়মা জাহান
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

হাছিনা আক্তার লাকী
সি. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা
সি. শিক্ষক, গণিত

দেবাশীষ সাহা
সি. শিক্ষক, গণিত

শাওলী রহমান
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

রোকেয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, আরবি

ফারজানা চৌধুরী
সহ. শিক্ষক, ইতিহাস

শুভাশীষ ভদ্র
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

বেগম রোকেয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

মাসুমা আলম
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

বেনজির ভূঁইয়া
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

ফাহমিদা কানিজ
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

মোঃ আলী আজম
সহ. শিক্ষক, ইস. শিক্ষা

রাজু আহম্মদ
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মো. আলী হায়দার সিকদার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

আফজুনের নূর
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

আজিজা নাসরিন
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

মহসিনা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার

সাহারা বেগম
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

সালেকাতুন নেসা
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

শংকর দেব বর্মণ
সহ. শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

রহিমা আক্তার মিলি
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

তানিয়া সুলতানা তনু
সহ. শিক্ষক, বাংলা

কাজী তানজিলা ফেরদৌস
সহ. শিক্ষক, গণিত

ওলীজাতুল মাওলা
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(ইংলিশ মিডিয়াম : প্রভাতি)

নাজমা হক
সি. শিক্ষক, ইতিহাস

নাসিমা আখতার
সি. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আজমত আহমেদ দীবা
সি. শিক্ষক, অর্থনীতি

লুবনা জাহান নিপা
সি. শিক্ষক, ইংরেজি

ফারজানা রহমান
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

গুলশান জাহান
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

সৈয়দা তৌহিদা আজিজ
সহ. শিক্ষক, লোকপ্রশাসন

মোসাহেদা আল নূর
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

নাসিরা সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

রাবেয়া সুলতানা চৌধুরী
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মুনিরা সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, বিএড (অনার্স), এমএড

জান্নাতুল মাওয়া চৌধুরী
সহ. শিক্ষক, প্রাণিবিজ্ঞান

চাঁদ সুলতানা রাখি
সহ. শিক্ষক, বিএসএস

তাহমিনা আহসান
সহ. শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

স্কুল-দিবা শাখার (বাংলা মাধ্যম) উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

(দিবা)

সাদিয়া আরেফিন
উপাধ্যক্ষ

শাম্মী আক্তার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

আবু সাদাত বিন হোসেন
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

কাকলী আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

রুমানা আফরোজ রুমি
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

সাদেক আলী
সহ. শিক্ষক, বাংলা

হিরা লাল চন্দ্র সরকার
সহ. শিক্ষক, গণিত

শরীফ মোঃ রাসেল রেজা
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোসাঃ রাশিদা পারভীন
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

হাজেরা বেগম নার্গিস
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মোসা. শামীমা আক্তার জাহান
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মো. ছানোয়ার হোসেন
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

আফরোজা ইয়াসমিন লাবনী
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মো. মোমিনুল হক
সহ. শিক্ষক, গণিত

জান্নাতুল ফেরদৌস
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মো. তৌহিদুল আলম
সহ. শিক্ষক, গণিত

নাসপি জাহান
কো-অর্ডিনেটর
সহ. শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান

মেহেরুন নেছা
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

নুরুন নাহার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

শাম্মী আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

মো. আব্দুল্লাহ আল আজিম
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

তানিয়া জাফরীণ
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

আফসানা মুন
সহ. শিক্ষক, বাংলা

মোছাঃ রাফিয়া আখতার
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

সিরাজুম মুনীরা
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

ইশরাত জাহান সোমা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

শাহানা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

আফিয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

সালমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

আকলিমা বেগম
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

রওশন আরা মাসুমা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

লিপি আক্তার
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

রোকেয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

লিটন খন্দকার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

ফারিয়া রহমান
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আব্দুল আলিম
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আনোয়ারা বেগম
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

কারিমুন নাহার
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

মোছাঃ সালমা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

মোসাঃ মনিরা জেসমিন
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

সাব্বির আহম্মেদ
সহ. শিক্ষক, গণিত

মৌসুমী হাসনাত
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

তারিক বিন মোহাম্মদ
সহ. শিক্ষক, গণিত

রাজিয়া সুলতানা
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

ঝর্ণা আক্তার
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

কানিচ ফাতিমা
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

তাহমিনা আক্তার সুমি
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

রাশেদা পারভীন
সহ. শিক্ষক, অর্থনীতি

কামরুন নাহার সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

জেসমিন আক্তার
সহ. শিক্ষক, ভূগোল

রহিমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

কাজী মুহাম্মদ শাহজাহান
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোহাম্মদ উল্লাহ
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার সাইন্স

জহুরা খাতুন
সহ. শিক্ষক, চারু ও কারু

ইফফাত শারমিন
সহ. শিক্ষক, হিসাববিজ্ঞান

তারিন ইসলাম
সহ. শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান

মাহবুবা শাম্মী
সহ. শিক্ষক, বাংলা

নাসরিন সুলতানা
সহ. শিক্ষক, বাংলা

ডলি রাণী হালদার
সহ. শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

নার্গীস ফাতেমা
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

কুমকুম হাবিবা ডায়না
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মোছা. উম্মে সালমা আক্তার জাহান
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

জান্নাতুল ফেরদৌসী
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

রোকেয়া মান্নান
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

সুরভী আহমেদ
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

শামছুন্নাহার বিলকিস
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মহসিন হোসেন
সহ. শিক্ষক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবুল হাসনাত তরফদার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

আলতাফ হুসাইন
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

সাবরিনা জাহান
সহ. শিক্ষক, সমাজকল্যাণ

মমতাজ বেগম
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

আয়েশা আল্ রাজি
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

রুমানা ইসলাম
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

নুরুন নাহার রত্না
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

আছমা আক্তার
সহ. শিক্ষক, রসায়ন

শাহীনা পারভীন
সহ. শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মো. রফিকুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

নওরিন রহমান দিশি
সহ. শিক্ষক, নৃত্য

ফারুক আহমেদ
সহ. শিক্ষক, সংগীত

মাহবুবা রহমান
সহ. শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান

রাবেয়া তুজ সিদ্দিকা
সহ. শিক্ষক, সমাজকল্যাণ

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মারুফা আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

মোছা. সালেহা খাতুন
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার

জান্নাতুল ফারাহ্
সহ. শিক্ষক, বাংলা

সাবরিনা মাকসুদা হক
সহ. শিক্ষক, কম্পিউটার

উম্মে লাভলী দিপু
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

নাফিজা রহমান নীলা
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

সঞ্জীব কুমার রায়
সহ. শিক্ষক, গণিত

মোসাঃ শামীমা সুলতানা
সহ. শিক্ষক, আইসিটি

ফারহানা রহমান ঝুমু
সহ. শিক্ষক, ফর্ম শিক্ষক

রুমানা ইসলাম রুমা
সহ. শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

কুলসুম আক্তার
সহ. শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা

নীলা ইয়াছমিন
সহ. শিক্ষক, বাংলা

শাহনাজ পারভীন
সহ. শিক্ষক, ব্লক টিচার

মো. আশরাফুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক, গণিত

তাজনাহার
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

মো. আসাদুজ্জামান
সহ. শিক্ষক, গণিত

নাসরিন আক্তার
সহ. শিক্ষক, ইংরেজি

মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ
সহ. শিক্ষক, গণিত

আমেনা খাতুন
সহ. শিক্ষক, বাংলা

আব্দুল্লাহ আল মারুফ
সহ. শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

তানজিমা ফেরদাউস নিলা
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন), পদার্থবিজ্ঞান

দিলরুবা আক্তার
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন), ব্লক টিচার

সাদিয়া আফরিন
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন)

হুজাইফা খাতুন
সহ. শিক্ষক (খণ্ডকালীন), ইংরেজি

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

অফিস কর্মকর্তা ও সহকারীবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

এক নজরে

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

দৃষ্টিনন্দন কলেজের ফটক

প্রশাসনিক ভবন

কলেজ ভবনের একাংশ

স্কুল ভবনের একাংশ

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

এক নজরে

ইংলিশ ভার্শন ভবনের একাংশ

অডিটোরিয়াম

সুবিশাল অভিভাবক অপেক্ষাগার ও কার পার্কিং

পরিবহণ ব্যবস্থা

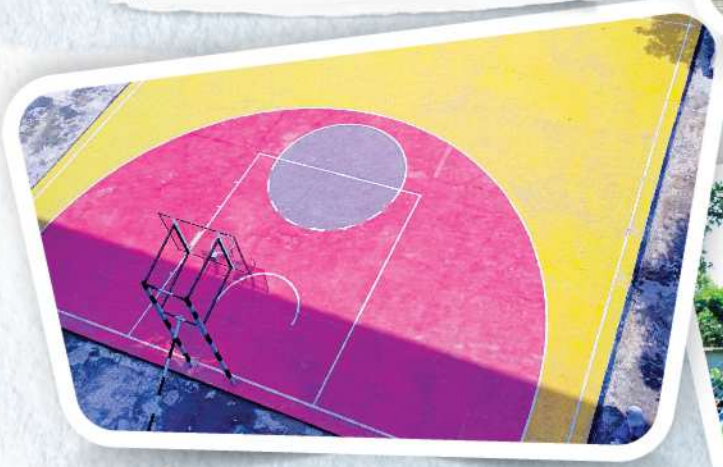

বাস্কেটবল গ্রাউন্ড

শিশুপার্ক (কলতান)

এক নজরে

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

বীরশ্রেষ্ঠ'র ম্যুরাল

শহিদ মিনার

মায়ের আঁচল (ডে কেয়ার সেন্টার)

কলেজের স্বাস্থ্য-পরিচর্যা কেন্দ্র/প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র

কলেজ মাঠ

নামাজের স্থান

এক নজরে

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

শিক্ষক আবাসন ভবন

সুসজ্জিত লাইব্রেরি

প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরির কিছু চিত্র

স্কুল ল্যাব

পদার্থবিজ্ঞান

রসায়ন

জীববিজ্ঞান

আইসিটি

এক নজরে

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

কলেজ ল্যাব

রসায়ন

পদার্থবিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান

আইসিটি

মনোবিজ্ঞান

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

ভূগোল

বিভিন্ন কার্যক্রমে বিএনসিসি, রেঞ্জার, গার্ল গাইড ও হলদে পাখির সদস্যরা

বিএনসিসি

রেঞ্জার

গার্ল গাইড

হলদে পাখি

হাউস পরিচিতি

হাউস পরিচিতি

হযরত রাবেয়া বসরী

হযরত রাবেয়া বসরী হাউস

ইরাকের বসরা নগরীর দরিদ্র এক পল্লিতে জন্ম হয়েছিলো এই ধর্মভীরু হযরত রাবেয়া বসরী (রা.)-র। হযরত রাবেয়া বসরীর জন্মতারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তিনি ৯৫ হিজরি, মতান্তরে ৯৯ হিজরির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইসমাইল এবং মাতার নাম মায়াফুল। তাঁরা দরিদ্র হলেও পরম ধার্মিক ও আল্লাহ্ভক্ত ছিলেন। রাবেয়া বসরী ছিলেন ভদ্র, নম্র ও সংযমী; সেই সাথে প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। সবসময় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। রাগ, হিংসা, অহংকার তাঁর চরিত্রকে কোনোদিন কলুষিত করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবনও অতিবাহিত করেছেন। বিরামহীনভাবে সকাল থেকে রাত অবধি তাঁকে কাজ করতে হতো। রাতে না-ঘুমিয়ে তিনি আল্লাহ্র আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি; তবে খুব অল্প বয়সেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোর্আন, হাদিস ও ফিকাহ্-শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা-অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর কখনও কোনো সংকোচ ছিল না। জীবনে চলার পথে বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারপরও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কখনও পিছপা হননি। এই মহীয়সী নারী ১৮৫ হিজরি (মোতাবেক ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে) শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই মহীয়সী নারীর চেতনা বর্তমান শিক্ষার্থীদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে এবং নৈতিকভাবে বলীয়ান করতে এই কলেজের একটি হাউসের নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী

নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস

১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার পশ্চিমগাঁও গ্রামে জন্ম নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর। পিতা আহম্মেদ আলী চৌধুরী ছিলেন কুমিল্লার হোসনাবাদ পরগনার জমিদার। মাতা আরফান্নেসাও ছিলেন একজন জমিদার-কন্যা। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী উর্দু, আরবি, ফারসি, পরে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা নেন। বাংলার এই মহৎপ্রাণ নারীর সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ রেখেই এই কলেজের একটি হাউসের নামকরণ করা হয়েছে "নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস"। সারা বছরজুড়েই হাউসের নানান রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে; যা শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অত্যন্ত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাথে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ৪৫ বছর জমিদারি পরিচালনা করেছেন; দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন; দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক শাসনামলে তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদানে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ মহারানি তাঁকে 'নওয়াব'-উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংরেজ শাসনামলে তিনিই একমাত্র নারী যিনি এই 'নওয়াব'-উপাধি পেয়েছেন। মানবদরদি, শিক্ষানুরাগী এই মহানুভব নারী ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর এই অসামান্য অবদানের কথা জেনে তাঁদের চেতনা, জ্ঞান ও হৃদয়কে প্রসারিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে; সেই সাথে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত করার প্রয়াস পাবে।

বেগম রোকেয়া হাউস

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বাঙালি নারী-জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ইতিহাসে চির-স্মরণীয়। নারীর ক্ষমতায়নে এবং শিক্ষাবিস্তারে তাঁর এই অনন্য অবদানকে স্মরণ করতে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর একটি হাউস তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু এক জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ও মা রাহাতুন্নেসার ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তান ছিলেন। রোকেয়া যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে-সময়ে বাঙালি মুসলমান-সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন না-থাকায় বাঙালি-মুসলিম নারীরা শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরি ও সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলো। রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে তাঁর বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের ইংরেজি এবং বড়ো বোন করিমুন্নেসা তাঁকে বাংলা শেখাতেন। ১৮৯৮ সালে বিয়ের পর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায় লেখাপড়া চালিয়ে যান। সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঘরে-ঘরে গিয়ে তিনি বাবা-মাকে বোঝাতেন কন্যাসন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য। তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর নামে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তা-ই নয়, নারীহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে আঘাত করে নারীজাতিকে জাগ্রত (বোধশক্তি জাগিয়ে তোলার) করার চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁকে 'নারীজাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। তাঁর সাহিত্যিক সৃজনীশক্তি ছিলো চমৎকার। পদ্মরাগ, অবরোধ, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন ইত্যাদি তাঁর সৃষ্টিশীলতার অন্যতম নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি বাঙালি নারীদের দুভাবে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন : প্রথমত, মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে; দ্বিতীয়ত, নিজের রচনায় নারীমুক্তির দিক-নির্দেশনা দিয়ে।

এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর স্মরণেই এই হাউসের নামকরণ করা হয়েছে।

শামসুন নাহার মাহমুদ হাউস

শামসুন নাহার মাহমুদ

শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক প্রকাশে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে যে-চারটি হাউস রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম "শামসুন নাহার মাহমুদ হাউস"। শিক্ষাকে বেগবান, পরিশীলিত ও শানিত করার জন্য হাউসগুলো অনেক গুরুত্ব বহন করে। নামকরণ করার ক্ষেত্রে যে-চেতনাটি ধারণ করা হয়েছে তা মূলত বিদ্যানুরাগী, সাহিত্যানুরাগী শামসুন নাহার মাহমুদের সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতাকে কেন্দ্র করে। মহীয়সী নারী শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯ অক্টোবর ১৯০৮ সালে বর্তমান ফেনী জেলার গুতুমা গ্রামের মুন্সী বাড়ির সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী ও মা আছিয়া খাতুন। বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে নানা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের বাড়িতে মা ও ভাই হাবিবুল্লাহ বাহারের সাথে বেড়ে ওঠেন; পড়াশোনা করেন ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে। ১৯৩২ সালে বিএ পাশের পর বিদ্যাশিক্ষায় অদম্য স্পৃহার কারণে দশ বছর পর ১৯৪২ সালে এমএ পাশ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি-হিসেবে তিনি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় "আঙুর" পত্রিকায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো : পুণ্যময়ী, ফুল বাগিচা, বেগম মহল, আমার দেখা তুরস্ক এবং নজরুলকে যেমন দেখেছি; পেয়েছেন মরণোত্তর "স্বাধীনতা দিবস" পুরস্কার। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তিনি নারীশিক্ষার অধিকার-আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদুষী এই নারী সাহিত্যে ও সমাজসেবায় তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে-দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা বাংলার ইতিহাসে অমলিন হয়ে থাকবে।

অধ্যক্ষ মহোদয় ও উপাধ্যক্ষগণের সাথে হাউস মাস্টার ও হাউস ক্যাপ্টেনরা

অধ্যক্ষ মহোদয় ও উপাধ্যক্ষগণের সাথে ক্লাব মডারেটরবৃন্দ ও ক্লাবের প্যানেল মেম্বাররা

আমাদের ক্লাব ও সংগঠনসমূহ

আমাদের ক্লাব ও সংগঠনসমূহ

Science Club

Art and Craft Club

Photography Club

Taekwondo Club

General Knowledge Club

Debate Club

Cultural Club

Math Club

Sports Club

Quran Recitation Club

Environment and Community Club

Language Club

Business Club

BNCC

Yellow Birds
Girl Guides and Rangers

MUN Club

সূচিপত্র

সূচিপত্র

একাডেমিক লেখাপড়ার বাইরেও সংস্কৃতির যে বিশাল জগৎ আছে, সেই জগৎ সম্পর্কে প্রতিটি শিশু ও কিশোরকে পরিচিত হওয়ার ধারণা ও ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। সেই লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে SAGC Art & Craft Club এবং Photography Club. সুন্দর হোক তাদের পথচলা।

শিল্পী হাশেম খান

(তিনি SAGC Flair Hunt 1.0 -২০২১ সালে সম্মানিত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন)

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

আতিফা জামান

শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্কারি

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

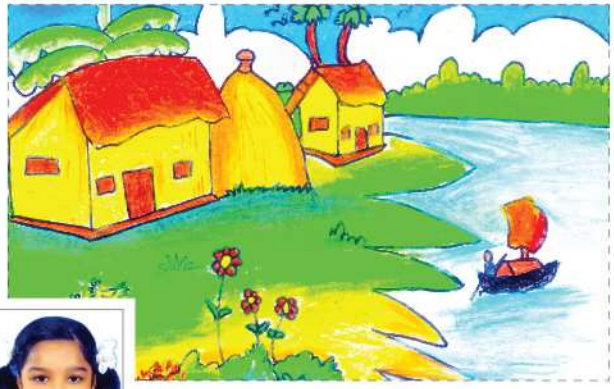

সিরাতিম মুস্তাকিম জেইন, শ্রেণি : কেজি, শাখা : পিওনি

আফিয়া জাহিন সাইবা, শ্রেণি : কেজি, শাখা : আইরিশ

নাবিহাহ নায়লাহ, শ্রেণি : কেজি, শাখা : পায়রা

তাহসিনা কবির ইরা, শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কলমি

অনিন্দিতা ভাবুক, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : লরেল

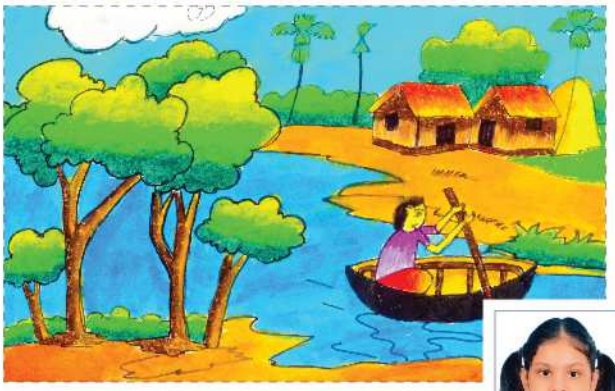

মাহিয়া রহমান, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : বকুল

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

মানহা ইসলাম, শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : শিপসা

রুহিনা শাজনীন, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : রেইনড্রপ

ফারহিন ফেরদৌসি, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ধরলা

জোবায়দা মোস্তাফিজ রুপকথা, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : ধরলা

তাসনিয়া তারুন্নুম, শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : তিতাস

সামিলা হোসাইন সুজানা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গার্ডেনিয়া

কল্পনার কি আঁকা আঁকি

জুনাইরাহ ফারহিন, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গার্ডেনিয়া

জুহায়রা মানহা আরিশা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গার্ডেনিয়া

জায়ানা খান, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : চিত্রা

মার্জিয়া ইসলাম মনিরা, শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : পঞ্চবেনী

আয়েশা জিম, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ড্যাফোডিল

জামিলা মাহমুদা (সামিউ), শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ডালিয়া

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

সোহানা ফারজিন প্রাপ্তী, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : মধুমতি

মুনাওয়ারা মালিয়াত, শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : জলঢাকা

তাহসিন তাবাস্‌সুম, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক্যালেন্ডুলা

মানসিবা মুবাল্লিগা, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : অ্যাজালিয়া

আশুকা আলম, শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক্যামেলিয়া

সারনী মোরসালীন, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ম্যাগনোলিয়া

কল্পনার কিছু আঁকা আঁকি

লুবানা লতিফ মম, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মাতামুহুরী

সুমাইয়া শিমু স্নিগ্ধা, শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : মাতামুহুরী

রাজশ্রী রায়, শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : কিংশুক

ফারিবা তাবাচ্ছুম নিপা, শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : কাপ্তাই

মারিহা তাসনিম অদ্রি, শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : কুশিয়ারা

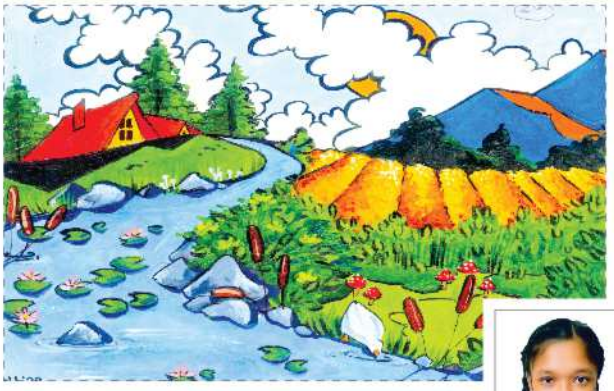

নামিরাহ হোসেন, শ্রেণি : নবম, শাখা : অ্যাডেনিয়াম

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

আরিয়ানা ইসলাম, শ্রেণি : নবম, শাখা : অরোরা

মুবাশশিরা তাসনিয়া রহমান রিদা, শ্রেণি : নবম, শাখা : বুড়িগঙ্গা

আয়শা সিদ্দীকা বিন্‌তে খৈয়াম, শ্রেণি : নবম, শাখা : এ্যাভেনা

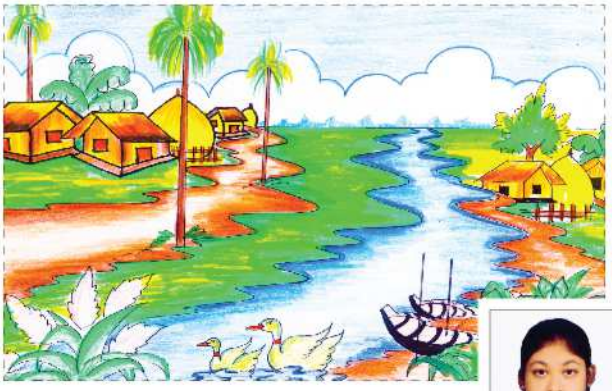

তাসফিয়া আক্তার অনিমা, শ্রেণি : দশম, শাখা : সূর্যমুখী

নুজহাত সাইয়ারা, শ্রেণি : দশম, শাখা : অ্যাস্টার

নুসরাত জাহান, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : কপেট্রন

কল্পনার রঙে আঁকা আঁকি

হুমায়রা বিনতে মনসুর, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

রাইসা তাহসিন, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : জুপিটার

মালিহা আনজুম, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : জুপিটার

মিফতাহুল জান্নাত, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : অরবিট

তাহসিন থুরাইয়া, শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : সিগমা

হাফছা আহমেদ নিশাত, শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ইলেকট্রন

ক্যালিগ্রাফি

মাহিমা বিনতে রহমান
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ওমেগা

মাহজান মোস্তফা
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : থিটা

হাসনা নাজাত সরওয়ার
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : নিউট্রন

আলিফ বিনতে রহমান
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : পাই

টাইপোগ্রাফি

মাহিমা বিনতে রহমান
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ওমেগা

হামনা নাজাত সরওয়ার
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

হাসনা নাজাত সরওয়ার
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : নিউট্রন

ফটোগ্রাফি

সুরাইয়া তাবাসসুম মায়িশা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

এস. এফ. ফাইরুজ
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

ফ্লোরা আফরিন লিয়া
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : শুকতারা

মুবাশ্বিরা বিনতে মুসাহিদ
শ্রেণি : নবম, শাখা : আরোরা

রামিসা মল্লিক বর্ণ
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : করতোয়া

ছড়া-কবিতার অঙ্গনে
ছন্দ-সুরের ঝংকারে
দুলবে হৃদয় উচ্ছ্বাসে...

সুহানা হাবিব
শ্রেণি : দশম, শাখা : এ্যামেলিয়া

কবিতা ও ছড়া

মাসায়রা আলম সাদিকা
শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কদম

আমার দেশ

সবুজ শ্যামল বন বনানী
আমার বাংলাদেশ
বৃক্ষবনের সমারোহ
রূপের নেইকো শেষ।
আমার দেশের দোয়েল পাখি
ডাকে মধুর সুরে
ভোরের পাখির মিষ্টি গানে
ঘুম চলে যায় দূরে।
মাঠে পাখির কলকাকলি
নদীর কলতান,
সারাজীবন গাইব আমি
বাংলাদেশের গান।

আজরিন রহমান খান
শ্রেণি : কেজি, শাখা : পায়রা

বিড়ালের ছড়া

ছোট্ট বিড়াল মিনি,
খায় শুধু চিনি।
দেখতে সে সাদা-কালো,
দুষ্টু নয় সে খুব ভালো।
গা তার তুলতুলে,
লেজ নাড়িয়ে ঘুরে।
আছে তার তিনটি ছানা,
দুষ্টুমি তাদের করতে মানা।
ডাক তাদের মিউ, মিউ,
তারা আমার খুব প্রিয়।

আরিশা মাহদিয়া
শ্রেণি : প্রথম, শাখা : কুসুম

ঈদের দিনে

ইদের দিনে আমরা সবাই,
ফিরনি সেমাই খাব।
ইদের দিনে আমরা সবাই
বন্ধুর বাড়ি যাব।
ইদের দিনে আমরা সবাই ,
দুঃখ ভুলে যাব।
ইদের দিনে আমরা সবাই,
খুশিতে হারাব।

রিফাআতুন্নিসা আনিকা
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : বংশাই

বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
দাদার বাড়ির টিনের চালের উপর।
রিমঝিম বৃষ্টি,
আঃ কী-যে মধুর শব্দের সৃষ্টি।
ছাতা মাথায় বৃষ্টির দিনে,
নানার বাড়ি যাই।
সেখানে গিয়ে দুধ-ভাত,
পেটটি ভরে খাই।

মোসাঃ সায়মা
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : বকুল

ছোট্ট খুকি

আমি এখন ছোট্ট খুকি
স্কুলেতে পড়ি
বড়ো হয়ে আমি যেন
সোনার জীবন গড়ি।
পড়ালেখা ছাড়া কিছু
হয় না কভু জানি,
গুরুজনের আদেশ নিষেধ
সবকিছু তাই মানি।
বড়ো হয়ে মানুষ হবো
হবো জ্ঞানী-গুণী,
জ্ঞানই আলো, জ্ঞানই শক্তি
এটাই অমর বাণী।

সাদভী জাহান সুবহা
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : পারুল

শীত এসেছে

উত্তরের ঠান্ডা হাওয়ায়
শীত এসেছে আবার।
শিশির ফোঁটা পড়ল ঘাসে
পিঠা-পুলির দিন এসেছে
চালের পিঠা, গুড়ের পিঠা
পিঠার কত বাহার!
শুকনো পাতা পড়ল ঝরে
অতিথি পাখি এল ঘরে
কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে
শীত এসেছে, শীত এসেছে।
সকাল -দুপুর রোদ পোহাবে,
খেজুর রসের পায়েস হবে,
দেখছ তুমি ? ফুল ফুটেছে,
গাঁদা ফুটেছে, ডালিয়া ফুটেছে।
বছর শেষে আবার দেখো
শীত এসেছে, শীত এসেছে।

তাসফিয়া তাহসিন অর্থী
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : দোলনচাঁপা

ডলি পুতুল

ডলি পুতুল বোকা মেয়ে
কিছুই বোঝে না,
স্বাস্থ্য বইয়ের কথাগুলো
মোটেই মানে না।
নখ রেখেছ কত্ত বড়ো
ময়লা যাবে ঢুকে,
হবে অসুখ সেই ময়লা
হঠাৎ গেলে পেটে!
ডলি পুতুল বোকা মেয়ে
কিছুই বোঝে না,
স্বাস্থ্য বইয়ের কথাগুলো
মোটেই মানে না।
দাঁতগুলো কী বিশ্রী গো !
ধোওনা বুঝি বোকা
উহু উহু করবে তখন
ধরবে যখন পোকা!
ডলি পুতুল বোকা মেয়ে
কিছুই বোঝে না.
স্বাস্থ্য বইয়ের কথাগুলো
মোটেই মানে না।
চুলগুলো কী কোঁকড়ানো গো,
আঁচড়াও নাকো বুঝি!
চিরুনি দয়ে আঁচড়ে নিয়ে
করবে পরিপাটি,
নইলে উকুন বাঁধবে বাসা বলছি
বলছি কথা খাঁটি।

পাখিদের উচ্ছ্বাস

পার্থিবী মজুমদার
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : সন্ধ্যা

বসন্তকালে ভোরবেলাতে কোকিল ডাকে ডালে
দুপুরবেলায় শালিকগুলো গাছে গাছে খেলে,
বুলবুলি আর ময়না টিয়ে গান শোনায় মনের সুখে
দোয়েল পাখি শিস দিয়ে যায় সারাদিন ধরে
বিকেলবেলায় দেখা যায় অনেক কাকের দল
সন্ধ্যাবেলায় হাঁসেরা বলে 'চল্ রে বাড়ি চল্।'
ডাহুক ডাকে রাতের বেলায় দূরে বনের ধারে
বাবুই পাখির কিচিরমিচির বড়োই মিষ্টি লাগে
রাত্রি হলে মুরগিগুলো ভয়ে ভয়ে থাকে
শেয়াল কি তাদের রাত্রিবেলা চুরি করতে আসে!
রাত্রিবেলা শেয়াল এল কুকুর ছুটল পিছু
শেয়াল ভয়ে পালিয়ে গেল মুরগিদের করলো না কিছু।

মুন্তাহীনা মাহিয়া
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : তিতাস

মশা

পড়ার সময় মশা তোরা
ছুটে আসিস ঘরে।
মেজাজটা যে খারাপ করিস,
কানে ভ্যা-ভ্যা করে।
কয়েল ছাড়া যাস না তোরা
হয়েছে বড়ো মুশকিল;
ধরতে পারলে তোদের
মারব কষে কিল।
রক্ত খাস খা তোরা!
বাধা দেব না।
তবুও তোরা কানের কাছে
ভ্যা ভ্যা করিস না।

ফারিয়া জান্নাত জুঁই
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : মনু

শুভ্র মুজিব

বঙ্গদেশের জাতির পিতা তুমি শেখ মুজিব,
এই মাটিতে সবার কাছে তুমিই চিরঞ্জীব।
এই বাংলার সবার তরে, নিজের জীবন তুচ্ছ করে,
এনে দিলে শান্তি-সুখের প্রিয় স্বাধীনতা।
স্মৃতির পাতায় আছে লেখা মুজিব তোমার কথা।
জন্মভূমি বঙ্গভূমি বাংলা আমার মা,
তুমি ছাড়া এই বাংলা আমরা পেতাম না।
দেশকে নিয়ে দেখতে তুমি স্বপ্ন নয়নভর,
এই বাংলা হবেই হবে সৌন্দর্যসাগর।
জীবন তোমার দিয়ে গেলে জনমানুষের তরে,
বাঙালিরা তোমায় কভু ভুলতে নাহি পারে।
থাকব মোরা, লড়ব মোরা একসাথে বেঁচে মরে,
জিতব মোরা তোমার সেই স্বপ্ন পূরণের তরে।

আরুফা খানম
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ভৈরব

কলা সমাচার

বলো তো দেখি ধলা
বাংলাদেশে কত রকম কলা?
বলল ধলা উঁচিয়ে গলা
সাগর কলা, শবরি কলা,
চাম্পা কলা, চিনি কলা,
আইট্টা কলা, চিকনি কলা,
কোকা 'কলা', পেপসি 'কলা'
আরো আছে, আরো আছে
চারুকলা, কারুকলা,
আছে শিল্পকলা
জবাব শুনে স্যার বললেন—
হয়েছে তোমার বলা।

রেহনুমা সাবরিন (রাইসা)
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : শেফালি

টুনটুনি

ছোট্ট পাখি টুনটুনিদের
দেখতে যদি চাও
হরেক রকম গাছে ভরা
বন-বাদাড়ে যাও।
ছোট্ট দেহী হলেও তারা
চতুর দেখি খুব
এক মুহূর্তের জন্যে তারা
থাকে না তো চুপ।
লতাপাতার ফাঁকফোকরে
ফুড়ুত-ফুড়ুত ওড়ে
পোকামাকড় মুখে নিয়ে
গাছের ডালে চড়ে।
ঝোপঝাড়ে আর ছোট্ট গাছে
করে তারা বাস।
আপন নীড়ে মনের সুখে
কাটায় বারো মাস।

ইন্সিতা হালদার
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ইছামতি

লোডশেডিং

অন্ধকারে বসে আছি
কারেন্ট গেছে চলে
হারিকেনের তেল পুড়েছে
মোম গিয়েছে গলে।
লোডশেডিংয়ে প্রতিদিনই
চলছে এমন খেলা,
যাবতীয় পড়ালেখা
বন্ধ রাতের বেলা।
পরীক্ষার আর ক-দিন বাকি
শেষ হয়নি পড়া
রাতের বেলা না-পড়ে আর
কী করা! কী করা!
ধুলাবালির জন্য চাঁদও
দেয় না তেমন আলো;
ও জোনাকি কষ্ট করে
তুমিই আলো জ্বালো।

ফাইয়াজ তাইয়্যেবা
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : জলঢাকা

ইচ্ছে করে

ইচ্ছে করে পাখির মতো ডানা মেলে উড়ি
পাখির মতো উড়ে উড়ে পুরো জগৎ ঘুরি।
ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াই প্রজাপতির মতো
ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে সুবাস নিই যত।
ইচ্ছে করে মাছের মতো ভেসে বেড়াই জলে
চুপটি করে বসে থাকি পদ্মপাতার তলে।
ইচ্ছে করে মনের মাঝে কাঁঠাবিড়ালী হবো
এ গাছ ও গাছ ঘুরে ঘুরে মনের কথা কবো।
ইচ্ছে করে ভেসে বেড়াই মেঘের কোলে বসে
সব তারাদের বন্ধু হবো সারা আকাশ চষে।

আয়েশা জিম
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ড্যাফোডিল

সেরা বন্ধু

সবার চেয়ে সেরা বন্ধু
হলো আমার বই
তারই সাথে প্রত্যহ
আমি কথা কই ।
আমার কোনো বিপদ এলে ,
পালায় না সে ছেড়ে
জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়ে বাড়ায় দুহাত
যতটুকু সে পারে।
মন থেকে সে দূর করে সব
হিংসা, বিদ্বেষ, কুসংস্কার
জানিয়ে দেয় আমায় সে
অজানা সব বিষয়।
সব কথা ভেবে আমি
করছি-যে এক পণ
বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব
আমি রাখব আজীবন।

তাবাস্‌সুম হায়দার
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ভৈরব

বন্ধু থাকো হৃদয়ে

মানুষ একা বিপর্যয়ে
যেই-না দিশে হারায়,
সেই বিপদে সবার আগে
বন্ধু পাশে দাঁড়ায়।
পরিবারের সবাই যদিও
করছে তোমার কেয়ার,
বন্ধু ছাড়া সবকিছু কি
করতে পারো শেয়ার?
বন্ধু তোমার হতেই পারে
সব বয়সের মানুষ,
তাদের নিয়ে আড্ডাবাজি
ভালো-মন্দ বোঝাবুঝি
সময় কাটে বেশ।
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা কই?
একলা হলেই ভাবি,
ভালো থাকো, ভুল বোঝো না
সবার কাছে দাবি।
বন্ধুরা তো সবাই আছে
স্মৃতির সাথে মিশে,
বন্ধু ছাড়া এক জীবনে
অর্জন হয় কীসে?

সাদিয়া আফরিন মৌ
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : করতোয়া

ঋতু মেলা

গ্রীষ্মের পাকা আম
রৌদ্রে ঝরায় ঘাম।
বর্ষার ভেজা বৃষ্টি
লাগে বড়ো মিষ্টি।
শরতের কাশফুল
ভরে যায় নদীর কূল।
হেমন্তের ধান-কাটা উৎসব
মনে এনে দেয় আনন্দের কলরব।
শীতের দিনের শীতের পিঠা
আরো রয়েছে খেজুরের মিঠা।
ঋতুরাজ বসন্তের আগমন
প্রকৃতিতে এনে দেয় খুশির সঞ্চারণ।
আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ
বৈচিত্র্যময় এই সোনার বাংলাদেশ।

জয়িতা মেধা
শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : করতোয়া

স্বপ্নে ঘেরা দিন

এমন একটা সকাল চাই
সূর্য হেসে উঠবে ভাই।
পাখির ডাকে উঠব জেগে।
সাজবে সকাল চোখের মাঝে।
এমন একটা দিন খুঁজি
আজানের সুর যেন শুনি,
মন্দিরে বাজবে শঙ্খধ্বনি।
গির্জার সেই ঘণ্টার শব্দ
করবে না কেউ এসব বন্ধ।
এমন একটি বিকাল চাই
খোলা মাঠে খেলব সবাই।
কত স্বপ্ন জেগে দেখি
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আঁকি
দুচোখে ছিল স্বপ্ন ভরা
কত স্বপ্ন মোদের অজানা।
বঙ্গবন্ধু গড়েছে দেশ
তাইতো মোরা আছি বেশ।

নাজীফা সুমাইতা
শ্রেণি : নবম, শাখা : সাঙ্গু

নারী

আমি নারী। ওরা বলে, আমি দুর্বল।
আমারও তো শক্তি আছে, আছে মনোবল
ওরা বলে, আমি বোঝা, সম্পদ নই।
আমিও তো দেশের সম্পদ হয়ে বাঁচতে চাই।
আমারও তো অধিকার আছে,
নিজের পায়ে দাঁড়াবার।
আছে যোগ্যতা, আছে অভিলাষ
নিজেকে প্রমাণ করবার।
আমি নারী। আমি কল্যাণময়ী
শত ঘাত-প্রতিঘাত বাধার পরেও
আমিই প্রকৃত জয়ী।

সুজানা ফাতিন জামান
শ্রেণি : নবম, শাখা : অরোরা

সুদূর সীমানা

প্রাচীন পিরামিড ঘুরে এলাম,
ঘুরে এলাম ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারে।
ঘুরে আসলাম এন্টার্কটিকার হিম শীতল চাদরে,
ঘুরে এলাম সাহারা মরুর তপ্ত প্রান্তরে।
ঘুরে আসলাম নায়াগ্রার অসীম জলস্রোতে।
হায়রে আমি মানুষ!
আমার কেন পাখির মতো হয় না দুটি ডানা?
আমি কেন উড়ে যেতে পারি না অসীম আকাশ
সুদূর সীমানা?
আমি স্বপ্নের ডানা মেলে উড়ে বেড়াই পৃথিবীর
এ প্রান্ত থেকে ওপার সীমানা।
স্বপ্নে আমি মেলে দিই আমার দুই ডানা,
যেখানে কোনো বাধা আমাকে আটকাতে পারে না
আমার স্বপ্নের সীমানা।

শ্রীজিতা ভট্টাচার্য্য রাই
শ্রেণি : দশম, শাখা : রাধাচূড়া

কালবৈশাখি

আকাশে মেঘের ঘনঘটা, চারধারে নিকষ অন্ধকার
মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক, বজ্রবৃষ্টির হুংকার।
প্রাণীকুলের অবিরাম ছুটোছুটি, তারস্বরে চিৎকার
চারদিক আজ থমথমে, হতে পারে সব ছারখার।
গোয়ালে গরুর পাল, ভয়ে তারা গুটিশুটি
কাক, চিল, বাজ, পক্ষীকুল করছে সব ছুটোছুটি।
বাঁশঝাড়ে শোঁ-শোঁ আওয়াজ, গাছেরা দুলছে ক্রমাগত
মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুটিও, ভয়ে আজ ক্রন্দনরত।
ঝরছে টিপ-টিপ বৃষ্টি, কর্দমাক্ত পথঘাট
কালবৈশাখি আসন্ন ধ্বংস হতে পারে ফসলের মাঠ।
চারদিকে ভয় আর শঙ্কা, কপালে দুশ্চিন্তার বলিরেখা
প্রকৃতির ভয়াল রূপে ভীত, আবালবৃদ্ধবনিতা।

মারিয়া চৌধুরী
শ্রেণি : দশম (নতুন)
শাখা : অপরাজিতা

আমার কথা

ফুলের নামে নামটি আমার রোজ বলে ডাকে
সুন্দর নামটি রাখার জন্য ধন্যবাদ দিই মাকে
বান্ধবীরা ইচ্ছে করে ডাকে ফ্লাওয়ার কুইন
বিদ্যালয়ে প্রতি খেলায় করি আমি উইন
পড়ালেখায় মন বসে না গানের সুরে ভাসি
আব্বু যখন বকুনি দেয়, দুঃখ ভুলে হাসি,
টিভি আর ভিসিআরে হিন্দি ছবি দেখি
বাংলা ভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজিতে লেখি
মিষ্টি আমি খাই না বেশি
ভালো লাগে টক
রংবেরঙের নেইল পলিশে সাজিয়ে রাখি নখ,
জামা-কাপড় যা-ই পরি না ফ্যাশন থাকা চাই,
সবাই যেন বলতে পারে, আধুনিকা ভাই।
যখন কোথাও বেড়াতে যাই একটাই আমার হবি
বনবাদাড়ে ছুটে গিয়ে তুলি আমি ছবি,
এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কিছুই নাই ব্রেনে,
ইচ্ছে করে মগজটাকে ধোলাই করি ড্রেনে।

উমাইশা তাসনীম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্কারি

সে যোদ্ধা যাকে তুমি চেন

দেখেছ কি সে যোদ্ধাকে
যে সবসময় থাকে তোমারই সাথে?
যে মাঝে মাঝে হোঁচট খায়,
আবার উঠে দাঁড়ায় এগিয়ে যাবার জন্য।
কখনও ব্যর্থ হয় আবার সার্থকতার স্বাদ নিতে
এগিয়ে যায় নতুন করে,
দেখেছ কী তাকে?
দেখেছ কী সে যোদ্ধাকে, সে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও
সাহস করে অগ্রসর হয় সামনে,
জয়ী হবার জন্য?
যে নিজেকে বিশ্বাস করে, নিজের স্বপ্নের জন্য যুদ্ধ করে,
দেখেছ কি তাকে?
তুমি চেন তাকে ঠিকই,
কিন্তু ভুলে যাও।
উঁকি দাও তো তোমার মনের গভীরে একটু
সে যোদ্ধা আছে তোমার মাঝেই বন্ধু,
জাগিয়ে দাও তোমার ভিতর লুকিয়ে থাকা
সে যোদ্ধাকে,
যাকে তুমি চেন।

কেয়া আক্তার মীম
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : গ্যালাক্সি

আমি আর পিছিয়ে নেই

আমার গতি কিছুটা নদীর স্রোতের মতো
কখনো খরস্রোত আবার
কখনো স্থবির আবার
কখনো গতিশীল।
কখনো আবার অরণ্যে।
কখনো আবার মেঘলা আকাশ,
শোনা যায় আমার আর্তনাদ।
কখনো আবার মানুষ করে,
আমার নামের জয়জয়কার।
কারো জীবনে আমি দুর্ভাগ্য,
আবার কারো জন্য আশীর্বাদ।
কারো কাছে হই পণ্যের ন্যায় বিক্রি
কারো কাছে আবার আমি,
শুধুমাত্র ভোগের পণ্য।
তবে এখন আর আমি পিছিয়ে নেই
আমার জানা আছে আমার অধিকার।
অন্যের নাম নয় আমার নামই
আমার পরিচয়।
দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে
যেতে পারি আমিও
ঘরের লক্ষ্মী ও বিশ্ববিজয়ী
হতে পারে নারীও
আমি এখন আর পিছিয়ে নেই।
নারী মানে কোনো দুর্বলতা নয়।
শক্তি ও প্রেরণার নাম
নারী হওয়া আমার পরিচয়
আমাকে খাঁচায় বন্দি রাখার মতো
কোনো শক্তি নেই
আমি এখন আর পিছিয়ে নেই।

রাইসা ইসলাম অর্ণা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ভেনাস

মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো বাঙালির গৌরব, অহংকার।
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো দীর্ঘ ২৩ বছর।
বাঙালি জাতির পাকিস্তান সরকারের হাতে,
শোষিত, বঞ্চিত হওয়ার পর জেগে ওঠার ইতিহাস।
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে
সর্বস্তরের সকল শ্রেণির মানুষের
এক হওয়ার ইতিহাস,
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালি জাতির,
অস্ত্র হাতে নিজেদের প্রস্তুত করার ইতিহাস।
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো 'একতাই বল' নীতির বাস্তব প্রয়োগ ও সফলতা।
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে,
বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস,
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো ১৬ই ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' নামক
স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশের জন্ম হওয়ার ইতিহাস।
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো বাঙালি জাতির বিশ্ববাসীর সামনে
মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা,
মুক্তিযুদ্ধ?
সে তো বিশ্ববাসীর সামনে,
বাঙালিদের দেশপ্রেমের উদাহরণ।
মুক্তিযুদ্ধ?
নতুন প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেমের,
এক জ্বলন্ত উদাহরণ।
যে আদর্শ ও চেতনা বুকে নিয়ে,
বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে,
দৃপ্ত পদক্ষেপে।

আয়শা সিদ্দিকা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মেসন

আমি শিক্ষিত

ওরা পাগল, ওরা উন্মাদ
ওরা জানে না ঠান্ডা মাথায় কেমনে দেয় মানুষের পেটে লাথ
ওরা যুক্তির সাগর, ওরা চিল্লায়
ওরা জানে না, সত্য মিথ্যে হয় আমার টাকার পাল্লায়।
ওরা বিচার ডাকে, অধিকার খোঁজে, ডাকে গ্রামের মাথা-মোড়ল
ওরা জানে না দু-চার বান্ডিল দিলেই তারাও হয় আমার দোসর
ওরা অশিক্ষিত, মূর্খ একেবারে গ্রামের ধূর
আমি উচ্চশিক্ষিত, অকথ্য সব ভাষা; দেখেছ গলায় কত জোর
আমি বড়ো মানি না, আবার নাকি স্নেহের ছোটো
আমার আছে টাকা এই না কত!
কেন যে ছোটোলোকগুলো আমার পিছে লাগে
জানে না বুঝি তারা, টাকাই সবার আগে।
টাকা আছে বলে আমি নিজেই আইনের এক খনি
তাও যদি না মানো তুমি, কেড়ে নিতেও ভালোই জানি।
দু-চারটে গুন্ডা-পান্ডা, মাতব্বর দিয়ে
কেমনে তোমায় রাখব দেইখো দাবিয়ে।
তাও যদি না মানো, আমার কথা না শোনো
শেষ বিদায়ের দিন গোনো।
এও আমি ভালোই পারি
আমি শিক্ষিত খিলাড়ি।
আমার চাই, চাই, আরো চাই
টাকা নাও আর রাস্তা থেকে সরো তো ভাই
নইলে ঠিকই ছিনিয়ে নেব ওই জায়গা-জমি; আমি কায়দায়।
আমার কেবল চাই আর চাই।

সানজিদা আক্তার সিথী
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : স্পেকট্রাম

কখনও তোমার জন্য

কখনও আকাশ যেখানে,
অনেক হাসিখুশি ভরা তারা।
কখনও-বা সাগর যেখানে,
স্রোতের তরঙ্গ দিশেহারা।
কখনও পাহাড় যেখানে,
পাথর চিরদিন জেগে থাকা।
কখনও বা মাঠ যেখানে,
সবুজ শ্যামল ফসলের ঢেউ আঁকা।
কখনও আবার,
পাখির গুনগুনিয়ে গান গাওয়া।
কখনও বা হঠাৎ,
রিমঝিম শব্দ করে বৃষ্টি পড়া।
কখনও বা নদীর,
স্রোতের ঢেউ-এ চলতে থাকা।
কখনও আবার,
আকাশে রংধনুর সাত রঙে রাঙিয়ে ওঠা।
কখনও শস্য শ্যামলা
ভরা মাঠ বাতাসে দোলা।
কখনও আবার শরৎকালে,
নদীর কূলে কাশফুলে ভরে ওঠা।
কখনও বা আনমনে,
পদ্ম ভাসে পুকুর পাড়ে।
কখনও বা বসন্তে,
কৃষ্ণচূড়া সেজে ওঠে জলে জলে।
কখনও বা শীতকালে
কুয়াশা ভরা সকালে হেঁটে হেঁটে
ঘাসের শিশির পানি ছোঁয়া।
কখনও বা আবার
ভোর সকালে চায়ের কাপে
সেখানে
তোমার জন্য অপেক্ষা করা।

তাবাসসুম মীম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

অপূর্ণতা

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ধূসরতা
কিংবা অরণ্যের শ্যামল সবুজের সমারোহ,
বেদনার কোনো নীলাভ ছায়া
কিংবা বসন্তের ঝরাপাতার একমুঠো হলদে বর্ণ,
শরতের একরাশ শুভ্রতা
কিংবা সমুদ্র আকাশের মিশে যাওয়া একরাশ নীল,
সূর্যের তীব্র আলো অথবা জোছনার স্নিগ্ধ মায়া,

ছুঁতে না পাড়া ইচ্ছেগুলো,
অস্পর্শ্য আকাঙ্ক্ষাগুলো
কল্পনার ক্যানভাসে যতটা
ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা,
চোখের পলকেই বাস্তবতা যেন
সেই ক্যানভাসে ধূসর এক ছায়ার
রূপে নেমে আসে।

আকাঙ্ক্ষাগুলো অলিখিত রূপকথার গল্পের মতো,
অথবা কল্পনায় আঁকা কোনো এক অস্পষ্ট ক্যানভাস,
কিংবা কাশফুলের মতো অবিরাম সুন্দর।
কাশফুলের শুভ্রতা দূর থেকে যতটা উপভোগ্য,
কাছে গেলে ঠিক ততটাই মলিন হয়ে যায়।

সবশেষে দিনের আলো ফুরিয়ে গেলে,
সাঁঝের মায়া বিলীন হয়ে এলে।
রাত্রির আঁধারের শোভনীয়তা কেটে গেলে,
অদৃশ্য আয়নায় চোখ রেখে আনমনে বলছি,
"থাকুক না কিছু ইচ্ছে অপূর্ণতায় ঘেরা,
হয়তো অপূর্ণতা আছে বলেই পূর্ণতা এত সুন্দর!"

সাবিহা আফরিন
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : কপের্ট্রন

জীবনপথের যাত্রা

পৃথিবীর যত চিরায়ত রূপ, চিরায়ত উপাখ্যান
সবই থেকে যাবে–
রবে না কেবল নশ্বর এই প্রাণ।
আদিকাল হতে জীবন-মৃত্যু বহমান পাশাপাশি,
বেঁচে থাকার অল্প সময়টুকুও
প্রবহমান দিবানিশি।
প্রতিটা ভোরেই সূর্য ওঠে, চন্দ্র ওঠে রাতে
একটা তারা খসে পড়লেও
ব্যত্যয় হয় না তাতে।
আলো-আঁধারির চিরায়ত এই পালাক্রমের খেলা,
প্রভাত-নিশীথ,
এমনই করেই পেরিয়ে যে যায় বেলা।
গভীর রাতের আঁধারি আলো ভোরের পূর্বাভাস,
রাত পেরিয়ে দিনের দেখা,
পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস।
আরো কিছুক্ষণ বসুধার এই বিশাল গগনতলে,
কাটানো যাবে–
বিধাতা মোদের সময় দিয়েছেন বলে।
জীবনতরির গল্পগুলো এমনিভাবেই গড়া,
হাসি, কান্না, আনন্দ আর
স্মৃতির আবেশে ঘেরা।
গল্পগুলো ভেবে ভেবেই ছন্দ লেখেন কবি,
চিত্রকরও হৃদয়পটে
ফুটিয়ে তোলেন ছবি।
কাব্যিক তার কাব্যে লেখেন হাজার খানেক কথা
সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা
আর যে বিয়োগ ব্যথা।
কবিমনও এই অনুভব ফুটিয়ে তোলেন ছন্দে,
সেগুলোরও যে রেশ রয়ে যায়,
প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
জীবন সসীম, নয় যে অসীম, কঠিন পথের যাত্রা
বৈপরীত্য যোজন করে,
নতুন আরেক মাত্রা।
চড়াই-উতরাই নিয়েই তো এই ক্ষণকালের বাঁধন,
পাপ সরিয়ে পুণ্য দ্বারাই
করি অবগাহন।।

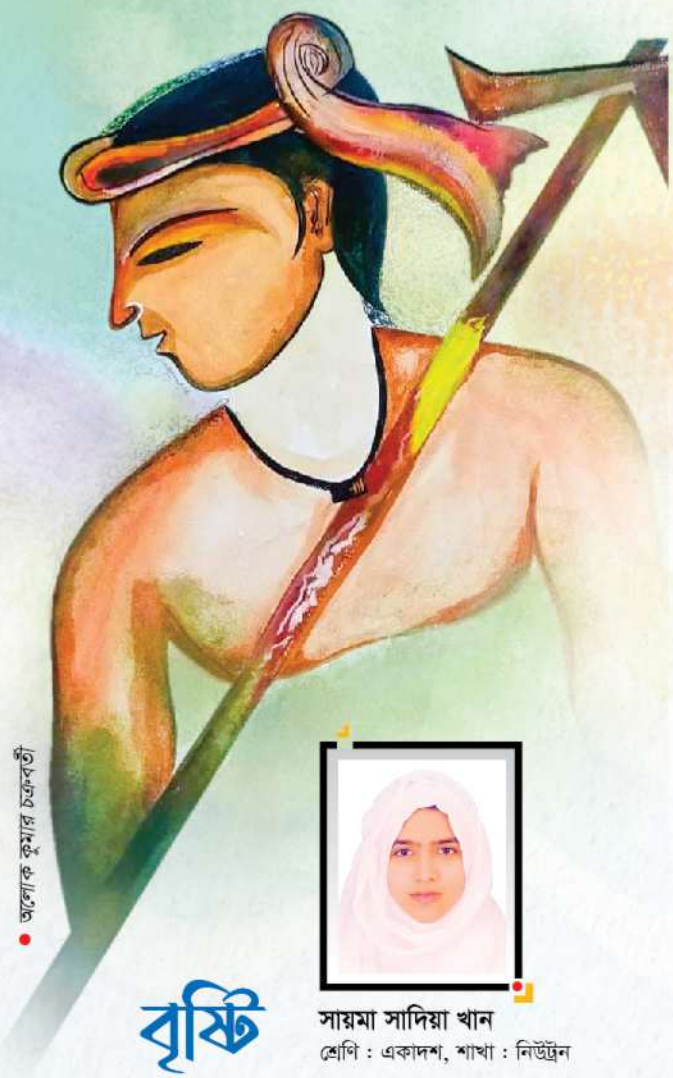

অলোক কুমার চক্রবর্তী

বৃষ্টি

সায়মা সাদিয়া খান
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

মেঘ হয়ে আজ বৃষ্টি হয়নি, মেঘ পড়েছে খুব
মাঠের ফসল শুকিয়ে গেছে, তাই কৃষকের দুখ।
প্রখর তাপ মাথার পরে, ঘাম ভেজা তার শরীরজুড়ে
হতাশ কৃষক বিষণ্ন চোখে, চেয়ে রয় নীল আকাশ পানে।
মেঘে মেঘে ঝুম বৃষ্টি হবে, ধান ফলবে কখন
ধান বিক্রির অর্থ দিয়ে দেনা মিটবে তখন।
নেই ঘরে চাল, জোটে না দুবেলার ভাত
পথ চেয়ে রোগা গিন্নি, দ্বারে ক্ষুধার্ত ছেলের হাত।
ব্যাপারী সাহেব কৃষককে বললেন আজ হেসে,
'দিন কত গেল? টাকা তুমি দিবে কবে?'
ভগ্ন হৃদয়ে কৃষক তাকে বলতে কিছু না পারে,
শূন্য চাহনিতে কেবল তার বোবা অশ্রু ঝরে।
দিনশেষে আঁধার ঘনিয়ে আসে, ঘুম নেই তার চোখে
কত মানুষের পাওনা বাকি, জোগাড়ই-বা হবে কীসে?
ঝমঝম শব্দে দুঃখী কৃষকের তন্দ্রা কাটে,
দৌড়ে দোর খুলে চেয়ে রয় সে অবাক মনে
উপচে পড়া জলকণার দিকে কাতর তার দৃষ্টি,
আজ বহু প্রতীক্ষার পর তুমি এলে বৃষ্টি!

সুমাইয়া নূর হক
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : শুকতারা

আমি

বয়স আর কত হবে?
এই ১৬, ১৭ বছর,
নতুন যৌবন, চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে
পাড়ি দিতে চেয়েছিলাম অনেক দূর
কিন্তু এটা কী হলো আমার সাথে!
পুরো সম্মানটুকুই যে দিয়ে দিতে হয়েছে
চিনতে পারছেন আমাকে?
বেশি দূর না—
এই স্কুল থেকে বাসা অবধি যেতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু ঐ পিচঢালা রাস্তাটা
হয়তো ভালোবাসতো!
ভালো তো সবাই বাসতো
কিন্তু কেউ কি কখনো বলেছে
তাই তো বেঘোরে প্রাণ দিয়েছি,
হাজার স্বপ্নের নীচে দুটি চোখ বুঝে
চিনতে পারছেন আমাকে?
ভালো তো সবাই বলত
তাহলে দোষটা কী ছিল আমার?
এই মত প্রকাশের স্বাধীনতাটা!
তাই নির্মমভাবে,
পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমাকে
চিনতে পারছেন তো?
ভেবেছি,
খবরের নীচে খবরে, মানুষের অন্তরে
হয়তো আমি ডুবে গেছি
কিন্তু না! আমি জাগ্রত
যতবারই এভাবে আমাকে হত্যা করা হবে
ততবারই আমি জাগ্রত
জাগ্রত সবখানেই, সব জায়গাতেই
ভালো করে দেখেন
চিনতে পারছেন তো কে আমি?

রতন কুমার রায়
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

ঘুম ভাঙলে

এ যাত্রায় ঘুম ভাঙলে
বিষ্ণু দেবের ন্যায় সম্পূর্ণ কলা নিয়ে
মাতা দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করব।
কোনো এক ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে, অমাবস্যায়, রোহিণীনক্ষত্রে
ভূমিকে দিবো অমৃতের স্বাদ।
হামাগুড়ি দিবো; মাতার আঙুল ধরে হাঁটবো নিম্নমধ্যবিত্ত কোনো পথে;
পরম মমতায় সেলাই করব গর্ভধারিণীর ছেঁড়া ব্লাউজ।
প্রাতে টিনের থালায় গৌরচন্দ্রিকা হবে-
উদ্বাস্তু মরিচ আর অপেক্ষমান পান্তা ভাতের সম্মোহনী লড়াই।
নিলয়ের গঙ্গাদেবী পাবেন-
সহোদরদের উদাম শরীরের নির্লজ্জ স্বাদ আর বেওয়ারিশ গন্ধ।
রাতের বিছানা বয়ে বেড়াবে-
আমাদের গাদাগাদি করে পড়ে থাকা নিথর শরীরের ভার।
এ যাত্রায় ঘুম ভাঙলে
পাঠশালার পথে, তোমার চক্ষুশূল হব।
তোমার চোখের লাভায় পুনর্জন্ম পাবে আমার বাকরুদ্ধ নিকোটিন।
এ যাত্রায় ঘুম ভাঙলে, আর পালাব না।
বৃষ্টির লোমশ আঘাত মাথায় নিয়ে,
সন্ধ্যা আরতির পর সোজা তোমার পিতৃদেবের সম্মুখে দাঁড়াব।
চোখে থাকবেন শীতল অগ্নিদেব, আর কণ্ঠে ক্ষোভের মিছিল।
এ যাত্রায় ঘুম ভাঙলে
মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে চড়ে, পা দুলিয়ে, ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরব।
পিথাগোরাস পরিমাপ করবেন-
ট্রেনের মেঝে আর নিম্নবিত্তের পায়ের অন্তর।
চোখে থাকবেন জীবনানন্দ, ঠোঁটে সিগারেট
কর্ণে নচিকেতা আর শব্দজালে শব্দহীন ভরপেট।
এ যাত্রায় ঘুম ভাঙলে, ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরব।
মায়ের আঁচলে অন্তিম বারের মতো বিছিয়ে দিব পুরো দেহ।।

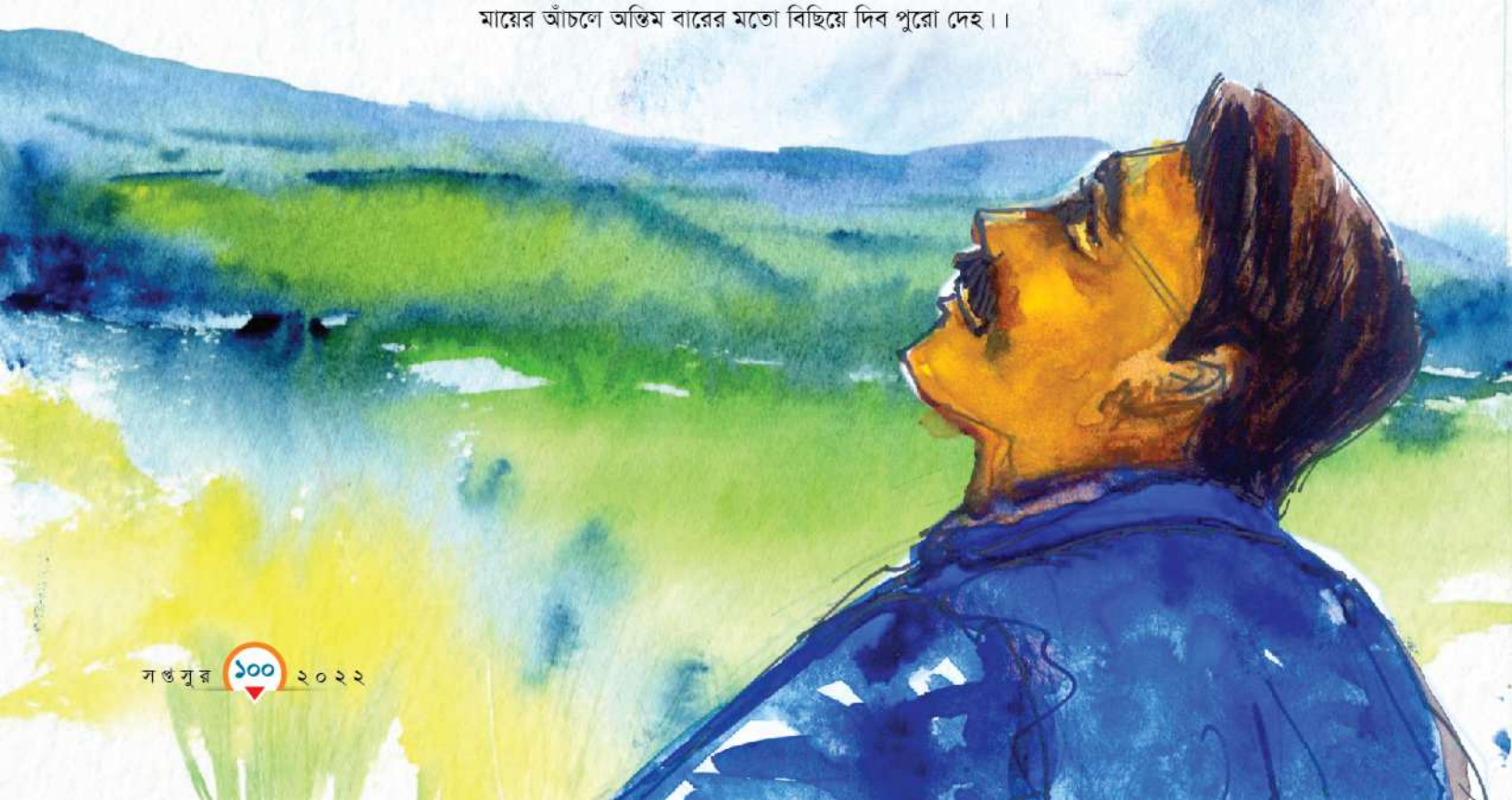

চেষ্টা করেছি

রওশন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

একটা অসমাপ্ত পথে যাত্রা শুরু করে
সমাপ্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম।
একটা বেহাল সংসারে হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলাম,
জীবনে যেখানে যত অসম্পন্ন, খাপছাড়া বিষয় পেয়েছি
সেখানে সম্পন্ন করতে, মিল করতে চেয়েছি,
ভাঙা সংসার, দূরের সম্পর্ক, অসমাপ্ত প্রেম সব সবকিছু
সুন্দর একটা পরিণতি দেয়ার চেষ্টায় এগিয়ে গিয়েছি,
নিজের ছোটো ছোটো ভুল অন্যের কাছে পৌঁছানোর আগেই
শুধরে নিতে চেষ্টা করেছি,
নিজের কোনো কাজ অন্যের ক্ষতি হতে পারে ভেবে
সে কাজে বিরত থাকতে চেষ্টা করেছি,
কারো উপকারে এতটুকু উৎসাহ দিতে চেষ্টা করেছি,
কারো গোপনীয় কোনো বিষয় অন্যের কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা করেছি।
লাভ নেই, লোভহীনভাবে কারো জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছি,
মানুষকে কষ্ট দেওয়ার বিকৃত আনন্দ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করেছি,
ভুল বোঝা মানুষগুলোকে ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করেছি.
ভুল পথে পা বাড়ানো মানুষকে সংযত করতে চেষ্টা করেছি,
নির্লজ্জ, বেহায়া, বিপজ্জনক মানুষগুলোকে বারবার সুযোগ দিয়ে ভালো হওয়ার চেষ্টা করেছি,
চরম ক্ষতিকারক ব্যক্তিকেও অক্লেশে নিজের মতো করে আপন ভাবতে চেষ্টা করেছি,
অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না-করার পরও
অম্লান বদনে তাকে সহ্য করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি,
কখনো মনের অজান্তেও কারো অকল্যাণ হয়
এমন ভাবনা থেকে সতত বিরত থাকার চেষ্টা করেছি,
পঙ্কিলতায় সর্বদা শুভ্রতার শ্বেত কপোত উড়াবার চেষ্টা করেছি,
চেষ্টা করেছি আরো অনেক অনেক কিছু,
সামর্থ্যের সীমান্ত ঘেঁষে চেষ্টা করে গেছি,
বড়ো কোনো প্রাপ্তি, বড়ো কোনো সাফল্যের জয়মাল্য কেউ কখনো আমাকে দিক বা না-দিক আমি চেষ্টা করে গেছি,
প্রশংসার দাবিদার হতে না চাওয়ার চেষ্টা।
নিগৃহীতের প্রতিদান দেবার চেষ্টা,
মানুষকে বৈষম্যহীনভাবে মানুষ ভাবার চেষ্টা,
প্রতিনিয়ত করে গেছি, মানুষের খারাপ কাজের ভেতর
কিছু ভালো খোঁজার চেষ্টা করেছি,
শাব্দিক ব্যাখ্যায় তা প্রকাশ না-করতে পারার ব্যর্থতা
আমার আছে, তবুও চেষ্টা করে গেছি।
এখন আর কিছুতেই চেষ্টা করতে ইচ্ছে করে না,
হয়তো ইচ্ছেরাও একটা সময়ে ইচ্ছে করেই চেষ্টা করে না,
এখন দুঃখবোধের ভাবনাগুলো আর ভাবতে ভালো লাগে না,
কোনো কিছুর জন্য কোনো কিছুই করতে মন চায়না,
যা হবার তা তো হবেই-
আমার ভাবনায় কিছু তো আটকে যাবে না,
জীবনের কোন্ অবস্থানে এসে মানুষ এমনটা ভাবে
তা আমার জানা নেই, তা শুধু প্রভুই জানেন,
শুধু জানি একটা অসমাপ্ত জীবন-
মানবজীবনে ব্যাপ্ত থাকে,
তাকে ইচ্ছে করলেই অতিক্রম করা যায় না,
এটা পরাজয় নাকি সাফল্যের সূচনা তা আমার জানা নেই,
মানুষ শুধু চেষ্টা করতে পারে,
জীবনভর শুধু চেষ্টাই করে যায়, আর কিছু নয়।।

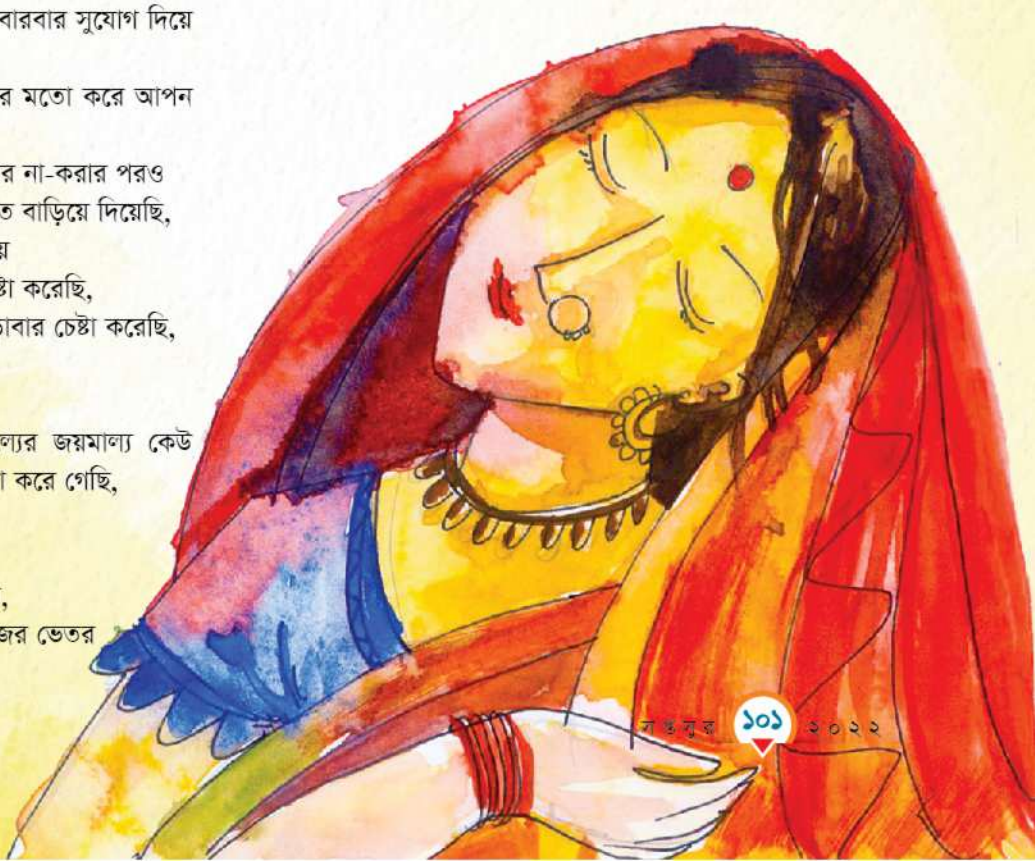

গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ স্মৃতিতে
ভরে উঠুক মন আনন্দ প্রীতিতে

আতকিয়া আনতারা
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ইরাবতী

গল্প প্রবন্ধ

ভ্রমণ-কাহিনি ও রম্যরচনা

গল্প প্রবন্ধ

অহী প্রজ্ঞা
শ্রেণি : প্রথম, শাখা : ব্লুলেস

রংতুলি

এক ছিল রং। তার খুব মন খারাপ ছিল। কারণ তাকে কোনো বন্ধুত্ব করতে দেয়নি তার মা-রং ও বাবা-রং। তো রং-কে এতদিন মন খারাপ করে থাকতে দেখে মা ও বাবা ভাবলো রং-কে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দিতে হবে। বন্ধু খুঁজতে খুঁজতে ওরা একজনকে পেল, যে বন্ধু খুঁজছে। তার নাম হলো তুলি।

যখন তুলি রং-দের বাসায় ঢুকে তখন তুলি রঙের সাথে পরিচয় করে নিল। পরিচয় করা শেষ হলো। রং এরপর বললো– তুলি, তুমি কি বন্ধু হবে আমার? তুলি 'হ্যাঁ' বলল।

আর তখন থেকে তারা 'রংতুলি'।

এ্যাঞ্জেল ভিক্টোরিয়া সরকার
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : পারুল

চর থেকে আলাদা

মাছ ধরার জাল, কচুরিপানা, শামুক এগুলো আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি, শুধু মায়ের মুখে শুনেছি। যখন এগুলো নিজের চোখে দেখলাম আমার খুব আনন্দ হলো। এক শুক্রবার বাবা আমাদের নদী দেখাতে নিয়ে গেলেন। নদীর তীরে দেখলাম অনেক মাছ ধরার নৌকা আর জাল। মা আমাদের দুই-বোনকে জাল ধরে-ধরে দেখালেন। জেলে কীভাবে মাছ ধরে তা বুঝিয়ে বললেন।

বাবা একটা ট্রলার ঠিক করলেন, নদীর ওপারে চর পড়েছে; সেখানে যাওয়ার জন্য। নদীর পানিতে পা ভিজিয়ে আমরা ট্রলারে উঠলাম। ট্রলারে উঠে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল কিন্তু যখন নদীর মাঝখানে এলাম তখন আমার খুব ভয় করছিল। আস্তে-আস্তে করে মায়ের কাছে গিয়ে দুই-বোন বসলাম। মা কীভাবে যেন সবকিছু বুঝতে পারেন। আমাদের বললেন, 'কী হয়েছে? ভয় লাগছে?'

বাবা সবসময় আমাদের সাহস দেন, বললেন, 'ভয় করো না, সাহস করো, ভয়ের কিছু নেই, ভয়কে জয় করতে হয়।' চরে পৌঁছানোর সাথে-সাথে দেখলাম অনেক ছোটো-ছোটো গাছ নদীর পানিতে ভেসে আছে। আর সেই গাছগুলোতে সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে। মা বললেন, 'এটাই কচুরিপানা, এটা দিয়ে কাগজ বানানো হয়।' আমি তো অবাক! কচুরিপানা দিয়ে কাগজ হয়? মা বললেন, একদিন নিয়ে যাবেন যেখানে কাগজ বানানো হয়।

বাবা চরে নেমে আমাদের জন্য কচুরিপানার ফুল এনে দিলেন একটা, শামুক উঠিয়ে দিলেন। আমরা কাশফুল দেখলাম, পদ্মা সেতু দেখলাম, সবাই ছবি তুললাম। চর থেকে ফিরে একটা হোটেলে ঢুকলাম। বাবা বড়ো একটা ইলিশ মাছ কিনলেন। সেই ইলিশ মাছ-ভাজা দিয়ে আমরা দুপুরে ভাত খেলাম। এরপর ফিরে আসার জন্য গাড়িতে উঠলাম।

গাড়িতে বসে ভাবছিলাম, আজ যা-যা দেখলাম তা বইয়ে পড়েছি। কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম, চিনলাম। কচুরিপানা ফুল-যে এত সুন্দর হয় আমি জানতাম না। বইয়ের কোথাও এই ফুলের কথা লেখা নেই।

অবাক হলাম এগুলো পানির উপরে হয় বলে। এই দেয়াল-ঘেরা শহর থেকে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে ছিলাম; আবার ফিরে যাচ্ছি। যেখানে শুধুই কল্পনার জগতে থাকতে হয়।

তাসনীম তাবাচ্ছুম আদিবা
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : বরাল

আমার ছোটো ভাই সত্য ঘটনা

আমি প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা এবং রাত্রিবেলা সালাত আদায় করি। আমি আদিবা। আমার অনেক দুঃখ একটা ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপারটা হলো আমরা তিন ভাই-বোন ছিলাম। বড়ো ভাই আদনান, ছোটো ভাই সাওম।

আজ আমি ছোটো ভাইয়ের কথা বলবো।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন দেখলাম বাসায় কেউ নেই তখন আমি জানতাম না আমার খুশির দিন ছিল। দিনটি ছিল রমজান মাসের ১০ তারিখ এবং মে মাসের ১৬ তারিখ। ২ দিন আগে নানু এসেছিল। নানুও নেই। আমি ফ্রেশ হয়ে দেখলাম টেবিলে ভাত। একটু পর বাবা আসেন; আমাকে ভাত খাইয়ে দেন। তারপর রেডি হতে বলে হসপিটালে নিয়ে গেলেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর দেখলাম মহান আল্লাহ আমাকে ছোটো একটা ভাই দিয়েছেন। আমি অনেক খুশি হলাম। রমজান মাস; তাই নাম রাখলাম 'সাওম'। দিন যায়; ছোটো ভাইও বড়ো হয়। সাওমের মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। মাকে একটুও জ্বালাত না। সবার কোলে যেত। আমি স্কুল থেকে এসে ব্যাগও রাখতে পারতাম না; আমার কোলে উঠে যেত। যখন ৯ মাস ৬ দিন ছিল; সেইদিন সকালবেলা মা খিচুড়ি খাওয়াচ্ছিল, হঠাৎ শ্বাসনালিতে খাবার চলে যায়। সেইদিন আমার দুঃখভরা দিন ছিল। কত বড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল! বিকালে আমার ছোটো ভাই সাওমকে কবরে শোয়ানো হলো। আমার ভাইকে অনেক বেশি ভালোবাসি। চিরদিন ভালোবাসব। ইস, যদি সাওম ফিরে আসতো। আমি অনেক খুশি হতাম। "প্রতিদিন তোকে মনে করি ভাই।"

অরিন ও বিড়ালছানা

সিদরাতুল মুনতাহা
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : শঙ্খ

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। অরিন জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছে। মাঝে মাঝে হাত ভেজাচ্ছে। হঠাৎ দেখল একটা ছোট্ট বিড়ালছানা। সে বৃষ্টিতে পুরো ভিজে গেছে। অরিন তক্ষুনি তার সুমি-আন্টিকে নিয়ে বিড়ালছানাটাকে বাসায় নিয়ে এল। ধবধবে-সাদা একটা বিড়াল। সুমি-আন্টি আর অরিন বিড়ালছানাটাকে ভালো করে মুছে মুখে দুধ খেতে দিল। বিড়ালটা এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর তার খাওয়া শুরু। অরিন চিন্তা করতে লাগল কী নাম রাখা যায়? ভেবেচিন্তে নাম ঠিক হলো–শেলি। অরিন যখন শেলিকে তার আম্মুকে দেখাল তখন তার আম্মু বললেন, -এটা কী? অরিন : 'মা, এটা আমার নিউ পেট। ওর নাম শেলি। শেলি হাই দাও।' শেলি তখন বলে উঠল 'মিউ'। আম্মুর ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে। আম্মু বললেন,- 'ঠিক আছে, ও এখানেই থাকবে। তবে শর্ত হলো : ওর আসল মালিক এলে ওকে ফেরত দিতে হবে।' অরিন সব শর্তে রাজি। সে শেলিকে খুব আদর করত। একদিন অরিনের আম্মু বললেন,-"সবাই মিলে পার্কে যাব।" অরিন বলল-'শেলিকে নিয়ে যাই?" আম্মু অরিনকে অনুমতি দিল। পার্কে তারা অনেক মজা করে। বাসায় আসার সময় তারা শেলির জন্য একটা বল কিনে। পার্কে তারা অনেক ছবি তুলে এবং আম্মু সেগুলো ফেসবুকে দেয়। পরদিন সকালে কে যেন তাদের বাসায় আসে। সেটা দেখতে অরিন বিছানা ছেড়ে উঠল। তার আম্মু বলল,-'শেলি চলে যাবে।' তখন অরিন বলল,-'কোথায়?'

আম্মু বললেন, "ওর আসল মালিক এসে গেছে।" অরিন দেখল সত্যি-সত্যি একটা মহিলা এসে শেলিকে 'কিমি কিমি' বলে আদর করছে। অরিনের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। সে বুঝি এখনই কেঁদে দেবে। শেলির সঙ্গে একটা সপ্তাহ ছিল সে। শেলি চলে যেতেই কান্নায় ফেটে পড়ল অরিন.....

মাহীরা জাফরীন
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : সুভদ্রা

সহপাঠী

যুথী খুব ভালো ছাত্রী; আর খুব হাসিখুশি-একটি মেয়ে। সে সবার সাথে মিশতে পছন্দ করে। হঠাৎ করে সে খুব মনমরা হয়ে যায়। খেলা করে না, কারো সাথে কথা বলে না, স্কুলে যেতে চায় না।

মা যুথীকে জিজ্ঞাসা করলেও সে কিছু বলে না তার কী হয়েছে। পরীক্ষার রেজাল্টও খারাপ হয়। পড়াশোনায় মন নেই। ধীরে ধীরে সে খাওয়া-দাওয়ায় অনীহা দেখায়। এবার যুথীর মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন। একসময় সে অসুস্থ হয়ে যায়।

বাবা-মা যুথীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা করেন এবং যুথীকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু সে কোনো উত্তরই দেয় না। ডাক্তার কিছু ঔষধ লিখে দেন এবং যুথীর মা-বাবাকে ডেকে বলেন একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে।

এরপরে যুথীকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে অনেকভাবে প্রশ্ন করে জানতে পারেন : স্কুলে সবাই তাকে 'মটু মটু' বলে হাসিঠাট্টা করে। কারণ সে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি স্বাস্থ্যের অধিকারী। যুথী সেটা মেনে নিতে না-পেরে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়, মনমরা হয়ে থাকে। একারণেই সে স্কুলে যেতে চায় না; একা থাকতে চায়।

এই বিষয়টি তার বাবা-মা স্কুলের শিক্ষকদের জানান। সহপাঠীরা তার সাথে বসতে চায় না, খেলতে চায় না বরং 'মটু' বলে উপহাস করে। সেদিন শিক্ষকগণ ক্লাসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন যে, সহপাঠীর সাথে এমন আচরণ ঠিক না। ইসলাম ধর্মশিক্ষক হাদিসের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন-সহপাঠীদের মিলেমিশে থাকতে হবে। এরপর সহপাঠীরা যুথীর কাছে ক্ষমা চায় এবং কথা দেয় বন্ধু হয়ে থাকবে। অতঃপর যুথী আবার আগের মতোই প্রাণবন্ত হয়ে যায় এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে।

JAPAN

দুর্যোগের মাঝে একদিন

সাওদাহ্ আকিফাহ্
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : রেডবেল

১১ মার্চ ২০১১। দুপুর ২টা ৪৬ মিনিট। হঠাৎ করে কেঁপে উঠলো পুরো জাপান। বাড়ি-ঘর, দরজা-জানালা, রাস্তা-ঘাট, সবকিছুই কাঁপতে থাকলো। সবাই বুঝতে পারে ভূমিকম্প হচ্ছে। এমন ভূমিকম্প দেখেনি আগে সারা বিশ্ব। ভূমিকম্প মাপা হয় ৯-মাত্রার রিখটার স্কেলে। এ ভূমিকম্পটিও ছিলো ৯-মাত্রার। টোকিও থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে এ-ভূমিকম্পের উৎপত্তি। আমার মা সেই সময় বাসায় ছিল। আমার মায়ের পেটে ছিলাম আমি। আমার বড়ো-বোন আইশা ফিরছিল স্কুল থেকে। ভূমিকম্প হওয়া মাত্র সে মাটিতে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ভূমিকম্প থামলে সে ছুটতে-ছুটতে বাসায় ফিরল। ওকে দেখে মা কিছুটা স্বস্তি পেলেও শঙ্কা জাগলো আমার মেজো বোন রহমাহকে নিয়ে। ও তখন ছিলো দিবাযত্ন-কেন্দ্র 'হোইকুয়েন'-এ। কে ওকে নিয়ে আসবে? বিদ্যুৎ নাই, টেলিফোনেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কী করা যায় ভাবতে-ভাবতেই মা ছুটল সুনাশিমা রেলস্টেশনে। দুই স্টেশন পরে ঐ 'হোইকুয়েন'। কিন্তু স্টেশনে গিয়ে মায়ের চিন্তা আরো বাড়লো। জানা গেল ট্রেন-চলাচল বন্ধ। কখন চালু হবে তার ঠিক নেই। আমাদের নিচতলায়ই থাকেন বাংলাদেশি নাজমুল আংকেল। স্টেশনে হঠাৎ তার সাথে দেখা হয়ে গেল। সব শুনে তিনি সাহায্যের হাত বাড়ালেন। জানা গেল, ট্রেনের ঐ ৫ মিনিটের পথ সাইকেল চালিয়ে হয়তো যাওয়া যেতে পারে। একে-ওকে পথের হদিস জিজ্ঞেস করে উনি বেরিয়ে পড়লেন সাইকেল নিয়ে। অচেনা পাহাড়ি রাস্তা, সাইকেল চালাতে ভীষণ কষ্ট। একঘণ্টা টানা চালিয়ে উনি হোইকুয়েনে পৌঁছলেন।

শুনসান হোইকুয়েন। সব বাচ্চা চলে গেছে। কেবল একজন কেয়ারটেকার ৩ বছরের রহমাহ-আপুকে নিয়ে বসে আছে। ওকে একা রেখে যেতে পারছে না। দোওমো আরিগাতোও গোয়াইমাশতা-কেয়ারটেকারকে ধন্যবাদ জানালেন আংকেল। আপুকে সাইকেলে নিয়ে যখন নাজমুল আংকেল বাসায় ফিরলেন, তখন সূর্য অস্ত গেছে। তার সারা শরীর ঘামে ভেজা। এরই মাঝে মায়ের সাথে আব্বার যোগাযোগ হয়েছে। এন.এইচ.কের বার্তা বিভাগে আব্বা ভালোই আছে। এর মাঝে সুনামি হয়েছে। তাই এখন তাকে সুনামির খবর জানাতে হবে সবাইকে।

সে রাতেই ভূমিকম্প হলো আরো কয়েকবার। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হলো। ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণ হলো। বিপদের ওপর বিপদ। এর পরের কয়েকদিন খবর বলতেই ঐ সুনামি। চারদিক থেকে আসতে থাকল মৃত্যুর সংবাদ। ফুকুশিমা, সেন্দাই, ইওয়াতে– সবখানেই লাশের স্তূপ। পরে আমরা জানতে পারি যে, এ ঘটনায় মারা গেছে ১৫,৮৯৯জন। প্রায় ৭,৭০০ জনের খোঁজ কোনোদিনও পাওয়া যায়নি। আমরা হয়তো সেদিনই মারা যেতাম। থাকতে পারতাম নিখোঁজের তালিকায়। সেদিন যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। জাপানের সুনামি আমাদের শিখিয়েছে, বিপদ কখনও বলে-কয়ে আসে না। তাই সচেতন থাকতে হয় সবসময়। দুর্যোগের ঝুঁকি থেকে জীবন বাঁচাতে এটাই সেরা উপায়।

আমার প্রথম বইপড়ার অভিজ্ঞতা

কাজী সাইয়ারাহ্ শাহাদাৎ
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ড্যাফোডিল

> খালামণিই প্রথম আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সেবা প্রকাশনী-র 'তিন গোয়েন্দা' কিশোর, মুসা ও রবিনের সাথে।

আজকে আমি আমার পাঠ্যপুস্তকের বাইরে পড়া গল্পের বইয়ের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছি।

সাল ২০২১, করোনা-মহামারির সময় চলছে। ঘরে বসে অনলাইন ক্লাস এবং পড়াশোনার পাশাপাশি সময় কাটানো এবং বিনোদনের মাধ্যম খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা অবস্থা। আমার এই অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন আমার একমাত্র প্রাণপ্রিয় খালামণি; যিনি বর্তমানে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের একজন ইংরেজির শিক্ষক। খালামণিই প্রথম আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সেবা প্রকাশনীর 'তিন গোয়েন্দা' কিশোর, মুসা ও রবিনের সাথে। প্রথম-প্রথম বুঝতে একটু সমস্যা হলেও ধীরে-ধীরে যখন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে লাগলাম আমি যেন বারবার চলে যাচ্ছিলাম দক্ষিণ আমেরিকার রকি বিচে। আমার প্রথম পড়া বইটির নাম 'ভলিউম ১২১ : শ্যারনের ড্যায়েরি, ড্রাকুলার কফিন, খেলার আসর'। 'শ্যারনের ড্যায়েরি' গল্পটি স্কুলের অডিটোরিয়ামের বেসমেন্টে থাকা এক প্রেতাত্মাকে নিয়ে লেখা। অন্য দুটি গল্প 'ড্রাকুলার কফিন', গ্রিনহিলস স্কুলের নতুন টিচার মিসেস হকিন্স এর রহস্যময় এক বাক্স নিয়ে এবং 'খেলার আসর' গল্পটি ম্যাজিক ট্রি-হাউসে চড়ে কিশোর আর জিনার প্রাচীন গ্রিসের রহস্যের উদ্‌ঘাটন।

অন্য বইগুলো আমি পড়েছি: 'প্রেতের ছায়া', 'রাত্রি ভয়ঙ্কর', 'সময় সুড়ঙ্গে মহাবিপদ', 'খুন-রহস্য', 'বাবলি বাহিনী', 'নিঝুমপুরের কাণ্ড', 'খুলিগুহার রহস্য', 'বাজ পাখির পালক', 'হারানো তলোয়ার' ইত্যাদি। বইগুলো পড়ে আমি রীতিমতো তিন গোয়েন্দার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। বিগত বছরগুলোতে করোনা-সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বইমেলাতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তাই এ-বছর করোনা-সংক্রমণ কমে যাওয়ায় সেই সুযোগ ঘটল। এই বছরই আমি প্রথম বইমেলায় গিয়েছিলাম আমার খালামণির সাথে এবং যথারীতি 'তিন গোয়েন্দা সমগ্র: ১' কিনেছি। সত্যিকার অর্থেই বইপড়ার মজা আমি উপভোগ করতে পেরেছি। বইপড়া একটি অত্যন্ত ভালো অভ্যাস। বইপড়ার মাধ্যমে শুধু যে-জ্ঞান অর্জিত হয় তাই নয়; এর মাধ্যমে সময়কে খুব ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। তাই আমাদের উচিত বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

সানজানা আহমেদ
শ্রেণি : সপ্তম
শাখা : হরিণঘাটা

নুরুল আমিন ছয়

১

—আচ্ছা আপনি নুরুল আমিন না?

—জি আমিই নুরুল আমিন, তোমার মামা, তোমার মায়ের চাচাতো ভাই।

—কিন্তু আপনি তো গ্রাম থেকে এসেছেন!

—হ্যাঁ, আমি গ্রামেই থাকি।

ছেলেটাকে কেমন জানি বিস্মিত লাগছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কেন কিছু হয়েছে? তুমি এত অবাক কেন দিপু?"

—হ্যাঁ আসলে....

কথাটা শেষ করতে পারলো না দিপু। আমার বোন মানে দিপুর মা ঘরে ঢুকল, দিপু আর কিছু বলল না।

আমি আমার বোনের বাসায় এসেছি কিছু দিনের জন্য থাকতে; এই এলাকাতেই বাসা খুঁজব। নতুন চাকরি পেয়েছি। বাসা যতদিন না পাই ততদিন এখানেই থাকব। বিকালে ভাবছিলাম বই পড়ব কিন্তু পড়তে পারছি না; কোনো কিছুতেই মন বসছে না। দিপু দুপুরের খাওয়ার পর যা বলল তা শোনার পর শুধু আমি কেন, অন্য কারো মন বসবে না। সে বলেছে, এই পাড়ায় নাকি আমার মতোই দেখতে একজন ভদ্রলোক আছে, যার নামও নুরুল আমিন! শুনেই হাসি পায় কিন্তু ক্লাস-এইট-এ পড়া ছেলে শুধু শুধু কেন মিথ্যা বলবে তা ভেবে পেলাম না। তাই বলেছি কাল বিকালে যেন আমাকে এলাকাটা চিনিয়ে দেয় আর সেই ভদ্রলোককে দেখায়।

২

আজ বিকালে বের হয়েছি দিপুর সাথে। নুরুল আমিনকে খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। তাই দিপুর সাথে ক্রিকেট খেলেছি। অনেক দিন পর আজ আবার খেললাম। মনটা খারাপ ছিল নুরুল আমিনকে পাইনি বলে। তবে বিকালে না-পেলেও সন্ধ্যায় বাজারে ঠিকই আমি আমার মতোই দেখতে একজন ভদ্রলোককে দেখেছি আর তাকে দেখেই বোঝা যায় ইনিই নুরুল আমিন। নিজের জমজ ভাইও এমন দেখতে হবে না, অমিল তো থাকবেই কিন্তু নুরুল আমিন-এর নেই, একটুও নেই। একদিন কথা বলতে হবে নুরুল আমিন-এর সঙ্গে....

কিছুদিন পর আবার বাজারে গেলাম। সবজি কিনেছি। মাছ কিনতে হবে। অনেক দামাদামি করে মাছ কেনার পর মাছের দোকানের লোকটা বলল বাকির টাকাও দিতে! দামাদামি করার পর বাকি টাকার কথা শুনে বোকা হয়ে গেলাম! দোকানে এই প্রথম এসেছি আমি; কিসের বাকি দেব! বুঝতে কষ্ট হলো না যে, নুরুল আমিন এখান থেকেই মাছ কিনেন। অনেক বুঝালেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমি সেই নুরুল আমিন না, যে মাছ কিনে এখান থেকে। তাই আর বেশি ঝামেলা না করে টাকা দিয়ে দিয়েছি, কিছু করার নাই। রাস্তাঘাটেও অনেকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছি।

৩

সপ্তাহখানেক পর বুঝলাম এই এলাকায় আমার মতো দুইটা না, আরও অনেকগুলো নুরুল আমিন আছে এবং তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম তাদের সবার নামই নুরুল আমিন। মোট পাঁচটি নুরুল আমিন আছে আমার মতো দেখতে (আমাকেসহ)। লুক আলাইক! কাকতালীয়ভাবে আমরা পাঁচজনই এই এলাকায় নতুন এসেছি। সবার আগে যে এসেছিল সে সাত মাস ধরে এইখানে। আমি নবীনতম। আমরা প্রায়ই পাড়ার মাঠে খেলা দেখি আর মাঠের পাশের টং-এ চা খাই আর গল্প করি। পুরো পাড়া আমাদের নিয়ে মেতে ছিল কিছুদিন; তবে জনপ্রিয়তা যে বেশিদিন থাকে না তা আমাদেরকে দেখেই বোঝা যায়। সবাই এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমাদের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল, খবরের কাগজে ছাপিয়েছে আমাদের নিয়ে। সব কিছুই ঠিক ছিল কিন্তু একটা খটকা মনে....কেন পৃথিবীর সব একই নুরুল আমিন-এই এলাকাতেই আসবে? কেউ কি কোনো ষড়যন্ত্র করছে? শুধু দুই বা তিন জন হলে কাকতালীয় বলে থেকে যাওয়া যেত কিন্তু পাঁচজন তো কাকতালীয়ভাবে আর আসতে পারে না।

৪

মাসখানেক হয়ে গেল কিন্তু কেন জানি একঘেয়েমি লাগছে; তাই আমরা নুরুল আমিনরা ঠিক করলাম একটি ক্লাব বানাব। প্রতি শনিবার আমরা এই ক্লাব-এ আসি, চা খাই। ক্লাবের নাম দিয়েছি "হামসকল"। একঘেয়েমির জন্য মাঝে মাঝে নিজেদের জায়গা অদল-বদল করি। যেমন : আমাদের মধ্যে যে ডাক্তার তার জায়গা আমাদের মধ্যে যে টিচার সে নেয় আবার যে টিচার সে যায় ব্যাংকে।

৫

কিছুদিন থেকে এলাকায় আমাদের কেন আনল আর কারাই বা আনল তা নিয়ে আবারো ভাবছি।

—আরো একজন নুরুল আমিন থাকলে ভালো হতো।

—পাঁচজন আছে; আরো একজন লাগবে?

—না তবে আরো একজন থাকলে বের করা সহজ হতো।

—জি তা হতো; তবে আর কেউ মনে হয় নেই কারণ...কথা শেষ করতে পারলাম না আমি।

কেউ এসেছে আমাদের ক্লাবে। সাধারণত কেউ আসে না। যখন জনপ্রিয় ছিলাম তখন আসত মানুষ। দরজা খুলে দেখি একজন ভদ্রলোক; বলল, "আমি নতুন এসেছি এলাকায়, বি-১৩ ব্লকটা খুঁজছিলাম। বলতে পারবেন কোথায়?" আমি মুখে মুচকি হাসি দিয়ে বললাম, "এইতো এখান থেকে ডানের গলিটাতেই, আর আপনাকে আমাদের ক্লাব হামসকল স্বাগতম!"

সবার দিকে চেয়ে দেখলাম সবার মুখেই মুচকি হাসি; মনে হয় এখন সবার ভিতরকার গোয়েন্দা ভাবটা জেগে গিয়েছে! খুব শীঘ্রই উদ্ধার হয়ে যাবে।

৬

এক সপ্তাহ পর

৬ষ্ঠ নুরুল আমিন দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লাবে ঢুকলেন আর বললেন, "আপনারা কি খবরটা পড়েছেন?

কারো উত্তরের অপেক্ষা না-করেই তিনি নিউজ ক্রিস্টালটা অন করে আজকের ডেট-এর ব্রেকিং নিউজটা স্ক্রল করলেন।

"সেন্ট্রাল ডাটা বেজ মেলফাংশান-এর কারণে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল বডি আলাদা লোকেশনের বদলে একই এলাকায় সাবমিট হয়ে গিয়েছে। সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"

আমরা সব নুরুল আমিন থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাছেই শোনা যাচ্ছে অনেকগুলো সাইরেনের শব্দ আর আকাশে ড্রোনের বিয বিয শব্দ....।।

"আমি নতুন এসেছি এলাকায়, বি-১৩ ব্লকটা খুঁজছিলাম। বলতে পারবেন কোথায়?" আমি মুখে মুচকি হাসি দিয়ে বললাম, "এইতো এখান থেকে ডানের গলিটাতেই, আর আপনাকে আমাদের ক্লাব হামসকল স্বাগতম!"

বাংলা আমার ভালো

ফাবিহা হোসেন
শ্রেণি : নবম
শাখা : কলমসা

সেদিন দুপুরে স্কুল থেকে এসে গোসল করে খুব আরাম করে বিছানায় বসে হোয়াটসঅ্যাপ-এ চ্যাটিং করছিলাম। হঠাৎ করে ডাইনিং রুম থেকে আম্মু বলল, 'রামিসা, খাবি না! খেতে আয়।'

আমি বললাম– 'এইতো আসছি, দুই মিনিট পর।'

আম্মু আবার বলল, 'তাড়াতাড়ি আয় না, খাবার-তো সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।' এবার আমি বললাম– 'আম্মু এতো প্যারা নিয়ো না তো, আমি একটু পর এসে খেয়ে-দেয়ে টেবিল গুছিয়ে আসব। তুমি আরাম করে বিছানায় বসে চিল্ করো। জীবনে এত প্যারা নিয়ে কাজ নাই, টেনশন করো না।'

'এসব প্যারা, চিল্ এগুলো কী ভাষা?'

'আল্লাহ আম্মু, তুমি জানো না? এগুলো তো ফেসবুকের ভাষা, সবাই এখন এই ভাষা ব্যবহার করে, এগুলো এ-যুগের ভাষা, বুঝেছো।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। তোদের এই যুগে এসে কতকিছু শিখছি, এর থেকে আমাদের বাংলা ভাষা কত মধুর, কত মিষ্টি। এই ভাষার জন্য একটা গোটা আন্দোলন হয়ে গেলো। আর তোরা এই ভাষাকে এখন অন্যভাবে বলিস, হায়-রে!'

আম্মুর এ-কথাগুলো শোনার পর মনে খুব গভীরভাবে নাড়া দিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম; ভাবলাম, আম্মুর কথায় তো আসলেই যুক্তি আছে। আমাদের বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার কত সমৃদ্ধ, প্রত্যেকটা শব্দের কতকগুলো করে প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ আছে। তাহলে কেন ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়ে আমরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করি? খুবই জটিল প্রশ্ন!

দুপুরে খেয়েদেয়ে পড়তে বসলাম। বাংলা দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অভাগীর স্বর্গ' পড়ছিলাম। কী সুন্দর সাধু ভাষা। প্রতিটি শব্দের অর্থ কত গভীর। কত সুন্দর। 'অভাগীর স্বর্গ' পড়া শেষ করে পুরো বিকেলটা সেলিনা হোসেনের 'কাকতাড়ুয়া' পড়লাম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসটি চলিত ভাষায় রচিত। কত সুন্দর। ভাবলাম এত সুন্দর বাংলা ভাষা, কিন্তু এ ভাষার সাথে তো আমার, আমার বন্ধুদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কেন এত পার্থক্য? কেন তাহলে আমরা আমাদের ভাষাকে বিকৃত করে বলছি? এসব ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মন ভালো করার জন্য মোবাইলে রেডিয়ো শুনছিলাম। ওমা! এখানে তো দেখি আরো বাজে অবস্থা। আর.জে বলছে, 'হ্যালো বন্ধুরা, কী অবস্থা সবার? তোমাদের প্যারাময় লাইফকে প্যারাহীন করার জন্য আমি চলে এলাম তোমাদের প্রিয় রেগুলার শো 'রিচার্জ ইউওর জীবন ব্যাটারি' আর আজ তোমাদের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমাদের আজকের এই এপিসোডটি তোমাদের প্যারাময় লাইফের প্যারাসিটামল-হিসেবে কাজ করবে...'। মোবাইল বন্ধ করে দিলাম। এসব শুনে মাথা পুরো ওলট-পালট হয়ে গেলো।

বাংলা ভাষার এই করুণ অবস্থা দেখে অনেক কষ্ট হলো। তারপর আমার এক বন্ধু আমাকে মেসেজ দিল:

'ইয়ো ব্রো, কী অবস্থা'?
'ভালো না...'।
'কেন মামা? কী নিয়ে এত প্যারা খাইতেছিস?'

মাথা আরো গরম হয়ে গেল। সবখানেই তো খালি এক ভাষা– খালি প্যারা নাই, চিল্ ব্রো, লল্, ইয়ো ব্রো, উইয়ার্ড (weird) এগুলোই। ভাল্লাগে না...।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষা সম্মানের সাথে ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বার-সহ আরো অনেকে তাঁদের রক্ত দিয়েছেন। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভাষা আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেলেও আমরা অবহেলা করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছি। মাতৃভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করতে বলব না; তবে সবাই নিজ-নিজ জায়গা থেকে চেষ্টা করে যাব মাতৃভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করার। তবেই মাতৃভাষার সার্থক ব্যবহারের ফলে মাতৃভাষার বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

বন্ধুত্ব

নুজহাত নাবিহা
শ্রেণি : নবম, শাখা : হাসনাহেনা

পরীক্ষার হলে সৃজনশীল হয়েও লাভ হচ্ছে না। জ্বরে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। আর অন্যকিছু পুড়ছে না; ওগুলো জ্বলছে। আজ মনে হয় পরীক্ষা দিতে পারব না। জোর করে গিয়ে বসলাম।

নিজের মন আর শরীরের সাথে গৃহযুদ্ধ করে এসেছি। তারা নাকি আজ পরীক্ষায় সাহায্য করবে না। তাহলে উপায়! আমি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব? যদি যাই, কে ধরবে?

বন্ধু?

না তো, তারা তো পরীক্ষা দিবে!

টিচার?

টিচারের এত শক্তি আছে না কি-যে আমাকে কোলে নিবেন? আমার মনে হয় না।

আর যদি রাস্তায় পড়ে যাই? তাহলে নির্ঘাত মাথা ফাটবে। আর আমি ওখানে পড়ে থাকবো না, কেউ তো ধরতেও পারে। গেলাম, গেলাম, পড়েই গেলাম।

শোয়া থেকে লাফিয়ে উঠে দেখি সবাই আমাকে ধরে বসে আছে। আমি নাকি হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছিলাম। অসম্ভব! এ হতেই পারে না। আমার মতো এত অকুতোভয় মানুষ কী করে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে। তখন নাকি রাত ১টা বাজে। আমি না স্পষ্ট দিনের আলোতে ঘুমিয়েছিলাম!

কী এক ভূতুড়ে কারবার! জ্বরের ঘোরের মধ্যে কি সব আবোল-তাবোল করেছি কে জানে! সাত-পাঁচ না-ভেবে আবার শুয়ে পড়লাম।

রাতে জ্বরের বাড়-বাড়ন্ত ছিলো। সকালে নিজের গালে হাত দিয়ে দেখি মহাশয়ের উত্তাপ কমেছে। অতি উৎসাহে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে দেখি নিচে পড়ে আছি। অনেকক্ষণ পর আবিষ্কার করলাম পুরো শরীর অনিয়ন্ত্রিত।

কোনো রকমে আব্বুর কাঁধে ভর করে স্কুলে গেলাম; দেখলাম অনেকেই জ্বরের খোঁজখবর নিচ্ছে। এ কথা, সে কথা, নানা কথায় বন্ধুরা মাতিয়ে রাখল। দেহের কোষগুলো হার মানল; মনে জোর পেলাম; জ্বরের প্রতাপ থিতিয়ে এল। গল্পের স্রোতে জ্বর থেকে শুরু হয়ে ড্রয়িংরুম, রান্নাঘর, খেলার মাঠ, পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে কখন-যে পরীক্ষার টেনশন থেকে মুক্ত হয়েছি, টেরই পাইনি। মনে আনন্দের দোলা বয়ে গেল। পুলকিত হলাম। মনে হয় ভালো বন্ধুই বেছে নিয়েছি।

বন্ধুত্বের রূপ নব-অবয়বে আমার কাছে চিত্রিত হলো। দুদিন পরীক্ষা দিয়ে এসে দেখলাম, জ্বরটাও কেমন যেন লুকোচুরি গল্প। বন্ধুদের দেখলে পালায়; আবার আমাকে একা পেলে চড়ে বসে। প্রকৃতই বন্ধুত্ব একটি বড়ো প্রাপ্তি।

> পারিনি; পারিনি খুবই প্রিয় একজন শিক্ষিকা ইসরাত জাহান শিরীন ম্যাডামকে বিদায় জানাতে। ক্যান্সারের ছোবলে তিনি চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। চলে গেছেন ফারহানা সরকার ম্যাডাম; মহামারি কেড়ে নিয়েছে তাকে। চলে গেছেন আরও অনেকেই— অকালে, অবেলায়।

স্মৃতি

মার্জিয়া বিনতে হাসান
শ্রেণি : দশম, শাখা : চন্দ্রমল্লিকা

৩১ মার্চ ২০২২। মাসিক পরীক্ষার শেষ দিন। ইংরেজি পরীক্ষা বিধায় পরীক্ষা আধঘণ্টা আগেই শেষ। আমরা প্রায় সকলেই বেরিয়ে এসেছি পরীক্ষার হল থেকে। কিন্তু সকলের মতো বাড়ি না-গিয়ে আমরা রওনা হলাম ছাত্রী-মিলনায়তনের দিকে। সাজানোর সকল সরঞ্জাম জোগাড় করে সাজানো শেষ হলো প্রায় ১১টায়। এখন অতিথি, যার জন্য এই আয়োজন, তাঁর অপেক্ষায় আমরা। কিন্তু হায় যানজটে আটকা পরেছেন আমাদের বিশেষ অতিথি। হাত গুটিয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দূরে অতিথিকে দেখে সকলে দ্রুত তাঁকে নিয়ে এলাম। আমাদের ১০ম শ্রেণি, চন্দ্রমল্লিকা শাখার তৎকালীন শ্রেণিশিক্ষিকা নিলুফার সবুর ম্যাডামের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম আমরা। তাঁকে নতুন শ্রেণিশিক্ষিকা নাজনীন আরা বেগম-সহ সকল শিক্ষার্থী মিলে বরণ করলাম। শিক্ষিকাবৃন্দ-সহ সকলেরই চোখেমুখে হাসি। নিজেদের ছোট্ট আয়োজন সার্থক মনে হলো। কিন্তু কোনো এক অজানা বেদনা সকলের চোখের কোনায় পরিষ্কার উজ্জ্বল দিনের এক-টুকরো বাদলা মেঘের মতো স্থান পেয়েছে; যেন নিজেরই অনুভূতির প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষিকার সাথে সেভাবে আমরা এই এক বছর কাটাতে পারিনি। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বছর হারিয়ে গেছে মহামারির হঠাৎ ছোবলে। এই বিদায়-অনুষ্ঠান যেন সময়ের চেয়ে দ্রুত এসেছে। মেনে নিতে কষ্ট হয়; কারণ যার সঙ্গে ৯ম ও ১০ম দুই বছর কাটানোর কথা, তার সাথে একটা বছরও কাটাতে পারিনি আমরা।

এই অনুষ্ঠান জাগিয়ে তোলে সেই দিনগুলোর স্মৃতি; যখন প্রথম বিদ্যালয়ে এসেছিলাম; যখন দেখতাম অনেক প্রিয় মানুষকে সম্মানের সঙ্গে বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিতে, তখনকার স্মৃতিগুলো। তখন মনে হতো আমার প্রিয় মানুষদের আমিও একদিন এভাবে বিদায় দেব এবং ২০২২-এর মার্চের ৩১ তারিখ তা পেরেছি; কিন্তু পারিনি; পারিনি খুবই প্রিয় একজন শিক্ষিকা ইসরাত জাহান শিরীন ম্যাডামকে বিদায় জানাতে। ক্যান্সারের ছোবলে তিনি চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। চলে গেছেন ফারহানা সরকার ম্যাডাম; মহামারি কেড়ে নিয়েছে তাকে। চলে গেছেন আরও অনেকেই— অকালে, অবেলায়। একদিন আমরাও চলে যাব এই বিদ্যালয় থেকে। কেউ কি কোথাও চিরস্থায়ী?

সবকিছুর শেষ আছে; থেকে যায় এবং থাকবে এই স্মৃতিগুলো। শত বেদনার মাঝে মানুষ বেঁচে থাকে স্মৃতিগুলোর হাত ধরে। কারণ জাগিয়ে রাখতে হবে স্মৃতিগুলো।

আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। দিন শেষ হয়; থেকে যায় কিছু সুন্দর স্মৃতি এবং বাস্তবতা। আর আমরা সেই নতুন স্মৃতি হৃদয়ে গেঁথে বাড়ি ফিরে যাই নতুন দিনের অপেক্ষায়।

সাপ বিভ্রাট!

তাসনিয়া জাহিন
শ্রেণি : দশম
শাখা : অ্যামেলিয়া

ঘটনাটি ২০১৮ সালের। বাবার চাকরিসূত্রে কুমিল্লায় বাবার পোস্টিং ছিল। টিলার উপরে বাংলোবাসা, নানা ধরনের গাছপালায় ঘেরা। সামনে ঘাসে ঘেরা লনের মাঝখানে একটা ক্রিসমাস-ট্রি। সেটি ঘিরে গাদা, গোলাপ, ডালিয়া, হাসনাহেনা-সহ ছিল নানান ফুলের সমারোহ। বাড়ির পিছনের অংশে আম, জাম, কাঁঠাল, সফেদা, নারিকেল, সুপারি-সহ আরো নাম-না জানা অনেক গাছ; ছিল সবজি-বাগানও। সবকিছু মিলিয়ে এক মনোরম পরিবেশ। ওখানেই মে মাসের একরাতে আমি, আম্মু, বাবা, ভাইয়া ও নানু যথারীতি খাবার শেষ করে ঘুমাতে গেলাম। তখন রমজান মাস চলছিল; ঐ রাতে প্রচুর গরম পড়েছিল। রাত প্রায় দুটার দিকে জোরে-জোরে আমার ঘরের দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমজড়ানো চোখে দরজা খুলে দেখি ভাইয়া দাঁড়িয়ে। সাথে দুজন গার্ড-আঙ্কেলও আছে। ভাইয়া সাথে-সাথে বলে উঠল বাসায় নাকি বড়ো একটা সাপ ঢুকেছে, আমার রুম চেক করতে হবে। ঘুমের ঘোরে ব্যাপারটা বুঝতে কিছু সময় লাগলো বটে। তবে বোঝার সাথে-সাথে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। তখনো আম্মু-বাবা এসবের কথা জানে না। তাই সাহস নিয়ে সতর্কতার সাথে পা ফেলে পাশের ঘরে ডাকতে গেলাম। এত রাতে হঠাৎ ডাকতে আসায় আম্মু ধড়মড়িয়ে উঠল। বাবা কথার আওয়াজে ঘুম থেকে উঠে পড়ে এবং চট করেই বিষয়টা ধরে ফেলে। আমরা বেডরুমের দরজা খুলে করিডোরে এসে ভাইয়ার কাছে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে চাই। ভাইয়া যা বলল সেটা হলো: রাতের বেলা পানি খেতে উঠেছিল। ঘুম-ঘুম চোখে নানুর ঘর দিয়ে ডাইনিং-এ যাওয়ার পথে Sliding দরজার কাছে দেখে-বড়ো একটা সাপ নড়ছে। গভীর রাত, ঘরের আলো নেভানো; তাই ভড়কে গিয়ে প্রথমে নানুকে ঘুম থেকে জাগায়। তারপর গার্ড-আঙ্কেলদের ডেকে নিয়ে আসে। এরমধ্যে আরেক কাণ্ড ঘটে যায়: আঙ্কেলদের নিয়ে ফিরে এসে দেখে সর্প বাবাজি নেই। হারিয়ে গেছে। যা-ই হোক, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে বাবা গার্ড-আঙ্কেলদেরকে সাপ-খোঁজার দায়িত্ব দিলেন। আমরা সবাই ড্রয়িংরুমের সোফায় একসাথে পা তুলে বসে থাকলাম। নানু দোয়া পড়তে থাকলেন। সাপটা উদ্ধার হলে এটার চেহারা ও আকৃতি কেমন হতে পারে সেটা মনে-মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম! সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম প্রায়। হঠাৎ কথাবার্তার শব্দে ঘুম ভাঙল। না, সাপ পাওয়া যায়নি। প্রায় ঘণ্টাখানেক সোফার পিছে, খাটের নিচে, দরজার পিছে তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো; কোনো জায়গাই বাদ পড়লো না। সেহরির সময় হয়ে গেছে; মনে ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে সেহরি আর নামাজ শেষে ঘুমাতে গেলাম। আম্মু আয়াতুল কুরসি পড়ে আমাদের ফুঁ দিলেন এবং ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখতে বললেন। তারপরও সাপ নিয়ে উলটো-পালটা চিন্তা করতে-করতে ঘুম আসতে দেরি হলো। অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল। তারপরই ভাইয়ার কাছ থেকে রাতের ঘটনার খুঁটিনাটি জানতে চাইলাম। ভাইয়ার ধারণা: রাতে Sliding দরজার পাশে যে ছোটো জানালাটি খোলা ছিল সেটা দিয়েই বোধ হয় সাপ ঢুকেছিল। আবার সারাদিন ধরে বাসায় সাপের খোঁজে হুলস্থুল কাণ্ড। সবার মনে একই সাথে আতঙ্ক আর উত্তেজনা: এই বুঝি সাপ পাওয়া গেলো। টেবিল, আলমারি, খাট সব ভালোভাবে দেখা হচ্ছে। কী মনে করে বাবা তীব্র দৃষ্টিতে Sliding Door-এর পাশে রাখা ভারী আলমারিটা সরাতে বললেন। কালকে রাতে এটার নিচে দেখা হয়নি। আমরা সকলে জড়ো হলাম। ভয়ে বুক দুরুদুরু কাঁপছে। মনে-মনে ভাবলাম, জ্যান্ত সাপ বের হয়ে এলে কী করা হবে। আলমারি সরে যাচ্ছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সবাই। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ভয় আর উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে চোখের সামনে বেরিয়ে এল... আরে! সাপের বদলে এটা কী? বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। এ তো একটা 'তক্ষক'! অনেকে যেটাকে গিরগিটি বলে। বলা হয়নি, গাছগাছালি-ঘেরা বাংলোতে দিনরাত তক্ষক তার বিচিত্র 'ক-কেকা' ডাকে আমাদের জানিয়ে দিতো সে কাছাকাছিই আছে। কে জানতো বাড়ির ভিতরে ঢুকে রাতবিরেতে আমাদের এভাবে ভড়কে দিবে? যা-ই হোক, বাবাজিকে বাইরে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেয়া হলো। আর আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। তক্ষককে সাপ ভেবে এত আতঙ্কে থাকায় নিজেদের অজান্তেই সবাই হেসে উঠলাম। সেদিন রাতের ঘটনা মনে পড়লে আজও হাসি পায়।

লালনের দেশে

জারীন তাসনীম
শ্রেণি : দশম, শাখা : পদ্মা

লকডাউনে ২ বছরে ঢাকার বাইরে দূরে কোথাও যাওয়া হয়নি। তাই খুব ইচ্ছে করছিল অনেক দূরে কোথাও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে। তাই এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য পরিবারের সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম দাদুবাড়ি থেকে ঘুরে আসব। পরিকল্পনা-অনুযায়ী ১১ই ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করলাম দাদাবাড়ি কুমারখালীর উদ্দেশে। 'বেনাপল এক্সপ্রেস' ট্রেনটি তার যাত্রা শুরু করল রাত ৯:০০টায়। রাতের বেলা হওয়ায় তেমন কিছু দেখতে পাইনি; তবে যাত্রাটা বেশ আরামদায়ক ছিল। রাত ৪:৩০-এ আমরা পোড়াদহ স্টেশনে নামি। শীতের সকালে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বসে থাকি। তারপর ৫:০০টার দিকে সূর্য দেখা দিল আর দোকানপাটগুলোও খুলতে শুরু করল। আমরা সেখানে চা খেলাম আর সকালের নাস্তা করলাম। তারপর একটা গাড়িতে চেপে দাদুবাড়ি পৌঁছে গেলাম। সেদিন সারাদিন দাদুবাড়িতেই ছিলাম। আমাদের এই পাড়ায় উঁচু দালান হাতেগোনা কয়েকটা। তাও সেগুলো ৩-৪-তলার বেশি না। তাই দাদুবাড়ির দোতলা ছাদ থেকে অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

দুপুরের খাওয়ার পর যখন ৩টার দিকে ছাদে যেতাম তখন প্রকৃতির উষ্ণ বাতাসে অজান্তেই ঘুম চলে আসত। মনে মনে ভাবতাম 'ইস কী আরাম, কী সুখ!!" বাড়িটার চারপাশে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, বরই, তালগাছ, শিউলি ও হাসনাহেনা গাছ। তাই প্রকৃতির স্বাদ খুব ভালোভাবেই নেওয়া যায়। তবে প্রকৃতির স্বাদ আরো বাড়াতে পরের দিন যাই দাদুবাড়ি থেকে ১ কি. মি. দূরে এক

লালন শাহের মাজার, কুষ্টিয়া

পুকুরধারে। পুকুরটা আয়তনে বেশ বড়ো ছিল। এই জায়গাটা ছয় ঋতুতে ছয় ধরনের রূপ ধারণ করে। আমরা যাই বসন্তের সময়। সূর্যালোকে পুকুরের পরিষ্কার পানিটা হালকা স্রোতের সাথে ঝিলিমিলি করত। পুকুরের এপারের কিনারায় রয়েছে একটা ঘাট আর ওপারে রয়েছে সারি সারি ধানখেত। ধানখেত আর পুকুরের মাঝখানে সরু রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা সজনে গাছ। আমি আর আমার ভাই সবসময় ওই সজনে গাছের ছায়ার নিচে বসে থাকতাম। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত শুধু ধানখেত। অনেক দূরে ছোটো-ছোটো কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আর একটা আম বাগান। ধানের শিষের উপর হাত বুলাতে দারুণ লাগে। কিছু খালি জমির উপর জংলি বসন্ত ফুল ফুটে ছিল। এই জায়গা থেকে একটু দূরে সামনে একটা রেললাইনও ছিল। দুপুরবেলা এই পুকুরে একঝাঁক হাঁসকে সাঁতার কাটতে দেখা যেত। এ যেন রংতুলি দিয়ে আঁকা দৃশ্য। দাদুবাড়ি থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত গড়াই নদী। আমি আর আমার ছোটো ভাই হেঁটেই চলে যেতাম। আসলে দাদুবাড়িতে যে-কয়দিন ছিলাম প্রতিদিনই সকাল থেকে দুপুর ১২-১টা পর্যন্ত আমরা দুইজন একাই ঘুরে বেড়াতাম। কখনো যেতাম পুকুরপাড়ে, কখনো-বা নদীর ধারে, কখনো কারো বাসায় বেড়াতে। গড়াই নদী পদ্মার একটি প্রধান শাখানদী-হিসেবে পরিচিত। এই নদীটা যেমন শান্ত, তেমনি তার চারপাশের পরিবেশটাও মনোরম। এখানকার ফুচকা ও পাকোড়া বেশ জনপ্রিয় ও মজাদার। এগুলো বানানোর পরিবেশটাও অনেক পরিষ্কার। আমরা নদীর কিনারায় বসে ফুচকা খেতাম আর পানিতে পা ভিজাতাম। কী যে মজা লাগত!

তার মাঝে একদিন গিয়েছিলাম কুঠিবাড়িতে। কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ-এর পদ্মা নদীর পারে অবস্থিত এই কুঠিবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮০৭ সালে এ-অঞ্চলের জমিদারি পান। পরবর্তী ১৮৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথ এখানে জমিদার হয়ে আসেন। আমরা সবাই সেখানে সকাল সকাল গিয়েছিলাম। এই কুঠিবাড়ির সামনের দিক রয়েছে বিশাল ফুলের বাগান। আর বাড়িটিতে রয়েছে প্রায় ১৬টি কামরা। এছাড়া এ বাড়িতে রয়েছে তার বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধকালের ছবি, সেই সময়কার পানি পরিস্রুত করার যন্ত্র, ৮ বেহারার পালকি ২টি, বড়ো আলমারি, খাজনা আদায়ের টেবিল ও চেয়ার, ঘাস কাটার যন্ত্র ও লোহার সিন্দুক। আরো রয়েছে তার আঁকা কিছু চিত্রকর্ম ও চিঠিপত্র, গীতাঞ্জলির একটি কবিতা। আরেকটা জিনিস লক্ষ করে দেখলাম সেখানে বড়ো সুন্দর একটা চৌকি রাখা ছিল। এর ঠিক উপরের দেয়ালে রয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথের সেই চৌকিতে বসে থাকা একটি ছবি। দোতলার প্রথম কামরা বরাবর রয়েছে অনেক বড়ো, লম্বা একটা বারান্দা। আরো দুটি বারান্দা রয়েছে যা এখন বন্ধ। বাড়িটার বাইরে একটু দূরে ছিল রান্নাঘর ও দাসদাসীদের থাকার জায়গা। বাড়িটার পিছনের দিকে রয়েছে প্রচুর গাছপালা আর একটা পুকুর। এই কুঠিবাড়িতে বসেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী ইত্যাদি। 'গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদ-কাজও শুরু করেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত 'তালগাছ' কবিতাটিও তিনি এখানেই রচনা করেন। কুঠিবাড়িতে ঘোরাঘুরির পর বেলা দুপুর হয়ে যায়। তারপর আমরা কুঠিবাড়ি থেকে কাছেই আমার এক দাদার বাসায় দুপুরের খাবার খাই। দুপুরের খাবারশেষে আমরা সব চাচাতো , ফুফাতো ভাইবোনরা মিলে পদ্মা নদীর ধারে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছবি তুলি আর নদীর ধারে সূর্যাস্ত দেখি। গোধূলি বেলার কী অসাধারণ দৃশ্য। ঢাকায় ফেরার আগের দিন যাই লালন শাহের মাজারে। আধ্যাত্মিক সাধক লালন শাহ কুমারখালীর ছেউড়িয়াতে আশ্রয় লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ছেউড়িয়াতে মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিস্থলেই এক মিলনক্ষেত্র (আখড়া) গড়ে ওঠে। তাঁর সমাধিকে ঘিরেই বানানো হয়েছে মাজার। সাদা রঙের এই মাজারের উপর রয়েছে একটা সাদা গম্বুজ। এখানে শুধু তাঁর সমাধি নয়; তাঁর অনেক শিষ্যরও সমাধি রয়েছে। মাজারের পিছন রয়েছে অডিটোরিয়াম। এর ভিতরে রয়েছে লালনের কিছু চিত্র, ১টা কাঠের দরজা ও চেয়ার। এছাড়া আছে লালন ও তাঁর শিষ্যদের ব্যবহৃত কিছু জিনিস। এবার এই লালনের দেশ থেকে ফেরার পালা। আমরা আবার 'বেনাপল এক্সপ্রেসে' চড়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। আসার সময় দিনের বেলা থাকায় অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়। যেমন : ভেড়ামারার বিদ্যুৎ পাওয়ার প্ল্যান্ট, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, যমুনা সেতু ও অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রামীণ দৃশ্য দেখতে-দেখতে পৌঁছে গেলাম ঢাকায়।

কুঠিবাড়ি, কুষ্টিয়া

মাইশা মুনাওয়ারা
শ্রেণি : দশম, শাখা : চন্দ্রমল্লিকা

ভালোবাসার মানুষ

ভালোবাসার মানুষ এই কথাটা বললেই আমাদের মনে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার কথা মনে পড়ে। হ্যাঁ, আমার বেলায়ও তা অবশ্য ঠিক। আমার প্রিয় মানুষটা আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নন। আমার বাবা আমার কাছে পুরো পৃথিবী। আমার সবচেয়ে খারাপ সময়ে আমার বাবা আমার পাশে ছিল। মাও ছিল বটে; তবে বাবার অবদানটাই বেশি। ছোটোবেলায় বাবার সাথে থালাবাটি খেলা, বাবার পিঠে উঠে সারা ঘর ঘোরা, প্রত্যেক শুক্রবার বাবার সাথে ঘুরতে যাওয়া। তবে বাবার শারীরিক অবস্থার কারণে এখন তেমন একটা ঘোরাঘুরি না-হলেও মাসে একবার ঘোরা হয়। বাবার সাথে আমার সারাদিনের সকল গল্প বলা হয়। প্রত্যেকবার বাহিরে যাওয়ার আগে একটা কথা অবশ্যই বলবে: 'আম্মু, তোমার কি কিছু লাগবে?'

প্রত্যেকটা মেয়ে তার বাবার মুখে 'আম্মু'-ডাকটা শোনা পছন্দ করে। আমিও তার বিপরীত নই; বরং আমি এই ডাকটাকে মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ডাক। একবার নবম শ্রেণিতে থাকাকালীন আমি আমার মায়ের সাথে জোরে কথা বলার জন্য বাবা আমাকে থাপ্পড় দিয়েছিল। ওটাই জীবনে প্রথম। তখন আমি কান্না করতে-করতে নিজের রুমে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর আমার রুমে বাবা আসে এবং আমার মাথায় হাত রেখে বলে, 'আম্মু, বেশি ব্যথা পেয়েছিস? আমি তোকে মারতে চাই নাই?' এই বলে বাবা কান্না করে দেয়। তখন আমি অনেক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি আর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিই।

আসলে পৃথিবীতে একটা মেয়ের কাছে তার বাবাই সবকিছু। আমি মন খারাপ করে থাকলে সে আমার মুখে হাসি ফুটোনোর চেষ্টা করে। বাবা সবসময় বলে যে, 'তুই যে-কষ্টটা পেয়েছিস জীবনে সেই কষ্টটা থেকে তুই শিক্ষা নিবি এবং পরবর্তীকালে যেন একই ভুল না-হয় সেদিকে খেয়াল রাখবি।'

আমার বাবা আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রেরণা। বাবা আমার জীবনে কখনো কোনো অভাব রাখেনি। আমার সব খুশির কারণ হলো আমার বাবা। আমি তার মতন এত আপন মানুষ পৃথিবীতে দেখিনি। আসলে আমার বাবার কথা বলা শুরু করলে শেষ করাটা মুশকিল। প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য তার বাবা অনন্য। আমার কাছেও তা-ই। আমার শুধু একটাই চাওয়া যেন আমি আমার বাবার সকল স্বপ্ন পূরণ করতে পারি। আমার বাবা আমার ভালোবাসার মানুষ!

বেঁচে থাকুক পৃথিবীর সকল বাবা–মেয়ের ভালোবাসার সম্পর্ক।

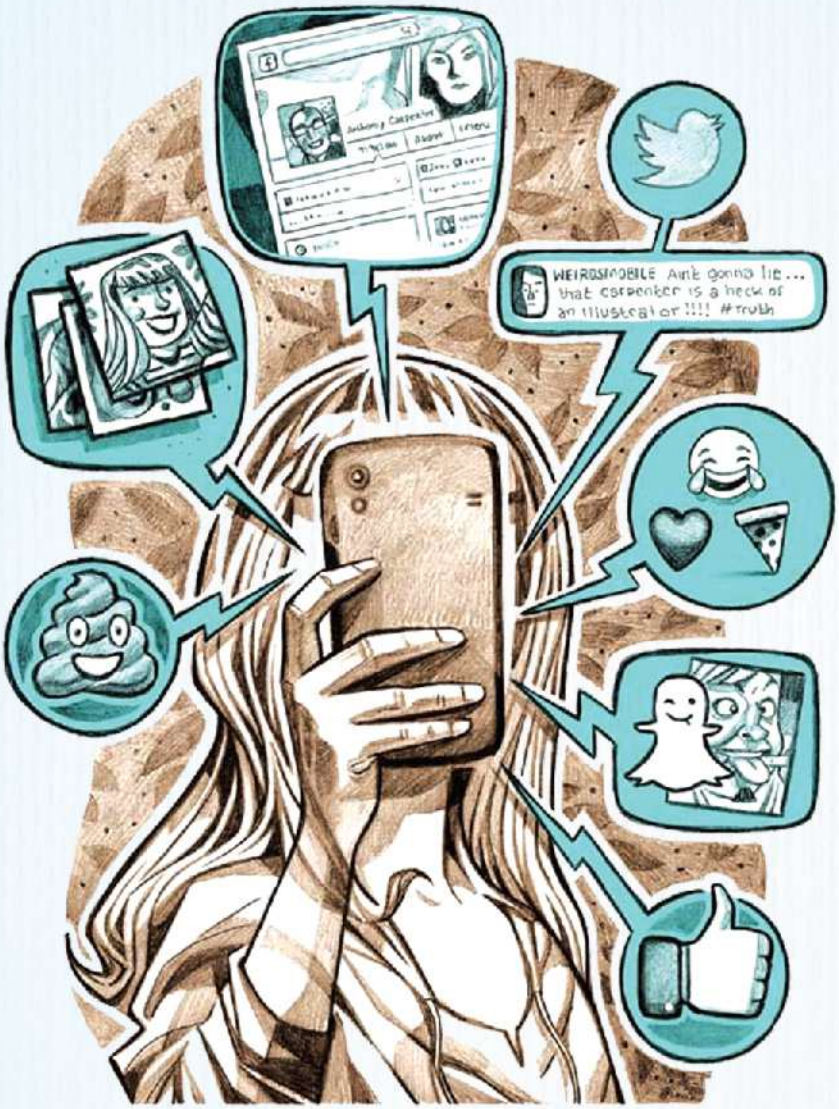

মানিজা মেহরিন
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : কোয়ান্টাম

একটু ফোন দেখলে কী হয়?

প্রতিবার লিখতে বসলেই আমি ভাবি যে এমন একটা কিছু নিয়ে লেখা দরকার যেটা পড়েই পাঠকহৃদয় বলে উঠবে; 'আরেহ! এটা তো দেখি আমার কথা-ই বলছে!' অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা ও জীবনদর্শনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলেই সেটি একটি সার্থক লেখা বলে আমি মনে করি। আর আমি যে বিষয়টি নিয়ে লিখতে যাচ্ছি এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকই আমার সাথে সহমত পোষণ করবে বলে আশা করছি।

"স্মার্ট ফোন" এমন একটি জিনিস যা যে-কারো হাতে তুলে দিলেই কখনোই বলবে না, আমার এটি দরকার নেই। প্রত্যেকেই ভাববে, থাক্ একটু কিছুক্ষণ দেখি, ভালোই তো সময় কাটে ইউটিউব দেখে; আর তার উপর গত দুবছর আমরা যেরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলাম সেখানে তো এই স্মার্টফোন কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটাই-না রাখল। তখনকার জীবনটাকে বলা যেতে পারে : পৃথিবীটা আজ ছোটো হতে-হতে হাতের মুঠোয় থাকা বোকা যন্ত্রটিতে বন্দি। অবশ্য এই করোনার সুবাদে আমাদের মতো শিক্ষার্থীরা যাদের বাবা-মায়েরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এইচএসসি-র পর ভালো কোথাও চান্স না-পাওয়া পর্যন্ত ফোন হাতে দিবেনই না, আমরাও ফোন পেয়ে গেলাম অনলাইন-ক্লাসের বাহানায়। যে আমার হাতে ফোন দেখলেই রেগে যেতেন সে মা-ই সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলছে, নাও নাও জলদি ফোন নাও, অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে! কী মজা ছিলো তাই না?

দীর্ঘ ১৯ মাসের ঘরবন্দি জীবনে মোবাইল ফোনই ছিল মূলত আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। কিন্তু আমি বুঝি না যে জিনিসটা আমাদের এত পছন্দের সেটি আমাদের বাবা-মায়ের এত অপছন্দের কেন? আমাদের হাতে ফোন দেখলেই এরকম রেগে যান কেন তারা? একটু ফোন দেখলে কী হয়?

আসলে কেন বাবা-মা রেগে যান, কেন উনারা ফোন দিতে চান না আমাদের হাতে, সে বিষয়গুলো আমাদের সকলেরই কম-বেশি জানা। আর সমস্যাটা হলো সেখানেই-যে আমরা জেনেও সেই ভুল কাজগুলোর দিকে পা বাড়াই। এই যেমন ধরুন ঠিক এই

মুহূর্তে, এই লেখাটি লিখতে-লিখতে আমি অন্তত ছয়-সাতবার আমার ফোনটা হাতে নিয়েছি। কোনো কাজের জন্য নয়, শুধু ফোনের স্ক্রিনটা দেখার জন্যই; এবং আমি অনেকটা নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি-যে ঠিক এই মুহূর্তে আপনি যে আমার লেখাটি পড়ছেন, আপনার মোবাইল ফোনটিও আপনার পাশেই আছে; এমনকি আপনি দু-একবার ফোনটি হাতেও নিয়েছেন। এটাই আসলে আসক্তি। নিশ্চয়ই ভাবছেন, আয়হায় এই মেয়ে দেখি আমাকে স্মার্টফোন আসক্ত বলছে! আসলে আমরা সকলেই কমবেশি স্মার্টফোনে আসক্ত।

> "স্মার্ট ফোন" এমন একটি জিনিস যা যে-কোনো কারো হাতে তুলে দিলেই কখনোই বলবে না, আমার এটি দরকার নেই। প্রত্যেকেই ভাববে, থাক্ একটু কিছুক্ষণ দেখি, ভালোই তো সময় কাটে ইউটিউব দেখে;

Springer link web portal research centre-এর একটি সার্ভেতে দেখা গেছে, বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই স্মার্টফোনে আসক্ত এবং এদের মধ্যে ১৫-১৯ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই ৬৫.৫০% আর তার মধ্যে শহরে থাকা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৬২.৯%। আবার, Researchgate নামক এক Web portal থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব বা উর্ধ্বে ছেলেমেয়েরা তাদের দৈনন্দিন পড়াশোনায় ব্যয় করছে গড়ে (২.৫-৩) ঘণ্টা আর online gaming ও Social Media-তে ব্যয় করছে গড়ে ৩-৪ ঘণ্টা এবং এর মধ্যে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি।

উক্ত তথ্যবিশ্লেষণে দেখাই যাচ্ছে যে, স্মার্টফোন-আসক্তদের মধ্যে টিনেজদের সংখ্যা সবথেকে বেশি, যার পরিণতি অতি ভয়াবহ। যৌবনকে বলা হয় Golden period of life; কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর লেখা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতে "এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে" এমন একটি চরণ উল্লেখ করেছেন যার অর্থ জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, মানুষের কল্যাণ ও চলার দুর্বার গতি, আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো যেন জাতীয় জীবনে চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই আঠারো-উনিশ, যৌবনকাল এমন একটা সময় যে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হলেই জীবনে সফল হওয়া যায়।

বেশ কঠিন-কঠিন কথা বলে ফেলছি তাই না? আচ্ছা একটু সহজভাবেই বলি-যে কী বুঝাতে চাচ্ছি।

আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে, প্রতিদিন আমরা যে-সময়টুকু মোবাইল ফোনে নষ্ট করি সে-সময়টুকু যদি আমরা পড়াশোনার কাজে নাও লাগাই তাহলেও আরো বিভিন্ন কিছু করতে পারি যেগুলো আমাদের Self improvement-এ সহায়তা করে। নিজের পছন্দের কোনো কাজ যেমন ছবি আঁকা, লেখালেখি করা কিংবা নিজের ঘরটাকেই সুন্দর করে সাজানো এই কাজগুলোর চর্চা করতে থাকলে দেখা যাবে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে। এই অভ্যাসগুলো একদিনেই পালটে ফেলা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় বরং ধীরে ধীরে খারাপ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করে ভালো অভ্যাসগুলোর চর্চা করতে হবে। স্মার্টফোন যে শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছে তা-ই নয় বরং অতিরিক্ত মোবাইল ফোনের ব্যাবহার আমাদের চিন্তাশক্তির বিকাশে বাধা দেয়; স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দেয়, শেখার আগ্রহ ও চেষ্টা কমিয়ে দেয় যা যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। করোনার পর থেকে কিন্তু সকলের মুখে মুখে একই কথা : করোনা ভাইরাস আমাদের memory weak ও learning skill কমিয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে, বন্ধের পর থেকে আর আগের মতো পড়া মনে থাকে না, পড়তে ইচ্ছা করে না। এই সমস্যাগুলোর জন্য করোনা ভাইরাসের থেকেও অতিরিক্ত Smart Phone-এর ব্যবহারই অধিক দায়ী, কেননা মহামারির এই সময়ে সর্বক্ষণই আমরা মোবাইল ফোনের সান্নিধ্যে থাকায় তার প্রভাবগুলো এখন আমাদের মাঝে দেখা দিচ্ছে।

আমরা কখনোই অসৎ কিংবা খারাপ উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন ব্যাবহার করতে চাই না; নিজের অজান্তেই কখন-যে ডিভাইসটিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করা শুরু করি তা আমরা বুঝতেও পারি না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৪৯% ক্ষেত্রেই মোবাইল ফোনের অসৎ ব্যবহারের দিকে ছেলেমেয়েরা ধাবিত হয় বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনায় পড়ে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ সুইসাইডাল কেস, হতাশা, বিষণ্নতার মূল কারণ স্মার্টফোন। সাধারণ ইউটিউব দেখতে দেখতে কখন আমাদের একটি ম্যাসেজ-রিকুয়েস্ট এসে যায়, ফেসবুকে কখন আমরা জড়িয়ে যাই একটি অবৈধ সম্পর্কে তা আমরা নিজেরাও বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে, একটা পরিবারের বাবা-মা, ভাই-বোন সকলেই স্মার্টফোন আসক্তিতে ভুগছে তখন যেটা হয় যে, ঐ সন্তানটি বাবা-মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে যেটা একজন অভিভাবকের কখনোই কাম্য নয়।

একটু ফোন দেখলে-যে আসলে কী হয়, তা আমরা সকলেই জানি আর জেনেশুনেই ভুলের দিকে অগ্রসর হই। আমার এবারের লেখাটা মূলত আমার সহপাঠী ও জুনিয়রদের জন্যই। তোমাদের বলছি, জীবনের সোনালি সময়টা আর ফিরে আসবে না। এই সোনালি সময়টা ফোনের মধ্যে ডুব দিয়ে না-থেকে বাইরের জগৎটাকে দেখ, জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য লেগে পড়ো। আসলে আমি নিজেও যে এগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তা নয়; তবে চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব নিজেকে সংযত রাখার। আজ শেষ করছি এখানেই। এতক্ষণ সময় নিয়ে আমার লেখাটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

সিদরাতুল মুনতাহা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

অটোগ্রাফ

জানালার পাশে ইজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসে হুমায়ুন আহমেদ স্যার-এর "মাতাল হাওয়া" বইটা পড়ছিলাম। শেষ পাতাটা পড়া শেষ করে বইটা বন্ধ করলাম। কালো প্রচ্ছদটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রিয় চরিত্র 'হাসান রাজা'র মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না। কেমন একটা বিষণ্ণতা ভর করল মনে।

'কি ভাবছ এত গভীরভাবে?'

বাসায় প্রাণী বলতে আমি একাই ছিলাম। তাই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শুনে পিছনে ফিরে তাকালাম। মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি পা তুলে আমার খাটে বসে আছে। তাঁর পরনে হালকা-নীল ফতুয়া। মাথায় একটা সাদা হ্যাট, চশমার ভারী গ্লাসের আড়ালে জিজ্ঞাসু চোখ দুটি উঁকি দিচ্ছে। মনে হলো এই ব্যক্তি আমার বহু দিনের চেনা; কিন্তু এই মুহূর্তে চিনতে পারছি না। হঠাৎ খেয়াল হলো, আরে ইনি তো স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদ স্যার। তিনি আবার বললেন–

'কী ব্যাপার? এমন হা করে তাকিয়ে আছ কেন?

চিনতে পারনি?'

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে বললাম,

'জি স্যার, চিনেছি। কিন্তু স্যার আ- আ- আপনি?

'কেন? আমি আসতে পারি না? নাকি মরে গেছি বলে, দেখা হওয়া নিষিদ্ধ?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'না - না- ছি ! ছি! তা হবে কেন? কিন্তু এটা তো সম্ভব না।'

'কোন্‌টা?' হুমায়ূন স্যারের ভ্রু কুচকে গেল।

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'এই যে আপনি এখানে! বাস্তবে এটা তো অসম্ভব।'

'সবকিছুকে বাস্তবতা দিয়ে বিচার করতে হবে কেন? পৃথিবীর সব রহস্য কি উদ্ধার হয়ে গেছে?'

'না' 'ধরে নাও, আমিও সে-রকমই একটা রহস্যের অংশ।'

'জি স্যার।' একটু থেমে বললাম, 'স্যার, কোন্‌টা আনবো আপনার জন্য? চা নাকি কফি?'

ঘর ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন হুমায়ূন স্যার।

হাসতে হাসতে বললেন, 'এত বই পড়, অথচ জানো না আমার কোন্‌টা পছন্দ?'

লজ্জা পেয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি বসুন। আমি চা বানিয়ে আনছি।'

'চা বানাতে হবে না। খেতে ইচ্ছে করছে না।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, "স্যার, "মাতাল হাওয়া" বইটায় আপনি হাসান রাজাকে মেরে ফেললেন কেন?"

হুমায়ূন স্যার বললেন, 'বাস্তবে এমনই ঘটত। হাসান রাজা বাস্তব জীবনের কোনো চরিত্র হলে তার মৃত্যুদণ্ডই হতো।'

'কিন্তু স্যার আপনিই বলেছেন, সবকিছু বাস্তবতা দিয়ে বিচার করতে হবে কেন?'

হুমায়ূন স্যার কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন– 'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।'

দুজনেই নিঃশব্দে বসে রইলাম। হুমায়ূন স্যার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি যাব এখন।'

আমি তাড়াহুড়া করে বললাম, 'স্যার, একটা অনুরোধ।'

হুমায়ূন স্যার মুচকি হেসে বললেন– 'দাও। অটোগ্রাফের ডায়েরিটা দাও।'

আমি ডায়েরিটা এগিয়ে দিলাম। হুমায়ূন স্যার সেখানে কিছু-একটা লিখেছেন।

ডায়েরিটা বন্ধ করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এবার বন্ধ করো চোখটা।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম.....

হঠাৎ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম ইজিচেয়ারে। তাহলে

কী আমি বই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? তার মানে হুমায়ুন আহমেদ স্যার আমার স্বপ্নে এসেছিলেন? এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে চোখ পড়ল মেঝের দিকে। সেই আটোগ্রাফের ডায়েরিটা পড়ে রয়েছে। তুলে নিলাম ওটা। কী ভেবে যেন শেষ পৃষ্ঠাটা খুললাম। সেখানে লেখা :

'সব রহস্য ভাঙতে নেই। কিছু রহস্যকে তার মতোই থাকতে দাও।'

তার নিচেই, নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে হুমায়ূন আহমেদ স্যারের সেই অটোগ্রাফ।

তাহরীমা তাবাসসুম
শ্রেণি : একাদশ
শাখা : পজিট্রন

আমার জন্মভূমি

ঘড়িতে
বাজে ৮টা
এলার্মের শব্দে ঘুম
ভাঙল অবন্তির।
ক্যালিফোর্নিয়ার
সকাল। আকাশে
মেঘের আনাগোনা।
হাতে ব্যালকনিতে
দেখার অভ্যাস তার
ঝকঝকে
থোকা থোকা
এককাপ কফি
দাঁড়িয়ে আকাশ
অনেক দিনের।

আচ্ছা, বাংলাদেশে এখন কয়টা বাজে? রাত ১০টা হবে হয়তো। এতক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে অর্ধেকের বেশি মানুষ। ঝিঁঝি ডাকের ঘুমপাড়ানিয়া ছন্দে ঘুমানোর আনন্দ শুধু আমার দেশেই পাওয়া যায় ভাবতেই, ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটে উঠল। আহা! কতকাল বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর চাঁদ দেখা হয় না। নারিকেলের পাতায় জোছনার প্রতিফলিত আলো যে-অদ্ভুত মোহ তৈরি করে তা কি আর কোথাও পাওয়া যাবে!

এখানে ঘুম ভাঙে যান্ত্রিক এলার্মের শব্দে। ইট-পাথরের আড়ালে কখন সূর্য ওঠে আর কখনই-বা ডোবে বোঝাই যায় না; অথচ প্রিয় বাংলাদেশে সকাল হয় পাখির ডাকে। লেবুপাতার ফাঁক দিয়ে ঝিলমিলিয়ে আলো ঢোকে সূর্যের, ভাঙিয়ে দেয় ভোরের আলস্য। কর্পোরেট অফিসের কম্পিউটার-স্ক্রিনে তাকিয়ে অবন্তির মনে পড়ে বাংলার সবুজ মাঠের কথা। যতদূর চোখ যায়, সবুজ আর সবুজ। ধানের খেত, জানা-অজানা ছোটো-বড়ো বৃক্ষের সমাহার আর পাশ দিয়ে বয়ে চলা শান্ত নদীর দৃশ্য। অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক থেকে।

কিছুদিন আগে তার অফিসের কয়েকজন কলিগ এসে তাকে ঘিরে বসল। ওরা জানতে চায় বাংলাদেশের কথা। কীভাবে মাত্র ৯ মাসে পুরো একটা দেশকে স্বাধীন করল সেই কথা। বাংলাদেশের সাহসী মানুষের কথা। গর্বে কথা আটকে গেল অবন্তির। কিছুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হয়ে বলা শুরু করল বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস। আমাদের গৌরবের ইতিহাস।

পাকিস্তানি দোসরদের অত্যাচার, ২৫মে মার্চের কালরাত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়া। একে একে বলে গেল অবন্তি; যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, শহিদদের আত্মত্যাগ, মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি, সন্তান-হারানো মায়ের চোখের জল—। এসবের বিনিময়েই বাংলার আকাশ হেসেছিল স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে। যখন অবন্তির বলা শেষ হলো, তাকিয়ে দেখে সকলের চোখ ভিজে গেছে অশ্রুতে।

তেরো হাজার দুইশ উনিশ কিলোমিটার দূরে থাকলেও একটা মুহূর্তের জন্যেও অবন্তি ভুলতে পারে না দেশের কথা; দেশের মানুষের সাথে প্রাণের বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাদ। ভুলতে পারে না ঘনকালো বৈশাখীর তাণ্ডবের কথা। পারে না ভুলতে শীতের সকালে খেজুরের রসের স্বাদ। খুব মন চায় বসন্তের কোকিলের ডাকটা শুনতে, কোনো পলাশ গাছের তলে বসে। এসব ভাবতে-ভাবতেই গুনগুন করে গেয়ে ওঠে :

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি".....

একটি বাড়ির আত্মকথা

শাহজাদী ফাইয়াম ফেরদৌস সাহস
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : কোয়ান্টাম

আমি একটি বাড়ি। খুব স্বপ্নে সাজানো একটি বাড়ি। সময়টা নব্বই দশকের। কালবৈশাখির তুমুল ঝড়। ফেরুর বাড়িতে কোনো হারিকেন নেই। রাতের বেলা পড়তে বসেছে কুপি জ্বালিয়ে। পাশেই ঘুমিয়ে আছে পিঠাপিঠি দুই ভাইবোন ফারুক ও শেফালী। মা ও বড়ো বোন বাড়ির ছনের আর খড়ের চাল ও পাটকাঠির বানানো দেয়াল মেরামত করছে। তাদের বাবা অনেক আগেই টিবি-রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। তাদের মা-ই গত ৫ বছর ধরে বাবার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বাড়ির কোনো অংশই বাতাসকে ঠেকাতে পারছে না। ঝড়-বৃষ্টি মানুষের জীবনে আনন্দময় অনুভূতি আনলেও তাদের কাছে কখনোই তা প্রিয় হতে পারেনি। যা-হোক, খানিকক্ষণ পড়াশোনা করে ফেরুও লেগে পড়ল আম্মা ও বুবুর সাথে কাজে। শুধু আজকে করলেই কি কাজ শেষ? না, এই পুরো বৈশাখ মাসজুড়ে চলবে ভাঙা-গড়া। ফেরু কিছুক্ষণ মা ও বুবুকে সাহায্য করে চলে গেল আম কুড়াতে। সে তো কেবল বালক। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো বুদ্ধি থাকলেও তার মধ্যে বালকসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান।

চারিদিক খুব অন্ধকার। এমনিই গ্রামের মানুষের রাত হয় তাড়াতাড়ি। তার উপর আবার ঝড়। এবার ফেরু বের হয়েছে আঁকিড় (পাথর, ইটের টুকরা) কুড়াতে মা ও বুবুর সাথে। পরপর দুদিনের ঝড়ে বাড়িটা যেন নেতিয়ে পড়েছে। নতুনভাবে বাড়ি বানানোর অর্থ কোথায়? মায়ের একার আয়ে চলে সংসার। কাজ করেন চালের গোডাউনে। আঁকিড় কুড়াচ্ছেন রাতের অন্ধকারে; যাতে লোকজনের নজর এড়ানো যায়। বাড়িঘর, অর্থ-সামর্থ্য না থাকলেও তাদের ছিল প্রচুর আত্মসম্মান আর স্বপ্ন-দেখার সাহস। সাহস বলছি কারণ এমন এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যেও মা তার সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে গিয়েছেন এই আশায়-যে একদিন তার সন্তানেরা একটি স্বপ্নের মতো জগৎ তৈরি করে নিবে।

বালক বয়সেই এভাবে পরিবারের সাথে বাড়ি মেরামত করতে করতে ফেরু স্বপ্ন দেখে একটি স্বপ্নের নীড়ের; অর্থাৎ আমাকে বানানোর। রাস্তায় চলাফেরার সময় আশেপাশের বড়ো বড়ো দালানকোঠা দেখে মনে মনে নকশা করে নেয়। সেই নকশা বালুতে এঁকে রাখে। ছোটো-ছোটো লাকড়ি (লাঠি) দিয়ে বাগানে বসে বাড়ি বানিয়েও ফেলে। যখন তার বন্ধুরা খেলায় মত্ত তখন ফেরু আমাকে বানাতে ব্যস্ত। মনে মনে হাজারবার সে আমাকে বানিয়েছে। এভাবে কাটতে থাকে ফেরুর দিন আমার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে প্রবেশ করে কর্মজীবনে। ভাইবোনদের বিয়ে দিল, নিজেও বিয়ে করল। এরপর...? ঠিক সেই জায়গা, সেই বাগানটায় নির্মাণ করল আমাকে। আমি তার শত প্রতীক্ষিত "বাড়ি"। আমার সামনে রয়েছে ছোটো-একটি বাগান। পেছনে মাচাসহ একটি পুকুর এবং মাঝখানে ৩ তলাবিশিষ্ট আমি দাঁড়িয়ে। চারপাশে এক সাইজের লাইন ধরে আছে সুপারি গাছ। বাগানে রাখা আছে একটি হলুদ চালের কবুতরের টং (ঘর)। পুদিনাপাতা, পানপাতা, ধনিয়াপাতাসহ রং-বেরঙের ফুল। এ যেন ফেরুর স্বপ্ন থেকেও সুন্দর। আমার রয়েছে রং-বেরঙের জানালা, খুব বড়ো বড়ো। যাতে সেখানে দাঁড়িয়ে গ্রামের ধান লাগানো থেকে শুরু করে সোনালি আলো পর্যন্ত দেখা যায়। আমার পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যায় কীভাবে মাছেরা একটু ঢেউ হলেই মুখ বের করে খাবার খোঁজে। আমার অনেক ভালো লাগে এই ভেবে-যে আমি কারো স্বপ্ন ছিলাম যা আজ সত্যি হয়েছি। আমার পাশে দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের মুখে শুনি, 'কি চমৎকার একটা বাড়ি'!! এমন আরো অনেক ফেরুর স্বপ্ন জুড়ে আছি আমি। অনেক ছেলেমেয়েরা আমার পাশে দিয়ে যায় আর বলে, "বাবা, আমি এরকম একটা বাড়ি বানাব বড়ো হলে।"

প্রমাণ করে দেয়া উচিত আমি নারী আমি চেষ্টা করলেই সব করতে পারি

মেহনাজ হোসেন
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

আমার মায়ের সবচেয়ে ভালো বন্ধু আমি

আমার মায়ের মতে তাঁর সবচেয়ে ভালো বন্ধু নাকি আমি! তার এই কথা-বলার কারণটাই আজকে লিখতে যাচ্ছি। আমার মায়ের স্বপ্ন ছিল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে একজন উদ্যোক্তা হয়ে নারীদের জন্য কিছু করার; কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের দুই ভাইবোনকে সময় দিতে গিয়ে তাঁর এই স্বপ্নটা অপূর্ণই থেকে যায়। আমার মতে স্বপ্ন দেখা এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার কোনো ধরাবাঁধা সময় থাকে না। তাই আমারও স্বপ্ন আজ বড়ো হয়ে আমিও একজন সফল নারী-উদ্যোক্তা হব। আমার এই স্বপ্নপূরণের সূচনাটা না-হয় আমার মায়ের হাত ধরেই শুরু করলাম! করোনা-মহামারিতে যখন লকডাউন শুরু হলো এবং সবকিছু অনলাইন-নির্ভর হয়ে গেল তখন আমার মা-কে বললাম : "মামণি, চলো তোমাকে একটা ফেসবুক-অনলাইন-পেইজ খুলে দিই বিজনেস করার জন্য।" আমার মা প্রথমে রাজি না-হলেও অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম। মা-মেয়ে দুইজন মিলে শুরু করলাম আমাদের স্বপ্নের সূচনা বা নতুন অধ্যায়। মায়ের সাথে পেইজের কাজ করা, ব্যাবসায়ের জন্য শপিং করা, পেইজের লোগো তৈরির অভিজ্ঞতাটা অনেক সুন্দর, যা লিখে প্রকাশ করা যাবে না। পড়ালেখার পাশাপাশি আমি পেইজের সকল কাজে আমার মা-কে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠিত করে তুলি আমাদের বিজনেস-পেইজকে। এইজন্যই তো আমার মা আমাকে বলেন : "তুই না-থাকলে এটা সম্ভব হতো না!" যা আমার জন্য অনেক বড়ো পাওয়া।

জানি আমার উদ্যোগটা অনেক ক্ষুদ্র; কিন্তু এভাবেই স্বপ্নপূরণের যাত্রা শুরু হয়। আমার মতে কোনো নারীরই পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক নারীরই ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেকে ধীরে-ধীরে একজন উদ্যোক্তা-হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত কিংবা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করা উচিত। প্রমাণ করে দেয়া উচিত যে, "আমি নারী। আমি চেষ্টা করলেই সব করতে পারি।"

স্বপ্নের পথ

সামিয়া নাজিম লুবা
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ওমেগা

ঘুম থেকে উঠেই মালা শুনতে পেল রাস্তা দিয়ে একটা বিশাল ট্রাক হর্ন বাজাতে-বাজাতে যাচ্ছে। এরকম হর্নের আওয়াজ ওর নিত্যদিনের সঙ্গী। অন্যদিন মালা আরো আগেই উঠে যায়। কিন্তু আজ কেন যেন ওর ঘুমটা একটু দেরিতে ভাঙল। যা-ই হোক, মালা উঠে পড়ল আরেকটা দায়িত্বে মোড়ানো দিন শুরু করার জন্য।

মালা মা-বাবা কাকে বলে জানে না, পরিবার কাকে বলে জানে না, বাবা-মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া কাকে বলে জানে না, স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সাথে ছুটোছুটি করার আনন্দ কাকে বলে জানে না.....। ওর নাম কে রেখেছে ও জানে না। ওর সাত-বছরের জীবনে ও-যে শুধু এই পথটাকেই চিনেছে। ও-যে পথের শিশু।

নিজের মতো অন্য শিশুদের সাথে ফুল বিক্রি করে মালার দিন কাটে। ওরাই মালার সঙ্গী। মালার আরেকটা সঙ্গী আছে। সেটা হলো ছবি-আঁকা। ছবি-আঁকা ওর ভীষণ প্রিয়। প্রায় সময়ই ফুটপাতের উপর, কখনো কখনো ফুটপাতের পাশের দেওয়ালে নিজের মনের দুরন্ত কল্পনাকে পাথরের আঁচড়ে ছবিতে ফুটিয়ে তোলে। কখনো আঁকে ফুলের ছবি, কখনো পাখির, কখনো-বা আঁকে বাবা-মায়ের হাত ধরে বাচ্চাদের স্কুলে-যাওয়ার ছবি, যে দৃশ্যটা মালা আজ সকালে দেখল। মাঝে মাঝে আঁকে খাবারের ছবি, যেটা ওর খুব খেতে ইচ্ছা করে কিন্তু খেতে পায় না সেটার ছবি; আর ভাবে এই ছবিগুলো যদি বাস্তব হতো!

মালার অনেক বড়ো চিত্রশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা। মালা ভাবে একটু রংতুলি পেলে কত সুন্দর ছবিই-না ও আঁকতে পারত। রংতুলি নেই তাতে কী! মালা পাথর আর ইটের ভাঙা টুকরো দিয়ে ফুটপাতে আর দেওয়ালে যেসব ছবি আঁকে সেগুলো কি কম সুন্দর! মালার সঙ্গীরা অবাক হয়ে ওর ছবি-আঁকা দেখে। মাঝে-মাঝে কোনো পথচারীও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ওর-আঁকা ছবির দিকে। একদিন মালার সুযোগও ঘটে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে ছুঁয়ে দেখার। সেদিন মালা বসে-বসে ইটের ভাঙা টুকরো দিয়ে দেওয়ালে খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকছিল; যেখানে দেখা যাচ্ছে : মালার মতো ছোটো বাচ্চারা রাস্তার মধ্যে ফুল বিক্রি করছে। মালা খেয়ালই করেনি-যে পিছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ওর ছবি-আঁকা দেখছিল দুজন মেয়ে। ছবি-আঁকা শেষ হতেই ওরা মালাকে বলল যে, ওর ছবি আঁকা খুব সুন্দর হয়েছে। ওরা মালার মতো পথশিশুদের সাহায্যের জন্য কাজ করে। ওরা মালার ছবি-আঁকার ব্যাপারে সাহায্য করতে চায়। শুনে তো মালা খুব খুশি। মালা এরপর স্কুলে ভর্তি হলো। সেখানে মালা ছবি-আঁকা শেখারও সুযোগ পেল। এভাবে আস্তে-আস্তে মালা তার স্বপ্নকে বাস্তবে দেখার সুযোগ পেল।

২০ বছর পর.....

আজ মালা খুব বড়ো চিত্রশিল্পী। আজ সে তার স্বপ্নের পথে হাঁটতে পারছে। সেই দুজন মেয়ের কথা আজও তার মনে আছে। এরকম একটুখানি সহযোগিতা পেলে আরো অনেক মালা তাদের স্বপ্নের পথে চলার সুযোগ পেতে পারে।

সুমাইয়া মীম
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : পাই

শহিদ আনোয়ার আমাকে দিয়েছে প্রায় শতাধিক মা

২০১২ সালে যে-ছোট্ট আমি ফ্রক পড়ে এসেছিলাম শহিদ আনোয়ারের ছায়ায়, আজ ২০২২-এ সেই আমি এখন দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় শেষের দিকে। এই দশ বছরে কাগজের সার্টিফিকেটের বাইরে যে শিক্ষা আর প্রাপ্তি আমাকে করেছে সমৃদ্ধ সেই গল্প বলব আজ। আমার মতো অসংখ্য শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ডকে যারা শক্ত করেছেন তাদের মূল্যবান কথাগুলো বলব আজ; যাতে একটা শব্দও হারিয়ে না-যায়।

আমাদের শহিদ আনোয়ারের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রশিদুল ইসলাম খান স্যারের কিছু মূল্যবান কথা :

জীবনে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তোমার অনুপস্থিতিতে প্রত্যেকটা দেয়াল কাঁদে। যদি এমন হয়-যে তোমার অনুপস্থিতিতে মানুষ খুশি হচ্ছে তাহলে বুঝে নিয়ো তোমার জীবন ব্যর্থতায় পূর্ণ। যদি তোমার আচরণ, ব্যবহার অন্যের জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে মনে রেখো, তোমার মৃত্যুর পর চোখের পানি ফেলার ১টা লোকও থাকবে না। মৃত্যুর পর কেউ তোমাকে স্মরণ করবে না। My dear young ladies, জীবনে এমন কাজ তোমরা করবে যার জন্য তোমাদের মানুষ স্মরণ করবে; হোক সে মানুষ ঘরের কিংবা বাইরের; তবে অবশ্যই সে-কাজ যেন ভালো কাজ হয়।

মনে রাখবে, জিহ্বা হচ্ছে এমন এক জিনিস যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ৩২টা ধারালো ছুরির প্রয়োজন হয়। এটাকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে অন্য কাউকে এটা ছোবল না-মারে। My dear young ladies, পৃথিবীর সবকিছুকে ফেরত নেওয়া যায়, সবকিছুকে মুছে ফেলা যায় কিন্তু কথা হলো এমন এক তির যেই তির কখনো ফিরিয়ে আনা যায় না, কখনো মুছে ফেলা যায় না তাই এই তিরকে নিক্ষেপ করার সময় বারবার ভাববে। হয়তো কাউকে বলা খারাপ কথা তুমি ভুলে যাবে কিন্তু যাকে বলেছ সে তোমার মৃত্যুর পরেও মনে রাখবে। তোমার দেওয়া কষ্ট অন্য কারো বুকে পুষে রাখা আছে এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

কবি হাসান মাহমুদের 'জিহ্বা' কবিতায় রাজা হবু তার
মন্ত্রী গবুকে আদেশ করেন সব শ্রেষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ চাই,
নিয়ে এসো সেটা। তখন বাজার থেকে খাসির জিহ্বা কিনে নিয়ে মন্ত্রী গবু
রাজা হবুকে বলে,
"দেখো রাজা দেখো, এই!
কথা হতে ভালো এ-জগতে কিছু নেই!
কথা দিয়ে জোড়া দিতে পারো ভাঙা বুক!
ভাঙা সংসারে এনে দিতে পারো সুখ!!
কথায় গড়তে পারো যে দেশ, সমাজ,
কথার শক্তি, ভেবে দেখো মহারাজ!
এত কল্যাণ আর কিছুতেই নেই,
সব শ্রেষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ এই!"
কিন্তু এরপর রাজা হবু বলে, এবারে সবার নিকৃষ্ট কী সেটা বলো, নিয়ে এসো সেটা। মন্ত্রী গবু আবারো রাজার সামনে জিহ্বা এনে বলে,

"দেখো রাজা দেখো এই,
কথার মতো বিষাক্ত কিছু নেই!
সাপের চেয়েও ছোবল পারে এ দিতে,
ধ্বংস আনতে পারে কথা পৃথিবীতে।
কথার আঘাতে ভেঙে গেছে কত বুক,
কথার আগুনে পুড়ে গেছে কত সুখ!
সাজানো বাগান হয়ে গেছে ছারখার,
ধ্বংস করেছে কথা কোটি সংসার!"
অর্থাৎ, সব শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ যেমন 'কথা' তেমন সবচেয়ে নিকৃষ্টও 'কথা'।

'শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর স্কুল দিবা শাখার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় আলিম স্যারের শেষ দিনের বলা কথা আমি কখনো ভুলি না :

"নিজেকে এমনভাবে তৈরি করবে যাতে তোমার তেল, শ্যাম্পু কেনার জন্য অন্য কারও কাছে টাকা চাইতে না হয়।"
সেই সাথে মনে পড়ে ইংরেজির সাদাত স্যারের কথা :

"To brand your birthplace, you have to be a brand. It matters very little whether you are born in a poor country or area in a wealthy country or place."

এবার আসি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আব্বুর কিছু কথায়; যার আদর্শে বড়ো হয়েছি আমি। আমাকে যে শিখিয়েছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ সমান। যাঁরা তোমাদের পড়ান তাঁরা যেমন তোমার মনের অন্ধকার দূর করেন তেমন যারা তোমাদের চলার রাস্তা পরিষ্কার করে দেয় তাঁরাও সমান সম্মানপ্রার্থী। প্রত্যেকটা পেশাকে সম্মান করবে। হালাল পথে যারা খায় তাঁদের প্রত্যেককে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দেবে।

পৃথিবীতে বড়ো হতে গেলে দৃষ্টিটা মাটিতে রাখতে হয়, কথাটা নরম হতে হয়, মনটা হতে হয় অনেক বড়ো। যারা ছোটো মনের মানুষ তারা দাপট আর অহংকারের জোরে বড়ো হতে পারে না; অন্তত মানুষের মনে তো জায়গা করতেই পারে না।

মানুষের মনে আমি কতটুকু জায়গা করে নিয়েছি তা আমি জানি না; কিন্তু দেখা হলেই 'গৌরি' নামের মেয়েটা জড়িয়ে ধরে যখন ওর পরিবারের কষ্ট শোনায়, আমাকে আলিঙ্গন করে হালকা হয় তখন নিজেকে সার্থক মনে হয়। কোনো দ্বিধা, সংকোচ ছাড়াই যে আমার কাছে এসে গল্প শোনাচ্ছে সেটাকেই প্রাপ্তি মনে হয়।

সেই সাথে যে সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা জীবনের কঠিন সময়ে পাশে থেকে শক্তি ও সাহস দিয়েছেন, যতবার ভেঙে পড়েছি ততবার গড়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা; বিশেষ করে রুমানা আফরোজ রুমি টিচার-এর কথা না-বললেই নয়;

যার যত্ন এবং ভালোবাসা মায়ের থেকে কিছু কম না।

এরকম অনেক মাকে আমি পেয়েছি এই শহিদ আনোয়ারের সীমানায়। শহিদ আনোয়ার আমাকে দিয়েছে প্রায় শতাধিক মা। এ আমার অর্জন; সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি।

নারী

সাদিয়া নুসরাত জাহান তানহা
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : পাই

নারী হয়ে জন্ম নেওয়ার সাথে-সাথেই এই সমাজ তোমায় জানিয়ে দিবে তুমি শেকলে বাঁধা এক পরাধীন ললিতা। এই পৃথিবীতে তোমাকে উড়তে দেয়া হবে কিন্তু তোমার চারদিকে থাকবে সীমাহীন বেড়াজাল আর হাজারো মানা।

তোমাকে শুনতে হবে: 'তুমি ঘরের কোণে বন্দি হয়ে থাকবে, রাস্তায় একা বের হতে পারবে না, তোমার কাজ শুধু রান্না করা আর ঘর সামলানো, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না; রাস্তা-ঘাটে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ঘরে-বাইরে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তোমাকে চোখ বুজে সহ্য করতে হবে, তোমাকেই-যে সবকিছু মানিয়ে চলতে হবে; কারণ তুমি নারী!!'

কিন্তু নারী মানে তো সাহসী যোদ্ধা, নারী মানে তো বিজয়ী। নারী যেমন সুভাষিণীর মতো কাজলকালো চোখে কাঁদতে জানে, তেমনি নারী সায়ানাইড হাতে প্রীতিলতার মতো বিশ্বকে কাঁদাতে জানে। নারী তুমি মহাকাশ-ছোঁয়া ভেলেনটিনা তেরেসকোভা, নারী তুমি এভারেস্ট-বিজয়ী নিশাত মজুমদার। নারী তুমি দুর্বার, তুমি ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, তুমি ঝরনার মতো চঞ্চল, তুমিই সাহসিকা, তুমিই অপরাজিতা, নারী তুমি আমার অহংকার।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

কিন্তু আজও আমাদের সমাজে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও বাক্সবন্দি হয়ে আছে নারীর প্রতি আমাদের ধারণাগুলো। সামনে এগোতে চাইলেই একজন নারীকে পাড়ি দিতে হয় আকাশ-পরিমাণ বাধা, সর্বস্তরে হতে হয় লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। তাই প্রতিবছর শুধু ৮ই মার্চ নারীকে সম্মান না-দেখিয়ে প্রতিটি দিন নারীকে 'নারীর' মতো বাঁচতে দিন। তাহলেই পৃথিবী হবে শুভ্র, সুন্দর ও নিরাপদ।

নারী তুমি সকল বাধা ডিঙিয়ে মুক্ত আকাশে উড়ো, নারী তুমি একটি জীবন বাঁচার মতো বাঁচো, নারী আমি তোমার সাথে বিশ্ব জয় করি, নারী আমি তোমার সাথে বাঁচার স্বপ্ন দেখি, নারী আমি তোমাতেই বাঁচি।

নাশমিয়া হাসিফা
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : কাঠমল্লিকা

সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে

২০১৯ সালে আমি দাদা-দাদি, বাবা ও মায়ের সাথে জাপান গিয়েছিলাম ফুপির বাসায়। সেই গল্পটাই এখন বলব।

আমরা প্লেনে করে ঢাকা থেকে হংকং হয়ে টোকিও পৌঁছা ই ১০ ঘণ্টায়। টোকিও হলো জাপানের রাজধানী। অনেক বড়ো-ব্যস্ত শহর। আমরা ১৮ দিন ছিলাম জাপানে; ঘুরেছি বেশ কিছু শহরে; যেমন: টোকিও, তোচিগি, ইয়োকোহামা, নিক্কো।

জাপানে আমরা বেশকিছু জায়গায় ঘুরেছি। এর মধ্যে ছিল: ডিজনিল্যান্ড, সিপ্যারাডাইস, রোবটের মিউজিয়াম, মেট্রোরেল, সমুদ্রের নিচের রাস্তা, পাহাড়, ঝরনা এবং অনেক সুন্দর-সুন্দর ফুলের বাগান ও পার্ক।

ডিজনিল্যান্ড আমার সবচেয়ে প্রিয়। এর নাম টোকিও ডিজনিল্যান্ড। বেশ বড়ো। অনেকগুলো রাইড। সারাদিন লেগে গিয়েছিল ঘুরতে; কিন্তু ক্লান্ত হইনি। দেখা হয়েছিলো সবার সাথে: মিকি, মিনি, সিন্ডারেলা, পিটারপ্যান, উইনি দ্যা পু, ডোনাল্ড ডাক, ডেইসি, গুফি, আলাদিন ইত্যাদি। এদের দেখে আমার খুব অবাক লেগেছিল; ইচ্ছে করছিল ওখানেই থেকে যাই।

জাপানে যতদিন থেকেছিলাম অনেক ধরনের নতুন খাবার খেয়েছিলাম; যেমন: বিভিন্ন ধরনের সুশি, এক ধরনের জাপানি নুডুলস সোবা, তোফু, জাপানি মেলন এবং আরো অনেক তাজা ফল ও আমার ফুপির হাতের মজার রান্না।

জাপানে সবচেয়ে যেটা আমার ভালো লেগেছে তা হলো ওখানে বাসার আশেপাশেই অনেক সুন্দর-সুন্দর পার্ক; যেখানে সবুজ গাছপালা, বসার ও হাঁটার ব্যবস্থা আর বাচ্চাদের খেলার অনেক আয়োজন।

জাপান থেকে চলে আসার সময় আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আবার সুযোগ পেলে আমি আরেকবার জাপান যেতে চাই।

নামিরা আইরিন
শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : কনকচাঁপা

সাদা হাতির দেশ

ভ্রমণ | থাইল্যান্ড

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে মা-বাবার সাথে গিয়েছিলাম থাইল্যান্ড। বাবা বললেন, 'থাইল্যান্ডকে বলা হয় সাদা হাতির দেশ।' মোট দশ দিনের ভ্রমণ ছিল। বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসে শীত হলেও থাইল্যান্ডে ছিল তখন গরমকাল। ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু হলো থাই এয়ার ওয়েজে। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম বিমান-ভ্রমণ। থাইল্যান্ডের এয়ারপোর্ট সুবর্ণভূমিতে আমরা নামলাম। অনেক বড়ো বিমানবন্দর; কয়েক তলাবিশিষ্ট।

আমরা হোটেল 'অ্যাম্বাসেডর'-এ উঠলাম। হোটেলে সকালের খাবার ছিল বুফে। অনেক রকম খাবার। খেয়ে শেষ করা যায় না। সকালের নাস্তা খেয়ে আমরা বের হলাম। প্রথম দিন গিয়েছিলাম সাফারি ওয়ার্ল্ডে; দেখলাম ওরাং ওটাং শো, বার্ডস শো, ডলফিন শো। দুপুরে অনেক রকম খাবারের ব্যবস্থা ছিল। তারপর গেলাম টাইগার-জু-তে। বিভিন্ন জায়গায় পাথরের তৈরি বাঘ ছিল আর খাঁচায় ছিল আসল বাঘ।

সি-ওয়ার্ল্ডে গিয়ে দেখেছিলাম অনেক রকম এবং নানা রঙের মাছ; বড়ো বড়ো অ্যাকোরিয়ামে সাজানো। ঘোড়ামাছ দেখে অবাক হয়েছিলাম।

মাদাম তুশো মিউজিয়াম ছিল খুবই সুন্দর। সেখানে ছিলো প্রিন্সেস ডায়ানা, মহাত্মা গান্ধি, রানি এলিজাবেথ, বারাক ওবামা, শাহরুখ খান, মার্ক জাকারবার্গ, মোহাম্মদ আলী, মাহাথির মোহাম্মদ-সহ আরো অনেকের মোমের মূর্তি। দেখলে মনে হয় সত্যিকারের মানুষটা দাঁড়িয়ে আছেন।

রিভার-ক্রুজ ভ্রমণ হয় রাতের বেলা। বিরাট শিপে উঠলাম। আলোক সজ্জিত জাহাজ। চাও ফ্রা নদীতে চলল জাহাজ। নদীর দুই পাড় আলোকিত, ঝলমল করছিল। থাইল্যান্ডের রাজার রাজপ্রাসাদও দেখা যায় এই রিভার-ক্রুজ ভ্রমণে। ক্রুজে নাচ-গান ও ডিনারের ব্যবস্থা ছিল।

ব্যাংককের পাতায়া সি-বিচ খুব সুন্দর। সমুদ্রতীরের বালু একটু মোটা ও লালচে। পাতায়া ভিউ পয়েন্ট থেকে পুরো পাতায়া দেখা যায়। ব্যাংককের ডং মং এয়ারপোর্ট থেকে গিয়েছিলাম ফুকেট শহরে। পাতংলজ হোটেলে আমরা ছিলাম। পরের দিন গেলাম ফি ফি আইল্যান্ডে। খুব সুন্দর এই আইল্যান্ড। সারি সারি নারকেল গাছ। সুন্দর সি-বিচ। সমুদ্রের নীল জল। আমাদের প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের সাথে ফি ফি দ্বীপের অনেক মিল আছে। জাহাজে গিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এলাম ফুকেট।

ব্যাংককে আমরা মেট্রোরেলে চড়লাম। খুব ভালো লাগল। ঢাকায় ও মেট্রোরেলের কাজ চলছে। খুব মজা হবে মেট্রোরেল চালু হলে। আমরা ঢাকার মেট্রোরেলে চড়ব।

থাইল্যান্ডে অনেক সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়; যেমন– তরমুজ, পেঁপে, আম, আনারস। এখানকার ডাবের পানি ছিল খুব স্বাদের।

আমাদের ভ্রমণ শেষ হয়ে এল। আমরা সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

থাইল্যান্ডে ভ্রমণ খুব আনন্দদায়ক ছিল। সাদা হাতির দেশটিতে আবার যেতে চাই।

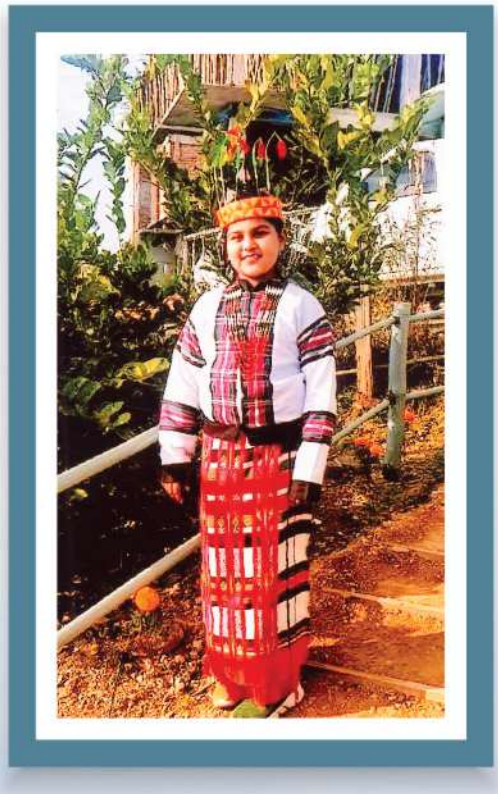

মেঘের রাজ্যে কয়েকদিন

মাহজাবীন ইসলাম ইন্সিতা
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : সুভদ্রা

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল রাঙ্গামাটিতে অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি সাজেক। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে শীতকালীন ছুটিতে যখন বাবা প্রস্তাব দিলেন, চলো এবার সাজেক ঘুরে আসি, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা। ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ রাতে আমরা সাজেকের উদ্দেশে রওনা হলাম। সকালে গিয়ে খাগড়াছড়ি পৌঁছলাম। খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের দূরত্ব ৭০ কি. মি.। যেতে যেতে রাস্তায় সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলাম। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা হলেও মজা পেলাম বেশ। যেতে-যেতে পৌঁছে গেলাম সাজেক ভ্যালি। অন্যরকম আনন্দ অনুভব করলাম। আমরা সেখানে লুসাইদের ঐতিহ্যবাহী গ্রামে উঠলাম। ঘরগুলো বাঁশের তৈরি। বিকালে ঘুরে বেড়ালাম হেলিপ্যাডে। সেখান থেকে যেদিকেই তাকাই শুধু পাহাড় আর মেঘ। সন্ধ্যায় **bamboo tea** পান করলাম। রাতে বাঁশের ঘরে ঘুমাতে একটু ভয়ই লাগছিল। ঘরগুলোর বেড়া কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। তবুও জলদি ঘুমিয়ে পড়লাম; কারণ খুব সকালে উঠে সূর্যোদয় দেখতে যেতে হবে। ভোরবেলায় ১৮০০-ফিট উচ্চতায় কংলাক পাহাড়ে গেলাম সূর্যোদয় দেখতে। পাহাড়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো পায়ে হেঁটে যাওয়া। এতে লাঠির প্রয়োজন। কংলাক পাহাড় থেকে সম্পূর্ণ সাজেক দেখা যায়। জায়গাটি সত্যি মনোরম। তারপর রুমে এসে সব গুছিয়ে সাজেককে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম। ফেরার পথে আলুটিলা গুহা ও হর্টিকালচার পার্ক ঘুরে রাতের বাসে খাগড়াছড়ি থেকে চিটাগাং পৌঁছলাম।

আজও মনের স্মৃতিপটে রয়ে গেছে মেঘের রাজ্য সাজেক।

সিঙ্গাপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

স্বরনী শ্রেষ্ঠা সাহা
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : সিনারিয়া

২০১৯ সালের ১২ই এপ্রিল। দিনটি আমার কাছ খুবই স্মরণীয়। হঠাৎ করে ৮ই এপ্রিল বাবা ঠিক করল আমরা ১২ই এপ্রিল সিঙ্গাপুর-ভ্রমণে যাচ্ছি। ১০ই এপ্রিল আমরা সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। এরপর ১২ই এপ্রিল রাত ১১টায় Malido Airlines-এ আমরা সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হই। মালয়েশিয়া হয়ে পরদিন দুপুর ২টায় (সিঙ্গাপুরের সময়-অনুযায়ী) আমরা সিঙ্গাপুর পৌঁছুই। সিঙ্গাপুরের একটি বৈশিষ্ট্য আমি হোটেলে যাওয়ার পথে লক্ষ করি; সেটি হলো সিঙ্গাপুরে প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। সিঙ্গাপুর দেশটি বিষুবরেখার উপর অবস্থিত। তাই দিন ও রাত প্রায় সমান। সময়ের এবং তাপমাত্রার পার্থক্য একই রকমের। ওখানকার মানুষজনেরা কোথাও যাওয়ার আগে আবহাওয়া বার্তা জেনে, ছাতা নিয়ে তারপরে বের হয়। সিঙ্গাপুর-দেশটি ভীষণ সাজানো ও গোছানো বলে আমার দেশটি বেশ পছন্দ হয়েছে।

আমরা Darlane-নামক একটি হোটেলে গিয়ে উঠি ও বিশ্রাম নিই। এরপর বিকাল ৫টায় আমরা Marina Bay-এর উদ্দেশে রওনা হই। Marina Bay একটি উপসাগর; যা সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত এবং ৪টি পরিকল্পিত এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর চারিদিকের পার্শ্ববর্তী এলাকাকেও Marina Bay বলা হয়। Marina Bay-তে অনেক-উঁচু একটি Tower রয়েছে; যাকে Marina Bay Sands বলা হয়। এছাড়াও ওখানে বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন কোম্পানির কার্যালয় রয়েছে। এর ছাদটা দেখতে অনেকটা লম্বা জাহাজের মতো। এছাড়াও সেখানে দেখার মতো অনেক নিদর্শন রয়েছে। সেই সন্ধ্যাটা ওখানে আমাকে স্বর্গীয় এক অনুভূতি এনে দেয়। ওখানে রাতে গানের তালে-তালে আলোর খেলাটা দেখার মতো একটা দৃশ্য; যা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এরপর আমরা একটি রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের খাবার খেয়ে আবার হোটেলে ফিরে আসি।

পরদিন, মানে ১৩ই এপ্রিল সকালবেলায় আমরা সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানা 'Singpore Zoo' দেখার জন্য বের হই। সেখানে ২,৫৩০ রকমের প্রাণী রয়েছে। আমরা দেখেছিলাম সাদা বাঘ (White Tiger), পান্ডা, জিরাফ, স্টিংরে, চিতাবাঘ, বিশাল কচ্ছপ, বানর, টুকান পাখি, ফ্লামিংগ এবং সিংহ। সেদিন সন্ধ্যায় ফেরার সময় আমরা মোস্তফা মার্ট থেকে অনেক কিছু কিনেছিলাম।

এরপর আমরা মোস্তফা মার্ট-এর পাশে একটি বাঙালি রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভাত খাই; যা আমাদের ভ্রমণের এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ আমরা ২দিন পর ভাত খেয়েছিলাম। বাঙালি-হিসেবে তখন আমাদের কাছে ভাত-মাছ এগুলো অমৃত লাগছিল। আসলে দেশের বাইরে গেলেই বোঝা যায়, দেশীয় খাবারের স্বাদ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা।

১৪ই এপ্রিল আমরা বের হই Universal Studios দেখার জন্য। সেখানে আমরা Disney Island, Jurrasic Park ও Madagascar ঘুরেছিলাম। সেখান থেকে আমি অনেক খেলনাও কিনেছিলাম। এরপর বিকাল ৩টার দিকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি এবং সন্ধ্যায় বের হই কিছু কেনাকাটা ও রাতের খাবার খাওয়ার জন্য।

১৫ই এপ্রিল আমরা দুপুর ১২টার দিকে আবার বের হই Sentosa Island-এ যাওয়ার জন্য। সেখানে আমরা Merlion in Sentosa Island ও Sentosa Island Beach ঘুরেছিলাম। Sentosa Island থেকে আমরা বিকাল ৪টায় হোটেলে ফিরি ও সন্ধ্যা ৬টার ফ্লাইটে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসি।

এটা ছিল আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা। এই ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। এ ভ্রমণ আমার স্মৃতির পাতায় 'সিঙ্গাপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা' নামে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বপ্নের মিশর

সুবাহ তাসনিম
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : পারিজাত

অবশেষে দীর্ঘ ১৪ ঘণ্টা পর আমাদের প্লেনটি থামল কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কায়রো বিমানবন্দর হলো কায়রোর প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং মিশরের ব্যস্ততম বিমানবন্দরের মধ্যে একটি। আমি অনেকদিন ধরেই মিশরে যাওয়ার কথা মনে ধরে রেখেছিলাম। আজ আমার সেই ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। আমি আমার ছোটো ভাই, ফুপি ও তার পরিবারের সকল সদস্য, আমার দাদু, আমার চাচ্চু ও তার পরিবারের সকল সদস্য আমরা বাংলাদেশ থেকে আর আমার ছোটো চাচ্চু ও তার পরিবার আমেরিকা থেকে মিশর-ভ্রমণে আসি। আমার বাবা অফিসের কিছু কাজে আটকা পড়ায় তিনি আর মা আসতে পারেননি।

বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে আমরা গাড়িতে করে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। 'এআরবিএনবির' মাধ্যমে একটি দোতলা বাসা ভাড়া নিলাম। বাড়িটি বেশ বড়ো। আর খুবই সুন্দর। এরই মধ্যে মিশর-সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। মিশরের সরকারি নাম 'আরব রিপাবলিক অফ মিশর'। দেশটির বেশিরভাগ অংশ আফ্রিকায় অবস্থিত। মিশরের দক্ষিণে সুদান, পশ্চিমে লিবিয়া, উত্তরে ভূমধ্যসাগর আর পূর্বে রয়েছে ইসরাইল ও লোহিত সাগর। দেশটির প্রধান নদী নীলনদ দেশটিকে দুটি অসমান অংশে ভাগ করেছে।

প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় দেশটির নাম ছিল 'কমেট' বা কালো মাটির দেশ। মিশর অত্যন্ত প্রাচীন ইতিহাসসমৃদ্ধ দেশ। ১০ লাখ ১০ হাজার ৪০৮ বর্গকিলোমিটারের এই দেশটিতে প্রায় সাড়ে নয় কোটি মানুষের বাস। আফ্রিকা মহাদেশের তৃতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জনবহুল দেশ এটি। দেশটির রাজধানী কায়রো। বৃহত্তর কায়রো-নগরী আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর শহর। আনুমানিক ২ কোটি জনসংখ্যা ও ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে কায়রো আফ্রিকার সবচেয়ে বড়ো শহর। মিশরের সরকারি ভাষা আরবি এবং দেশটির বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি একদমই জানে না। এছাড়াও আর্মেনীয় ভাষা, গ্রিক এবং নীল নদীয় ভাষা প্রচলিত।

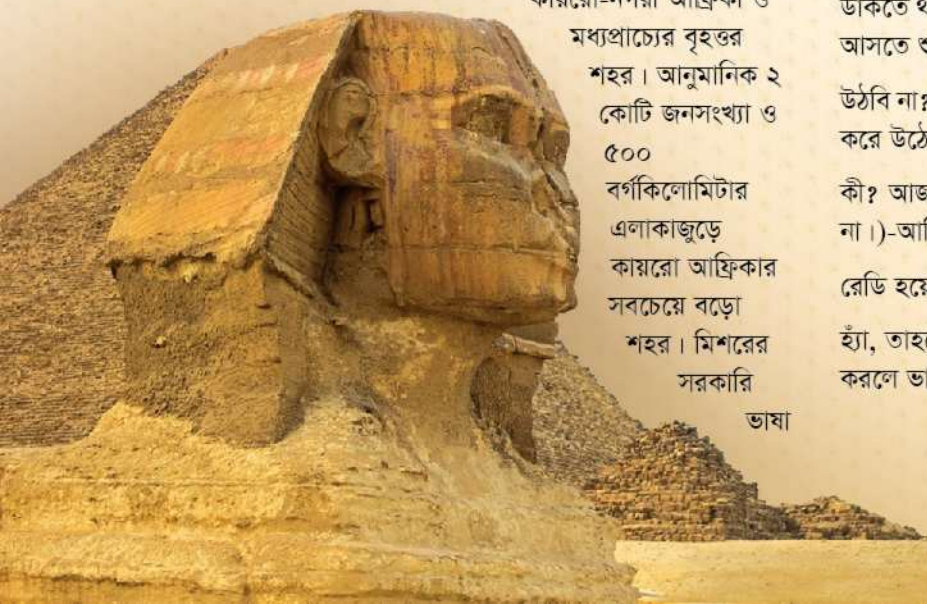

পরের দিন আমরা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি 'মিশরের পিরামিড' দেখতে যাই। মিশরে মোট ১৩৮টি পিরামিড আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে উঁচু পিরামিডটির নাম 'দি গ্রেট পিরামিড অফ গিজা'। চোখের সামনে এত বড়ো পিরামিড; আগে ছবিতেই দেখতাম কিন্তু আজ চোখের সামনে। পিরামিডগুলোর তাপমাত্রা সবসময়ই ২০০ সে.-এর উপরে থাকে।

পিরামিডের পরে গেলাম 'পিরামিড ও নীল নদের দেশের' নীল নদে। প্রাচীন নীলনদের তীরেই প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল। নীল নদের দৈর্ঘ্য ৬৬৯৫ কিলোমিটার।

নীল নদ শুধু মিশরের একার নদী নয়। যাওয়ার পথে এটি আফ্রিকার ১১টি দেশ পার করে। নীলনদের দুটি উপনদী রয়েছে একটি শ্বেত নীলনদ ও অন্যটি নীলাভ নীলনদ। এই দুটির মধ্যে শ্বেত নীলনদ দীর্ঘতম। নীলনদের পানির যে-দিকে চোখ যায় সবই নীল।

চারদিন মিশরে ছিলাম। এখানে অনেক জায়গা; যেমন: আলেকজান্দ্রিয়া যেটি মিশরের বৃহত্তম নগরী, স্ফিংস, কমকের মন্দির, ভ্যালি অফ দি কিংস ইত্যাদিতে যাই।

আজ পঞ্চম দিন। মিশর ভ্রমণের আজই শেষদিন। আজ রাত ৮টায় (যা বাংলাদেশি সময় রাত ১২টায়) ফ্লাইট। প্লেনটি তার যাত্রা শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হলো তুমুল ঝড়। অনেক ভয়ে সবাই হাহাকার করা শুরু করল। সকলে কান্নাকাটি করতে থাকে। আমার মনে হয় আজই আমার শেষ দিন। আমি আল্লাহ-তালার নাম ডাকতে থাকি। তখনই কোত্থেকে থেকে জানি চিৎকারের ডাক ভেসে আসতে শুনলাম, চোখ খুললাম!

উঠবি না? ক-টা বাজে দেখেছিস? স্কুলে যাবি, নাকি যাবি না? থরথর করে উঠে বসলাম। মায়ের দিকে তাকালাম।

কী? আজ স্কুল যাবি না? আর এত্ত চ্যাঁচামেচি কীসের? (না কিছু না।)-আমি তাহলে স্বপ্ন দেখেছি।

রেডি হয়ে নিচে আসেন ম্যাডাম। স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, তাহলে ওটা স্বপ্ন। শুরুটা ভালো হলেও শেষটা ভয়ংকর। মনে করলে ভাবি, বেঁচে থাকা কত আনন্দের। স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে।

মো. রেফাতুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

এ কেমন পুরস্কার

আমার এ-গল্পটি আমার ছাত্রীদের জন্য লেখা। গত উনিশ বছরে শহিদ আনোয়ার গার্লস কলেজে অনেককে অনেক পুরস্কার পেতে দেখেছি; দিতে দেখেছি। তবে এখানে বেশিসংখ্যক দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের বই; যা সবসময়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পৃথিবীতে অনেক ধরনের পুরস্কার রয়েছে, রয়েছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে বড়ো-বড়ো কৃতিত্বের জন্য রয়েছে বড়ো-বড়ো অনেক পুরস্কার। তেমনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কাজের স্বীকৃতির জন্য নামি-দামি পুরস্কার রয়েছে। বাংলাদেশের বড়ো পুরস্কারগুলো মধ্যে রয়েছে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'।

তেমনি পৃথিবীর বিখ্যাত পুরস্কারের মধ্যে আমরা জানি সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল-প্রবর্তিত নোবেল পুরস্কার, যাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-হিসেবেই ধরা হয়। সাহিত্য, শান্তি, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশ্বসেরা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এই পুরস্কার। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত নারী লেখক, বিজ্ঞানী এই পুরস্কার পেয়েছেন; যেমন: ভারতের মাদার তেরেসা, অস্ট্রিয়ার সুটনার, আমেরিকার জোন অ্যাডামস, এমিলি গ্রিন, মায়ানমারের অং সং সুচি, আয়ারল্যান্ডের বেটি উইলিয়ামস্ প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ। সাহিত্যে রুডইয়ার্ড কিপলিং পেয়েছিলেন ৪২-বছর বয়সে। আবার জার্মানির থিওডর মডেল পেয়েছিলেন ৮৬-বছর বয়সে। অবশ্য আমাদের বিশ্বকবি সময়মতোই অনেক টাকার এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন।

এরপর আমরা বলতে পারি, সাংবাদিকতায় আমেরিকার বিখ্যাত 'পুলিৎজার পুরস্কারে'র কথা। আবার, আমাদের কলেজ যে-বছর প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫৭) সেই বছর ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট-এর নামে হয় বিখ্যাত 'ম্যাগসেসে পুরস্কার'। আবার, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'বুকার পুরস্কারে'র কথাও আমরা জানি। তবে পৃথিবীর শান্তির সৈনিকদের বিখ্যাত পুরস্কার 'জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার' আমাদের জাতির পিতাও পেয়েছিলেন। আর তোমরা তো জানো 'প্রিন্স আগা খান পুরস্কার-এর মূল্যমান পাঁচলক্ষ ডলার। বিশাল আনন্দের না? চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অস্কার পুরস্কারে'র নাম তোমাদের অনেকেরই জানা। প্রতিবছর বেশ ঘটা করেই এ পুরস্কার প্রদান বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং জাতীয় পুরস্কারের নাম 'ভারতরত্ন পুরস্কার'। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ভারত সরকার এ-পুরস্কার দিয়ে থাকে।

বড়ো-বড়ো পুরস্কার পেয়ে যেমন মানুষের আনন্দের শেষ থাকে না, দেশের হয় অতি-উচ্চ সুনাম। তেমনই অনেক বড়ো কাজ করার পরে একেবারে নির্দয়ভাবে মৃত্যুদণ্ডও কারো-কারো পেতে হয়। ভাবছো এ-আবার কেমন কথা? আমার গল্পের নামটাই তো এমন। তবে শোনো: উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি, মহাকবি কালিদাস রাজার উৎসাহে এবং আদেশে বিরাট পুরস্কারের আশায় নিজের মনের মতো করেই লিখেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'শকুন্তলা'। এটা লিখে তিনি পুরস্কারের বদলে পেয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড এবং পালিয়ে কাঞ্চি-রাজ্যে গিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি লিখলেন পৃথিবীর অন্যতম

শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘদূত'। সুতরাং, সবাই পুরস্কার পায়-ও না। আবার লোভও করে না। আমরা জানি, পারস্যের বিখ্যাত কবি ফেরদৌসিও 'শাহনামা' লিখে পেয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড। সে মহাকাব্যে একটু-বেশি সত্য কথা লিখে তিনি সুলতান মাহমুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। অবশ্য রাজার প্রতিশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা (৬০ হাজার) তিনি পেয়েছিলেন; তবে তা তাঁর মৃত্যুর পরে। তার একমাত্র কন্যা সে-মূল্যবান পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সম্রাটকে। দুঃখে মহাকবি লিখেছিলেন, 'নিম গাছের গোড়ায় হাজার মন মধু ঢাললেও নিমফল তিতাই হয়'। অর্থাৎ সম্রাট সুলতান মাহমুদ ছিলেন সম্রাট আলোপ্তগিনের ক্রীতদাস। সে কী করে মহাকাব্যের মূল্য বুঝবে; যদিও তিনি ভাগ্যের জোরে গজনির সুলতান হয়েছিলেন। অবশ্য আমরা এটাও জানি, ভারতের বিখ্যাত সম্রাট মহেন্দ্র রায় তাঁর সভাকবির সুন্দর কবিতার জন্য নিজের গলার হীরার হার খুলে কবির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

আহা! একী, আমি আমার গল্পের আসল কথা ছেড়ে অন্য পথে চলে যাচ্ছি কেন? অবশ্য কলম চলা শুরু করলে যা হয় আর-কি! তবে গল্পের মূলকথাটি এবার বলি।

তোমরা যারা কুয়াকাটা গিয়েছ, কুয়াকাটার কাছেই মহিপুর-শহরে রাস্তার পাশেই একটা ভালো হাইস্কুল আছে। আমি ১৯৯৭ সাল থেকে এখানে আসার আগ পর্যন্ত পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম; তবে আমি নিয়মিত ক্লাস নিতাম ৮ম, ৯ম ও ১০ শ্রেণিতে।

তোমরা হয়তো অনেকেই জানো: শ্রেণিকক্ষে আমি শিক্ষার্থীদের মন ও মানসিকতাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। মনুষ্যত্বই আমাদের শিক্ষার আসল কথা- এটি আমি মনেপ্রাণে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর চেষ্টা করেছি- যেটা এখানেও করে থাকি। আমাদের অধ্যক্ষ-মহোদয়ের নির্দেশ যেমন শিক্ষার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে ছাত্রীদের, এটা শিক্ষকগণ দেখবেন। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি। ফলে অনেক শিক্ষার্থীই মানসিকভাবে আমাদের পাঠদানের কাছাকাছি এসে যায়। আর কর্মজীবনে রাজধানীতে থাকার যে-মানসিকতা মানুষের প্রথম জীবনে থাকে সেখান থেকেই আমার 'শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে' আসা। ভালোই ছিলাম কুয়াকাটার কাছাকাছি; তবে ঐ-যে মানসিকতার কথা বললাম, এখানে টেনে এনেছে। ভালোই হয়েছে। দেখলাম, শিখলাম অনেক কিছু।

আমি ওখানে থাকতে নবম, দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন, জগৎ, সাহিত্য, মনীষা প্রভৃতি সম্পর্কে আমার সাধ্যমতো শেখাবার চেষ্টা করেছি। তবে একটা বিষয় অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মানুষের জীবন, প্রকৃত শিক্ষা, মনুষ্যত্ব ভালো বই পড়ার উপকারিতা এসব বিষয়ে জানার আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। বেশ কয়েকজন মেয়েকেই আমি সবটুকু শিখাতে চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি। তাদের মধ্যে একজনের কথা না-বললেই নয়। তার শেখার-জানার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, পাঠ্যবইয়ের বাইরেই বেশি শেখার প্রবণতা ছিল তার। আমি স্কুল-কোয়ার্টারে থাকতাম। মাঝে-মাঝেই হুট করে দুই-একজন বান্ধবীকে নিয়ে চলে আসত আমার কাছে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে এবং ভালো-ভালো বই নিয়ে যেত পড়ার জন্য। বইপড়ার মতো একটা বাতিক-যে আমার ছিল, সেটা সে ভালোভাবেই জানতো। ১৯৯৮ সালে তাকে আমি নবম শ্রেণিতে পেয়েছিলাম। নাম নাসিমা রহমান সুমি। বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। নাম খলিলুর রহমান; ঐ সময় তাঁর সাংসারিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে মহিপুর বাজারে হোমিওপ্যাথির ডাক্তারি করতেন। কোনোভাবে সংসার চালালেও মেয়ের প্রতি তাঁর যত্নের কমতি ছিল না। একমাত্র মেয়ে। আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর তিনি বোধ হয় ভরসা পেয়েছিলেন তাঁর মেয়ের শিক্ষার সাফল্যের ব্যাপারে।

তার প্রবল আগ্রহের কারণে দশম শ্রেণিতে থাকতেই তাকে শিখিয়েছিলাম অনেক বিষয়। আমার ছোট্ট একটা লাইব্রেরি থাকায় আমি সে সফলতা পেয়েছিলাম। ইংরেজি সাহিত্যের বেশ কিছু ভালো বই পড়াবার সাথে-সাথে তাকে বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কায়কোবাদ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া, জসীমউদ্‌দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, জীবনানন্দ দাশ, সৈয়দ মুজতবা আলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান প্রভৃতি বরেণ্য লেখক-কবিদের ভালো লেখাগুলো প্রায় সবই পড়িয়েছি; বাদ যায়নি ইংরেজি সাহিত্যের Tales from Shakespeare, Tempest, Uncle Tom's cabin, Vanity Fair, Rime of the Ancient Mariner, Rip Van Winkle, Sons and Lovers-এর মতো ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত-সব বই।

স্কুল ছেড়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে 'কলাপাড়া কলেজ' থেকেই ২০০১ সালে সুমি উচ্চমাধ্যমিক-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করল। তার কলেজ-জীবনের দুই বছরও আমার সাথে তার যোগাযোগ ছিল; কারণ সে মহিপুর থেকে কুড়ি কিলোমিটার পথ বাসে ভ্রমণ করেই কলেজে ক্লাস করেছে দুই বছর; কিন্তু এইচএসসি পাশ করার পরই সুমির জীবনে নেমে এলো এক অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তা। বাবা খলিলুর রহমান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন মুক্তিযোদ্ধা-ভাতা ছিল না। তবে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ছিল। রহমান সাহেবের সংসার আর চলে না। সুমির প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার উচ্চশিক্ষার পথ প্রায় বন্ধ। কে নেবে তার লেখাপড়ার খরচের ভার। সুমির জীবন যখন এমনই এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে, তখন হঠাৎ একদিন ঘটল এক কাকতালীয় ঘটনা। এক ঝড়ের দিনে 'পটুয়াখালী সরকারি কলেজে'র প্রভাষকবৃন্দ কুয়াকাটায় গেলেন আনন্দ-ভ্রমণে। সেদিন ছিলো আবহাওয়ার 'চার' নম্বর বিপদ-সংকেত। প্রবল বাতাসের কারণে শিববাড়িয়া নদীর ফেরিটা কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল। তাই প্রভাষকবৃন্দ গাড়ি থামিয়ে আমার অনুমতিক্রমে আমার স্কুলের শিক্ষক-কমনরুমে তারা ৩০/৩৫জন প্রভাষক বিশ্রাম নিতে থাকলেন।

একপর্যায়ে আমার সাথে পরিচয় হলো সদ্য সরকারি কলেজে

যোগদান-করা প্রভাষক তৌহিদুজ্জামান নয়নের সাথে। মাত্র চাকুরিতে ঢুকেছেন। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। মা গৃহিণী। তবে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাঁরা তাঁদের ছেলেকে বিয়ে দিয়ে নির্ভার হতে চাচ্ছেন। পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। তবে শিক্ষিত মার্জিত বাবা-মায়ের বেলায় যা হয়– তাঁরা একটি ভালো, শিক্ষিত পাত্রীর সন্ধানে ব্যাকুল। সহজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠিক তখনই তৌহিদুজ্জামান নয়ন আমার কাছে সুমির বিস্তারিত বর্ণনা শুনলেন। মনে-মনে কী ভেবেছিলেন জানি না। তবে বোধ হয় বাবা-মাকে ভালোভাবে তাঁর আগ্রহের কথা বুঝাতে পেরেছিলেন। বাবা-মা ছেলেকে বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসতেন। তাঁরা তাঁর কথায় রাজি হয়ে একদিন ডা. খলিলুর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধার বাসায় হাজির হলেন। নানা কথার পরে তারা আসল কথা বললেন; কিন্তু বাধ সাধল সুমি। সে কিছুতেই এখন বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না। সে লেখাপড়া করবে; কিন্তু খলিলুর রহমান তার অসামর্থ্যের কথা মেয়েকে বোঝালেন। সুমি কাঁদল অঝোর ধারায়। এত কষ্ট করে এতদূর এসে তার স্বপ্ন ভেঙে যাবে? কিন্তু নিয়তির কাছে সকলকে হার মানতে হয় এ কথা সে অনেক পড়াশোনা করে বুঝতে পেরে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। নয়নের বাবা-মা-ও একটু অভিনয় করে বলেছিল, 'আর পড়তে হবে না। এখন সংসারধর্ম করো। আমাদের মেয়ে নেই, সংসার দেখার কেউ নেই, আর লেখাপড়া করে কী হবে'। এরপর পাকা কথা, দিন-তারিখ ঠিক করে নয়নের বাবা-মা পটুয়াখালীতে চলে এলেন; তবে আসার সময় ছলনা করে, অবিশ্বাস করার ভান করে সুমির মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণের কাগজপত্র সুমির ছবির সাথে করে নিয়ে এলেন। বিষয়টা প্রথমে সুমির পরিবারের কেউই বুঝতে পারেনি আসল রহস্যটা কী ছিল এর পেছনে। তাকে আর পড়তে দেবে না বলে এসব কাগজপত্র জব্দ করা?

অতঃপর ২০০২ সালের মার্চ মাসে সামান্য আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা সুমির বিয়ে দিলেন দরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধা, হোমিওপ্যাথির ডাক্তার মো. খলিলুর রহমান।

বিয়ের দশ দিন পরই সুমি পটুয়াখালীতে তার শ্বশুরালয়ে গিয়ে উঠল। সব ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ি মায়ের সংসারের হাল তাকে শক্ত হাতে ধরতে হবে; কিন্তু এই দশ দিনে-যে সুমির জীবনে এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেছে সুমি তা জানতেই পারে নাই। তার শ্বশুর তার লেখাপড়ার সমস্ত কাগজপত্র বিনা কারণে নিয়ে যান নাই– তাকে আটকানোর জন্য নয়। একটু পরেই বলছি: পটুয়াখালীর সবুজবাগে নয়নদের নিজস্ব বাড়িতে উঠতে হয়েছে সুমিকে। ভালো দোতলা ছিমছাম বাড়ি; গাছপালায় ভরপুর। দোতলায় বিরাট একটা কক্ষ সুমির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সুমি যখন প্রথম বাড়িতে গিয়ে উঠল, তখন তার উচ্চশিক্ষিত বৃদ্ধ শ্বশুর নিজে এসে তার বউমা-র হাতে তার কক্ষের চাবি ধরিয়ে দিলেন; বললেন, 'ঐটা তোমার ঘর।' সুমি একটু অবাক! আমার ঘর এভাবে আলাদা কেন? কক্ষের নাম দেওয়া হয়েছে 'অনামিকা'। দুরুদুরু বক্ষে সুমি ধীরে ধীরে কক্ষের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে তো অবাক। একটা কক্ষে বাস করার মতো সবই সেখানে ছিলো; কিন্তু অবাক করেছে তাকে: সাজানো সুন্দর এবং বিভিন্ন ইংরেজি সাহিত্যের বইয়ে ঠাসা একটা মস্ত-বড়ো টেবিল। টেবিলের সামনে আরো কাছে গিয়ে সে আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। বিয়ের যে-দশ দিন পর সে এ-বাড়িতে এসেছে ঐ দশ দিনে তার শ্বশুর-স্বামী মিলে তাকে যে শাস্তি দিয়েছে মানুষ সে-শাস্তিকে মহাপুরস্কার ভাবলেও কম ভাবা হয়। সুমি ঐ মস্ত টেবিলে খুঁজে পেল 'পটুয়াখালী সরকারি কলেজে' ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সে তার ভর্তির সমস্ত কাগজপত্র। তাকে সাহিত্যে ভর্তি করা হয়েছে; তা-ও আবার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে। তাকে ভর্তিপরীক্ষা দিতে হয়নি; কারণ তার দুটি পরীক্ষার ফলাফল এবং বাবার মুক্তিযোদ্ধার নির্দিষ্ট কোটা। এসব দেখে সুমি কান্নায় ভেঙে পড়ে। মানুষ কী করে এত সহজে এত বড়ো পুরস্কার লাভ করে? ভাগ্যদেবতা কেন তার প্রতি এত সুপ্রসন্ন হলেন। এটা কেমন পুরস্কার?

সুমি বর্তমানে একটা কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক। ইংরেজি সাহিত্যের সমস্ত উপকরণ আজ তাঁকে পরিপূর্ণ পুরস্কার দিয়েছে। সমাজের সত্যিকার শিক্ষিত মানুষরাই এমন পুরস্কার অন্যজনকে দিতে পারে।

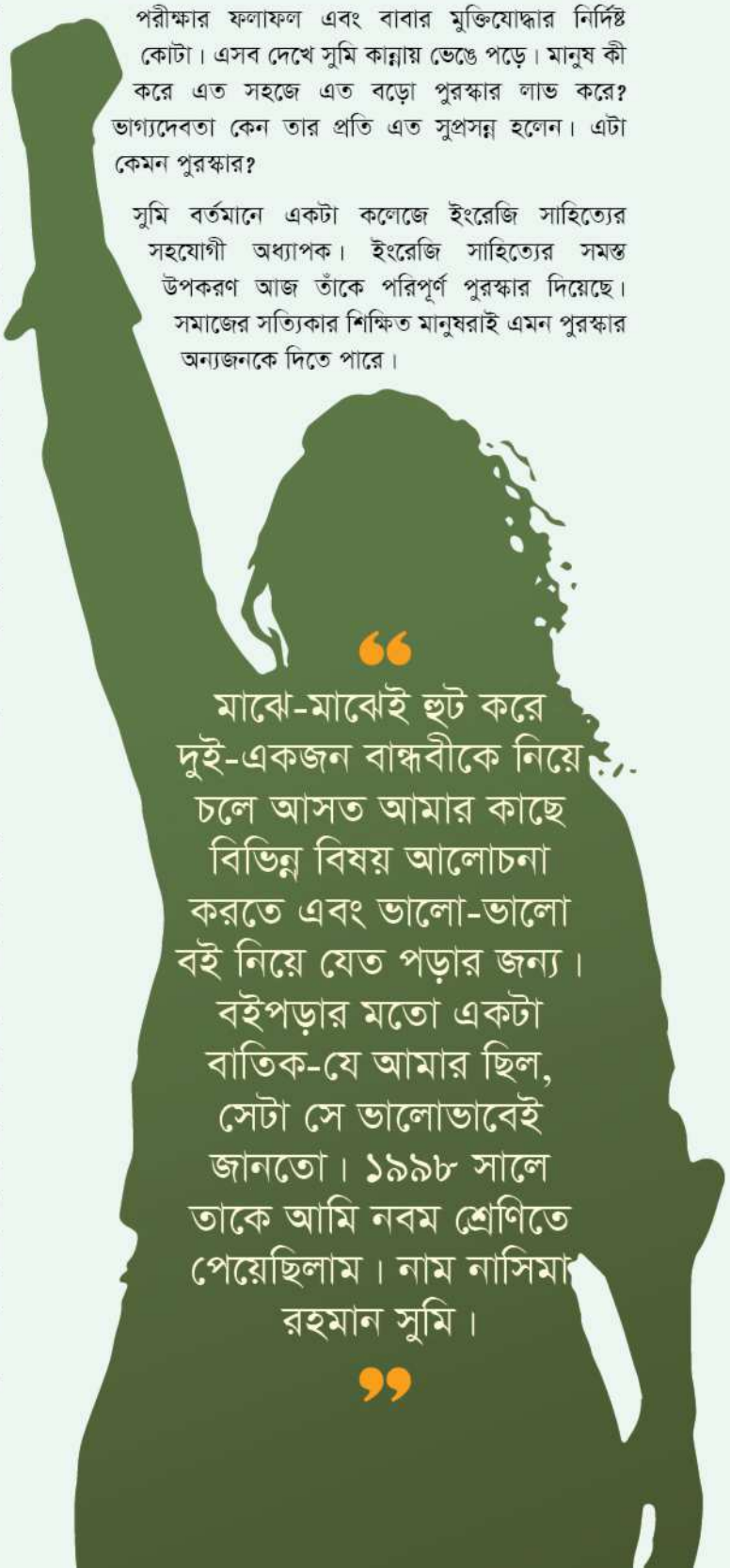

মো. মোস্তাকিম হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক

দাদু ভাইু

আমি মানসুর। বাবার সাথে গ্রামে যাচ্ছি। হঠাৎ বাবার গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাড়িতে যেতে হবে; ভাবলাম, বাবার সাথে আমিও ঘুরে আসি। যাওয়ার পথে বাবা বলছিলেন, আমরা যখন গ্রামে ছিলাম তখন এত সুন্দর পিচ-করা রাস্তা, দুই ধারে ল্যাম্পোস্ট, সারি-সারি সাজানো গাছ ছিল না। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হত পায়ে হেঁটে। মাটির রাস্তা, সন্ধ্যা হলে চারপাশে নীরবতা। আর এখন বাড়ির গেটে চার-চাকার গাড়ি অনায়াসে চলে আসে। গ্রামগুলোতেও শহরের জীবন প্রবেশ করেছে।

বাবার কাছে গল্প শুনতে-শুনতে চলে এলাম দাদুর বাড়ির গেটে। ড্রাইভারের হর্ন বাজানোর শব্দে দাদু বের হয়ে এলেন। বাবা আমাকে দাদুর সাথে রেখেই ড্রাইভারকে নিয়ে ছুটলেন জেলা সদরের দিকে; যাওয়ার পথে বলে গেলেন, কাজগুলো দ্রুত শেষ করেই ফিরে এসে একসাথে রাতের খাবার খাবেন।

দাদুভাই আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। দাদু দোতলা ছোটো বাড়িটার ২য় তলায় থাকেন। নীচতলায় দাদু আর আমি সোফায় বসলাম। হাত-মুখ ধুয়ে হালকা নাস্তাও করে নিলাম।

দাদু এরই মধ্যে আমার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ভালো ফলাফল নিয়ে ৭ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ায় খুবই খুশি। দাদুর দেখাশোনা করার জন্য সবসময় দুইজন লোক এ-বাড়িতেই থাকে: রান্না করা, বাড়ির দেখাশোনা করা। সময়মতো দাদুর সাথে প্রার্থনার জন্য সকলেই যখন রাস্তা দিয়ে বের হন, তখন সবাই খোঁজখবর নেন। দাদুকে কতবার শহরে ফ্ল্যাটে থাকার অনুরোধ করেছি; কিন্তু দাদু বন্দি জীবনের সাথে তুলনা করে এখানেই গ্রামের মানুষের সাথে থেকে আনন্দ পান।

হালকা নাস্তা সেরে দাদু আমাকে ছোটো বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে নিয়ে গেলেন। হেঁটে হেঁটে গল্প করে পুকুরপাড় হয়ে অনেক গল্প করে আর দুপুরের খাওয়া, প্রার্থনা করে কাটাই। আসরের নামাযের মুহূর্তে দাদু এসে আমাকে ডেকে দিলেন। আমি বুঝলাম, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিকেলে মসজিদের আশেপাশে পরিচিত অনেকের সাথে দাদু আলাপ করিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ কালো হয়ে মেঘ গর্জন করতে লাগল। এশার নামাজের পরেও বাবা ফিরলেন না। এর মধ্যে লোডশেডিং-এর জন্য চারপাশ অন্ধকারে ডুবে গেল। দাদুভাই অনেক চেষ্টা করেও বাবার সাথে যখন যোগাযোগ করতে পারলেন না তখন আমাকে বললেন, চলো রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি। চারপাশে অন্ধকার, আর বিদ্যুৎ না-থাকলেও শহরের মতো এখন মসজিদে, কিছু বাড়িতে আইপিএস-এর জন্য একঘেয়ে মনে হয় না।

চারপাশে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জানালা দিয়ে তাকালে চারপাশ দেখা যাচ্ছে; ঘুটঘুটে অন্ধকারে বিকট আওয়াজে মেঘ গর্জন করছে। বিজলি চমকাচ্ছে। বিরাট শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে। কিছুটা ভয়-ভয়ও লাগছে। বাবাও কোনো খবর দিলেন না। মোবাইলের সুইচটাও অফ।

দাদুভাই তখন বললেন, বুঝলে দাদু, ১৯৭১ এর মার্চ মাসের শেষের দিনগুলো যখন শুরু হলো, বিশেষ করে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত; হঠাৎ কী হলো বুঝতে পারিনি আমরা। শহর থেকে গ্রাম সবদিকেই তখন আতঙ্ক। আমি তখন শহরে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে পড়াশোনা-শেষে মাত্র চাকুরিতে প্রবেশ করেছি। সেদিন বাসায় ফিরেছিলাম বিকেলেই। রাতে শহরের অলি-গলিতে পাকবাহিনির ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগানগুলো নিয়ে সারা রাত তাণ্ডব চালাল। থম-থমে সে রাতে ওরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আর শহর থেকে গ্রাম। সব জায়গায় সারারাত প্রতিটি ঘরে ঘরে,

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বাঙালিদের হত্যা করা শুরু করল। যুবক ও পুরুষদের গুলি করে মারল। সারারাত গুলির শব্দ, কামানের বিকট আওয়াজ, ওদের পায়ের শব্দ, আর দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজের আতঙ্কে সবাই দিশেহারা।

দাদু একটু থামে। দাদু যেন কাঁপছে। হঠাৎ কাছেই কী যেন ভেঙে পড়ল। আশেপাশে কান্না আর চ্যাঁচানোর শব্দও পেলাম। ঘড়িতে দেখি রাত ১টা ছুঁই-ছুঁই। নীচতলা থেকে একজন এসে বলল, সাহেব, পুকুরের পাশের রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা বড়ো গাছ ভেঙে পাশের বাড়ির উঠানে পড়ছে। ওরা ভয়ে চ্যাঁচামেচি করছে।

দাদু কিছু বললেন না; আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে রাতটা ছিল আরো ভয়ঙ্কর। রক্তের দাগ ছিল রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের দরজা ও সিঁড়িতে। বঙ্গবন্ধু আগেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ফেলেছেন ততক্ষণে। আমরা মহল্লার কিছু যুবক আর অন্য মহল্লার সাহসীদের নিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য একত্রিত হই। সে রাত যেন শেষ হচ্ছিল না; কিন্তু এমন গণহত্যা খুব কম জাতিই পৃথিবীতে দেখেছে।

দাদু কিছুটা উত্তেজিত। এমন সময় নীচতলায় শব্দ হলো। খবর দিয়ে গেল, আশেপাশের কয়েকটা বাড়ি থেকে কিছু মহিলা, শিশু নীচতলায় আশ্রয় নিয়েছে। যেভাবে গাছপালা ভাঙছে, তারা ভীত।

দাদু তাদের দেখাশোনা করতে বলেন। দাদু আমার দিকে তাকান, দাদু! ভয় করছে? ভয় নেই। বাঙালি সততা ও সাহসিকতার সাথে যতদিন চলবে, ততদিন কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। সে রাতে এমন ঝড়ের মতোই, না তার থেকে অনেক বেশি গতিতে, হানাদাররা আমার দেশে মা, শিশু আর যুবকদের হত্যা করেছিল। এরপর এমন অনেক রাত আমরা ওদের প্রতিরোধ করেছি।

এমন সময় বাইরের বৃষ্টির গর্জনও থেমে যায়। আকাশে বৃষ্টির বেগও কমেছে। মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছে। দাদু আমাকে নিয়ে তার ছাতা নিয়ে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে যখন বের হলেন, চারপাশে মনে হচ্ছে সারারাতের ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে। গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে আছে। পুরুষরা ইতোমধ্যেই নেমে পড়ছে। এগুলো সরিয়ে ফেলতে। দাদু তাদের আশ্বস্ত করছেন। আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। আলোয় ভরে উঠছে চারপাশ।

দাদু আমার কাঁধে হাত দেন; বলতে থাকেন, হানাদাররা তাণ্ডব চালিয়েছিল, মানুষ হয়েছিল আশ্রয়হীন, ক্ষুধার্ত। দরিদ্রতা, পরাধীনতার ভয় আমাদের চিন্তিত করেছিল। কিন্তু আমরাও ৯ মাসের প্রতিটা কঠিন রাতকে জয় করেছিলাম।

আমি দাদুর চোখে-মুখে তৃপ্তির হাসি দেখতে পাই। সকালে বাবা ফিরে আসেন। রাতে এক বন্ধুর বাসায় ছিলেন। নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য যোগাযোগ করতে পারেননি। আমরা অনেকটা সময় একসাথে কাটালাম। ফেরার সময় গাড়িতে উঠি তখন দাদু আমাকে বলেন, দাদু! সেদিন অনেকেই তোমার বাবার মতো সারারাত আর ৯ মাস ধরে প্রতিরাতে নিখোঁজ ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আর ফিরে আসেননি। তাদের দেশ, তাদেরকে বুকের মাটি চিরে চিরতরে ঠাঁই দিয়েছিল।

আমি অপলক ভাঙা গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমাদের গাড়িটা ছুটে চলে। একসময় ভাঙা গাছটার সাথে-সাথে দাদুকেও আর দেখতে পাই না। শুধু দাদুর শেষ কথা শুনতে পাই, 'দেশের বুকের মাটি চিরতরে তাদের ঠাঁই দিয়েছিল বুকে!'

“ফেরার সময় গাড়িতে উঠি তখন দাদু আমাকে বলেন, দাদু! সেদিন অনেকেই তোমার বাবার মতো সারারাত আর ৯ মাস ধরে প্রতিদিন রাত নিখোঁজ ছিলেন।”

রেজাউল করিম
প্রভাষক (আইসিটি)

'ক্যালেন্ডার' শব্দটি শোনার সাথে-সাথেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে দেয়ালে-ঝোলানো ছবি, বছর, মাস ও দিনের তথ্যসংবলিত কিছু কাগজের পাতা। বর্তমানে এটি শুধু দেয়ালেই ঝুলে থাকে না; এখন এটাকে আমরা হাতে নিয়ে ঘুরছি। ডেস্ক ক্যালেন্ডার, পকেট ক্যালেন্ডার, ডিস্ক ক্যালেন্ডার, মোবাইল অ্যাপ ইত্যাদি বহুরূপে পরিবর্তিত হতে-হতে ক্যালেন্ডার আমাদের টেবিল, মানিব্যাগ, চাবির রিং, ঘড়ি ইত্যাদি পার হয়ে এখন হাতে থাকা মোবাইলে এসে ঢুকেছে। ক্যালেন্ডার ছাড়া আমাদের জীবন অচল। একটি দিনের জন্য ক্যালেন্ডার বাদ দিলে আমাদের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, জরুরিসেবা, হাসপাতাল সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। কোত্থেকে এল এই ক্যালেন্ডার?

'ক্যালেন্ডার (Calendar)' একটি ইংরেজি শব্দ, যা ফ্রেঞ্চ শব্দ calendier, ল্যাটিন শব্দ kalendae ও kalendarium থেকে এসেছে যার অর্থ account book। বর্তমানে ক্যালেন্ডার বলতে আমরা একটি চার্টকে বুঝি যা একটি নির্দিষ্ট বছরের দিন, সপ্তাহ, মাস এবং ঋতুসংক্রান্ত তথ্য দেয়। ঠিক কবে থেকে কে বা কারা এই ক্যালেন্ডার চালু করেছে তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া মুশকিল। ঐতিহাসিকদের মতে সুমেরিয়ানরা (৩১০০ খ্রি.পূর্ব) ব্রোঞ্জ যুগে মেসোপটেমিয়ায় সর্বপ্রথম ক্যালেন্ডারের প্রচলন করে। নিচের টাইমস্কেল থেকে ধারণা করা যাবে ক্যালেন্ডার কতটা প্রাচীন।

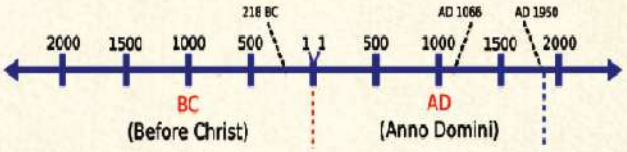

এছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন ধরনের ক্যালেন্ডারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: মিশরীয় ক্যালেন্ডার (২৫১০ খ্রি.পূর্ব), হিন্দু (পঞ্চাঙ্গম) ক্যালেন্ডার (১০০০ খ্রি.পূর্ব), রোমান ক্যালেন্ডার (৭৩৮ খ্রি.পূর্ব), মায়ান ক্যালেন্ডার (৫০০ খ্রি.পূর্ব), ব্যাবিলনিয়ান ক্যালেন্ডার (৪৯৯ খ্রি.পূর্ব), এথেনিয়ান ক্যালেন্ডার (৪০০ খ্রি.পূর্ব), হিব্রু ক্যালেন্ডার (৭০খ্রি.পূর্ব), জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (৪৬ খ্রি.পূর্ব), পার্সিয়ান ক্যালেন্ডার (AD ১০০০) ইত্যাদি। এসকল ক্যালেন্ডার মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হতো।

সুমেরিয়ান ক্যালেন্ডার

এথেনিয়ান ক্যালেন্ডার

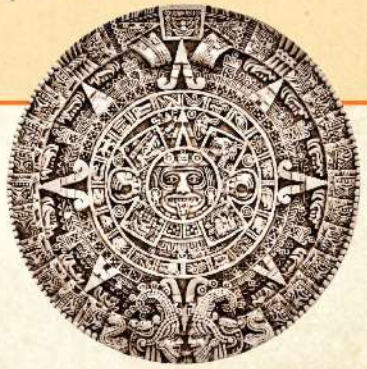

মায়ান ক্যালেন্ডার

বর্তমান বিশ্বে আমরা যেসব ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছি সেগুলো ওই প্রাচীন ক্যালেন্ডারসমূহের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এসেছে। দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনায় সকল ধরনের কাজেই ক্যালেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীন ক্যালেন্ডারগুলো ছিলো মেগালিথিক পাথরে খোদাই করা অথবা কাদামাটির ট্যাবলেটে লেখা। এগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত না; ধর্মীয় পুরোহিত ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকরাই ব্যবহার করত। বর্তমানে আমরা যে কাগজে তৈরি দেয়াল-ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তা মূলত কোকাকোলা কোম্পানির হাত ধরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর ১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে কোকাকোলা কোম্পানি তার নতুন পণ্যের প্রচারণা শুরু করে। এরপর ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে পণ্যপ্রচারণার এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে চলেছে আজও যুগ যুগ ধরে।

এথেনিয়ান ক্যালেন্ডার ◀

বর্তমানে আমরা যেসব ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছি সেগুলোর ধরন সব এক নয়। বর্তমান বিশ্বে তিন ধরনের ক্যালেন্ডার প্রচলিত আছে:

- লুনার ক্যালেন্ডার (যেমন : হিজরি ক্যালেন্ডার)
- সোলার ক্যালেন্ডার (যেমন : গ্রেগোরিয়ান/ইংরেজি ক্যালেন্ডার)
- সেলেস্টিয়াল ক্যালেন্ডার (যেমন : জ্যোতিষ ক্যালেন্ডার)

প্রচলিত ক্যালেন্ডারে আমরা-যে মাস, সপ্তাহ ও বার দেখতে পাই তা প্রাচীনকালে এমন ছিল না। প্রাচীন ক্যালেন্ডারগুলোতে কখনো ৩৫৪, ৩৬০ ও ৩৬৫ দিনে বছর গুনতে দেখা গিয়েছে, মাসের সংখ্যা ছিলো বছরে ১০ থেকে ১২টি, সপ্তাহগুলো ছিলো ৫ থেকে ১৩ দিন লম্বা; সপ্তাহের শুরু কোন্ বার দিয়ে হবে তা নিয়েও ছিলো বিস্তর পার্থক্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে এখন আমরা দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর গণনা আরো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে করতে পারছি। বর্তমানে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার সারা বিশ্বে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি ৪০টিরও বেশি অন্যান্য ক্যালেন্ডার রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি স্থানীয় কৃষি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন করেছিলেন ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি-XIII সঠিক দিনে ইস্টার-উদ্‌যাপন করার মানসে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, গ্রিস, মিশর এবং রোম-ক্যালেন্ডার এই ক্যালেন্ডার তৈরিতে অবদান রেখেছে। এটা অন্যান্য ক্যালেন্ডারের তুলনায় গণনায় সূক্ষ্ম। তবে এতে লিপ-ইয়ার সমন্বয়ের পরও প্রতি ৪৯০৯ বছরে ১ দিন বৃদ্ধি পায়।

লুনার ক্যালেন্ডার

লুনার বা চন্দ্র-ক্যালেন্ডারে চাঁদের পর্যায়গুলির মাসিক চক্র ব্যবহার করে সময় হিসেব করে। এতে এক অমাবস্যা/পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা/পূর্ণিমার মধ্যে সময় পরিমাপ করে মাস গণনা করা হয়। এভাবে ১২টি মাস গণনা করে বছর সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে চাঁদের প্রয়োজন হয় ২৯.৫৩ দিন। অর্থাৎ চান্দ্র মাস ২৯.৫৩ দিনের হয়। তাই লুনার বছর সম্পন্ন হয় ৩৫৪ দিনে। ফলে প্রতি তিন বছর পর-পর সময়-সমন্বয়ের জন্য ক্যালেন্ডারে এক মাস যুক্ত করতে হয়। একে Leap-month বলে। ইহুদিদের ব্যবহৃত হিব্রু-ক্যালেন্ডার একটি লুনার ক্যালেন্ডার। এতে ১৯ বছরে ৭ বার Leap-month যুক্ত করা হয়। তারা ১৯ বছরের চক্রে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১১শ, ১৪শ, ১৭শ ও ১৯শ বছরে একটি মাস যুক্ত করে। এছাড়া মুসলিমদের ব্যবহৃত আরবি-হিজরি ক্যালেন্ডারও লুনার ক্যালেন্ডার।

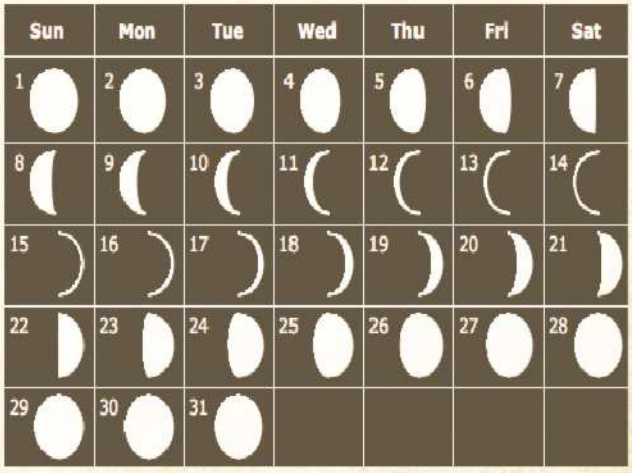

▼ লুনার ক্যালেন্ডার

সোলার ক্যালেন্ডার

সোলার ক্যালেন্ডার

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরতে যে-সময় লাগে অর্থাৎ বার্ষিক গতির উপর ভিত্তি করে সোলার বা সৌর ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। এটি পৃথিবীর ভার্নাল ইকুইনোক্স পজিশন পরিমাপ করে বছরকে ১২টি মাসে বিভক্ত করেছে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ১৬ সেকেন্ড। কিন্তু সৌর বা সোলার বছর গণনা করা হয় ৩৬৫ দিনে। তাই সোলার ক্যালেন্ডারে মোটামুটি প্রতি ৪ বছর পর-পর ১দিন (Leap Day) যুক্ত করা হয়। একে লিপ-ইয়ার বলে। বর্তমানে আমরা যে-ইংরেজি ক্যালেন্ডার (গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার) ব্যবহার করি তা একটি সোলার ক্যালেন্ডার। সৌরদিন হিসেব করা হয় আহ্নিক গতির উপর ভিত্তি করে এবং মাসগুলো সাধারণত ৩০ অথবা ৩১ দিনের হয়।

সেলেস্টিয়াল ক্যালেন্ডার

সেলেস্টিয়াল ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে আকাশে বিশেষ-কিছু গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থান, পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও অক্ষের স্পাইরাল ঘূর্ণনের উপর ভিত্তি করে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্র আকাশে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যক্ষকৃত এ-সকল গ্রহ ও নক্ষত্র নিয়ে পৃথিবীর অরবিট ঘিরে একটি নক্ষত্র-বেল্ট কল্পনা করা হয়েছে। এটিকে ১২টি ভাগে ভাগ করে সৌরবছর-অনুসারে গণনা করা হয়। পৃথিবীর অক্ষের একটি স্পাইরাল ঘূর্ণন সম্পন্ন হতে সময় লাগে ২৬০০০ বছর; অর্থাৎ ২৬০০০ বছর পর বিশেষ নক্ষত্ররাজি বর্তমানে যে-অবস্থানে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে সেই অবস্থানে দেখা যাবে। তাই একটি সেলেস্টিয়াল বর্ষ সম্পন্ন হতে সময় লাগবে সৌর বছরের ২৬০০০ বছর। তাই সৌরবছরের সাথে সমন্বয় করেই তা হিসেব করা হয়। প্রতি ৬ বছর পর পর একটি লিপ-সপ্তাহ (Leap-Week) এবং ৭৮ বছর পর-পর একটি অতিরিক্ত লিপ সপ্তাহ যুক্ত করা হয়। আবার প্রতি ১৫০,০০০ বছরে ১ দিন যুক্ত করা হয়। বর্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিফল গণনায় এ-ধরনের ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়।

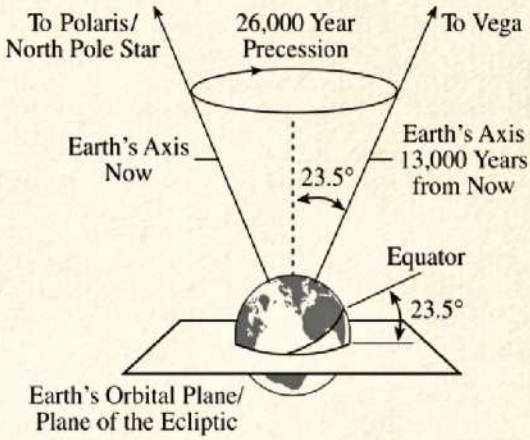

সেলেস্টিয়াল ক্যালেন্ডার

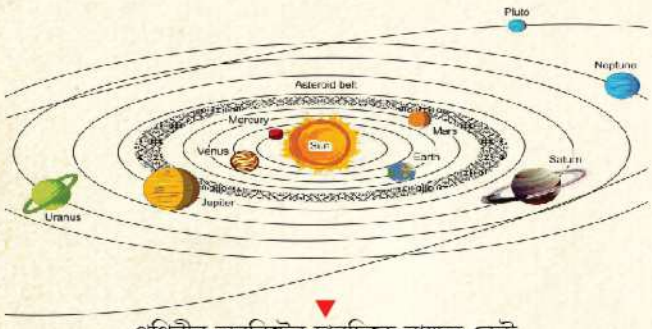

পৃথিবীর অরবিটের চারদিকে নাক্ষত্র বেল্ট

জ্যোতিষ ক্যালেন্ডার

এছাড়া লুনিয়-সোলার ক্যালেন্ডারও বর্তমানে ব্যবহৃত হয়; যেখানে মাস গণনা হয় চাঁদের মাধ্যমে; আবার সোলার ক্যালেন্ডারের ঋতুর সাথেও লুনার ক্যালেন্ডারের সময়কে সমন্বয় করা হয়। যেমন: হিন্দু (পঞ্চাঙ্গম) ক্যালেন্ডার হচ্ছে লুনিয়-সোলার ক্যালেন্ডার।

প্রাচীন কিংবা বর্তমান কোনো ক্যালেন্ডারই নিখুঁত নয়; অথচ এটি ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। এই খুঁতযুক্ত ক্যালেন্ডারকেই আমরা ব্যবহার করে চলেছি আমাদের জীবনযাত্রাকে নিখুঁত করার জন্য এবং সভ্যতা পৌঁছে গিয়েছে উন্নতির শিখরে।

জেনে রাখা প্রয়োজন মনে রাখা প্রয়োজন

সাদিয়া আরেফিন
উপাধ্যক্ষ, দিবা শাখা

যেকোনো দক্ষতায় অর্জন আসে অপ্রাপ্তি থেকে। তাই নেগেটিভ ইমোশন যেমন : বিষণ্নতা, দুঃখ ও রাগ-এর গুরুত্ব রয়েছে। কাজেই দুঃখজনক বা কষ্টকর পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে সেই দুঃখজনক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে পারি সেটা নিয়েই তখন চিন্তা, পরিকল্পনা ও কাজ করা প্রয়োজন।

আমরা যদি শুধু ইতিবাচক মনোভাব সব সময় বজায় রাখতে হবে, এই ধারণা নিয়ে বসে থাকি, তবে পৃথিবীর সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলব। এমন অনেক মানুষ আছে যারা বলে আমি নেতিবাচক পরিস্থিতিতে পড়তে চাই না। আমি অসন্তুষ্ট হতে চাই না। তারা দক্ষতা অর্জন করার যোগ্যতাকে হারিয়ে ফেলে; অথবা খারাপ কোনো পরিস্থিতিতে পড়লে তারা বলে আমার পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। নেতিবাচক পরিস্থিতি থাকবে না-এটা সম্ভব নয়। ইতিবাচক পরিস্থিতি যেমন জীবনে আসবে তেমনি আসবে নেতিবাচক পরিস্থিতি। ব্যর্থতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েই স্বাভাবিকভাবেই চলতে হবে। একসময় সফলতা আসবে। মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না।

জীবনে সফলতা আর ব্যর্থতা দুটোই আছে। দুটোই পাশাপাশি চলে। কখনো সফলতা, কখনো ব্যর্থতা। আমরা সফলতাকে যেমন আনন্দের সাথে বরণ করে নেই, তেমনি প্রয়োজন ব্যর্থতাকেও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা। কিন্তু এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের অনেকেরই থাকে না বা সবসময় পরিস্থিতি অনুকূলেও থাকে না। কেউ আবার ব্যর্থ হলে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়; কিন্তু আত্মহত্যা সমস্যার সমাধান নয়। তা পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। সমাজ-সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সামাজিকভাবে অনেকেই তার কারণে হেয় হয়ে থাকে।

দুঃখ-কষ্টে পড়লে সেই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে সফলভাবে বের হয়ে আসা যায় সেই চিন্তা করতে হবে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের বলছি, তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছো থানা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আমরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবার গৌরব অর্জন করেছি। শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে তোমরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী। তোমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে হবে। বাড়াতে হবে আত্মবিশ্বাস। মনে রাখবে শুধু জয় নয়, জয়-পরাজয় নিয়েই জীবন। পরাজয় আছে বলেই জয় সুন্দর।

অভিভাবকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা সন্তানদের কারো সাথে তুলনা করবেন না। এটি তার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে ফেলে। তার প্রশংসা করবেন, উৎসাহ দিবেন। এতে তারা মনোযোগ, ভালোবাসা, আত্মবিশ্বাস এই ৩টি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সেরাটা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমরা সামাজিক জীব। আমরা যতই ব্যস্ত থাকি-না কেন, একতাবদ্ধ হয়ে থাকার মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে। সুখে-দুঃখে যতটুকু সম্ভব সবার পাশে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজ যদি আমি কারো বিপদে পাশে থাকার চেষ্টা করি তবে ভবিষ্যতে সেও আমার কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পাশে থাকবে।

আমরা একটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত। প্রতিষ্ঠান সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য সুনাম অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন; কেননা উন্নয়ন একা একজনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সকলকে নিয়েই উন্নয়ন। কাজেই বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মচারীদের ইতিবাচক মনোভাব উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষকদের সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো সহকর্মীদের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে পারা, সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। এটি মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। মনে রাখতে হবে, দিনের বেশিরভাগ সময় আমরা সহকর্মীদের সাথে বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করি। সহকর্মীদের সাথে যতটুকু সময় অতিবাহিত করি এত সময় পরিবার বা আত্মীয়দের দেওয়া সম্ভব হয় না।

অবশ্যই ইচ্ছা, ভালোবাসা আর একাগ্রতার সমন্বয় প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন ভালো ব্যবহারের মানসিকতা, সহযোগিতার হাত-বাড়ানোর মনোভাব। যেকোনো প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান-প্রধানকে করতে হবে সহযোগিতা; নচেৎ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত উন্নয়ন তথা ভালো থাকার জন্য অবশ্যই পারিপার্শ্বিক ও সামগ্রিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই ভালো থাকব আমরা। ভালো থাকবে আমাদের চারপাশের সবাই।

আলোকময় শিক্ষা

কর্নেল মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম পিএসসি, জি
অধ্যক্ষ

আমি প্রায়ই আমার খুদে শিক্ষার্থীদের (সাধারণত প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির) সাথে কথা বলে জানতে চাই স্কুল ওদের কেমন লাগে? কোন্‌টা ভালো? কোন্‌টা খারাপ? ওরা অধিকাংশ সময় সমস্বরে চিৎকার করে বলে "স্যার সবকিছু ভালো লাগে তবে সবচেয়ে ভালো লাগে আমাদের স্কুলের মাঠ আর কলতান (শিশুদের ছোটো একটি পার্ক) আর খারাপ লাগে রাগী টিচার।" আর কেমন শিক্ষক /শিক্ষা তোমাদের ভালো লাগে এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম শ্রেণির একটা মেয়ে বলল "স্যার আনন্দের সাথে পড়তে আমার খুব ভালো লাগে।"

আমি আফ্রিকার কঙ্গোতে একবছর জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষক (Military Observer) হিসাবে কাজ করি এবং সামরিক পর্যবেক্ষক হবার বদৌলতে কঙ্গোর কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন গ্রামের মানুষদের কর্মকাণ্ড দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানের একটা গ্রামের স্কুলে বাচ্চাদের শিক্ষা দেবার বিষয়টি ছিল একেবারেই অসাধারণ। শিক্ষক এবং ছাত্র মাঝখানে একটা মাদুর কোনো বই নেই, কোনো খাতা নেই বাচ্চাদের ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখানোর ক্লাস চলছিল আমি খুব উৎসাহ নিয়ে ওদের সাথে বসলাম এবং দেখলাম, শিক্ষক প্রথম কথাটি যা বললেন সেটা হলো এ ক্লাসে কোনো কিছু মুখস্থ করা নিষেধ। বাচ্চারা শুনবে; মূল কথাটি বুঝবে এবং বন্ধুদের সাথে practice করবে আর কিছু না। আমি অবাক হয়ে দেখলাম Lateral Learning between Students-এর এক অসাধারণ উপলব্ধি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আলোকময় শিক্ষার অনুসারী; আমার কাছে শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই শিক্ষার্থীর নিজস্ব সত্ত্বার বিচ্ছুরণ ঘটাবে, সে নিচের শিকড় সম্পর্কে জানবে, প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে শিশুসুলভ সারল্যের সাথে হাসিমুখে শিক্ষাকার্যক্রমে নিবেদিত হবে। প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা, Assessment, গ্রেডিং-এর ভয় দূর করে যে শিক্ষা তাকে নৈতিকতা, দেশাত্মবোধ, সহিষ্ণুতা আর বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলবে সকল সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণার বাইরে তাকে এক নতুন আলোকময় শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ে যাবে যা তাকে প্রথাগত ভালো শিক্ষার্থীর তুলনায় ভালো মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার ইতিহাসও খুব সমৃদ্ধশালী যেখানে আমাদের গুরুগৃহভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ছিল এবং যেখানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্পর্কের আলোকময় ধার্মিক/নৈতিক ("অপরাবিদ্যা আর পরাবিদ্যা") শিখনক্রমে, উপলব্ধি আর ব্যবহারিক কর্ম ছিল শিক্ষা প্রথম পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। পরবর্তীতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মঠকেন্দ্রিক শিক্ষায় (নালন্দা ও পাহাড়পুরে) জ্ঞানানুশীলন, স্থাস্থ্যগঠন, ধর্মভক্ত দর্শন চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা নানা ব্যঞ্জনাময় ছিল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলমান যুগেও এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আইন-ই আকবরীতে সম্রাট আকবর বলেছিলেন "শিশু যা শিখবে বুঝে শিখবে এবং শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন, শিক্ষার দ্বার সবসময় অর্গর মুক্ত থাকবে।" আসলে শিক্ষার সৌন্দর্যটাই হলো এখানেই। আমি আশা করবো আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাক্রম আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে করবে আরো আনন্দপূর্ণ যেখানে স্কুরগুলো হয়ে উঠবে নানা ব্যঞ্জনার আনন্দমূলক শিক্ষার সৌন্দর্যের এক বর্ণিল রংধনু।

“এ যেন এক রুপকথার দেশ
জানা-অজানার নেইকো শেষ!”

জানা অজানা কৌতুক ধাঁধা

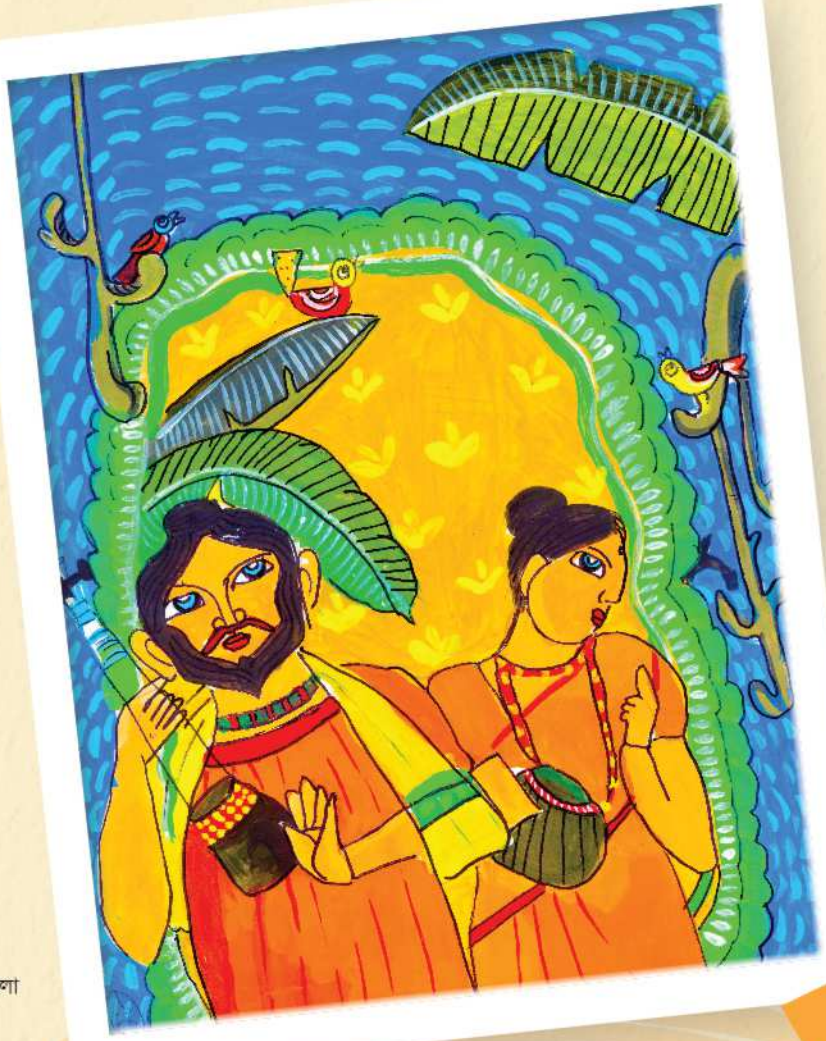

রিফাহ নানজীবা ত্বহা
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক্যালেনডুলা

নিশাত তাসনিম লামহা
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : ক্যাটালিয়া

- সর্বপ্রথম ভারতে লুডু আবিষ্কার হয়েছে।
- শুশুক প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি নেই।
- স্টেবিয়া মাছ খেতে চিনির মতো মিষ্টি হয়।
- চীন দেশে প্রথম 'Nail Polish' তৈরি হয়।
- 'হাইপারথাইমেসিয়া'-নামক রোগ হলে মানুষের মনে-রাখার ক্ষমতা ১০ গুণ বেড়ে যায়।
- যদি কোনো মানুষ হাঁচি-আটকানোর চেষ্টা করে তাহলে তার মাথার রক্তনালি ফেটে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ধুতরা-গাছের ফল খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।
- 'ফ্রান্স' দেশের জাতীয় পাখির নাম হলো মোরগ।

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ফাতেমা রোজ আলবা
শ্রেণি : ষষ্ঠ
শাখা : বুড়িশ্বর

গণিতের একতা

একবার ৯, ৮-কে জোরে এক থাপ্পড় মারল? এখন, ৮ কাঁদতে-কাঁদতে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে মারলে কেন?"

৯ বলল, আমি বড়ো তাই মেরেছি।

একথা শুনে ৮, ৭-কে জোরে থাপ্পড় মারল। ৭ যখন ওকে মারার কথা জানতে চাইল তখন ৮ বলল, "আমি বড়ো, তাই মেরেছি।"

একই অজুহাত দেখিয়ে এরপর ৭, ৬-কে;

৬, ৫-কে;

৫, ৪-কে;

৪, ৩-কে;

৩, ২-কে;

২, ১-কে মারল!

হিসাবমতো ১-এর শূন্যকে মারা উচিত.....

কিন্তু ১ মারল না। মারা দূরের কথা, ১ ভালোবেসে শূন্যকে (০) নিজের পাশে বসিয়ে নিল! এখন দুজনে মিলে "১০"।

তারা তখন ৯ থেকেও বেশি শক্তিশালী হয়ে গেল।

তারপর থেকে ১০-কে সবাই সম্মান করা শুরু করল!

নীতিকথা হলো :-

ছোটো ছোটো কারণে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-লড়াই না করে ব্যক্তিগত অহংকার দূরে সরিয়ে আমরা যদি একে অন্যের হাতটা ধরতে পারি; আমাদের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়; আমরা একসাথে চলতে ও ভালো থাকতে পারি।

তাইয়েবা ইসলাম আদ্রিতা
শ্রেণি : নবম, শাখা : বুড়িগঙ্গা

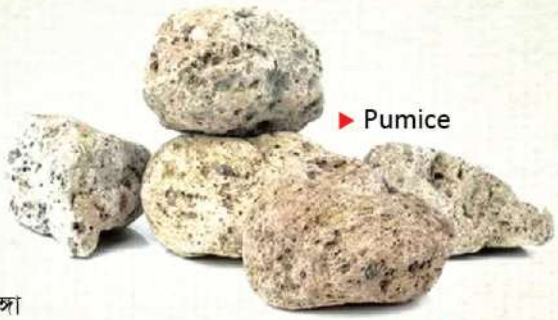

▶ Pumice

সাদিয়া আক্তার সেতু
শ্রেণি : দশম, শাখা : চন্দ্রমল্লিকা

- ইংরেজি বর্ণমালায় সবচেয়ে-কম ব্যবহৃত বর্ণ হলো "Q" এবং বেশি ব্যবহৃত বর্ণ হলো "E"।
- পৃথিবীর একমাত্র খাবার মধু যা নষ্ট হয় না।
- বেশিরভাগ লিপস্টিক তৈরি করতে মাছের আঁশ ব্যবহার করা হয়।
- আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় জলহস্তীর আক্রমণে।
- কচ্ছপ শরীরের পিছন দিক থেকেও নিশ্বাস নিতে পারে।
- মাথা ছাড়াও তেলাপোকা ৯ দিন বেঁচে থাকতে পারে।
- প্রজাপতির চোখের সংখ্যা ১২ হাজার।
- পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো ফুলের নাম "Rafflesia arnoldii"। ফুলটির উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট এবং ওজন ১৫ পাউন্ড। ফুলটি ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যায়।
- দুরবিন-আবিষ্কারের আগে মানুষ খালি চোখে আকাশে মাত্র পাঁচটি গ্রহ দেখতে পেত।
- চাঁদের বুকে "Wifi Internet" পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে 'নাসা'। এর গতি আমাদের বাসার Internet এর গতি থেকেও বেশি: 19Mb/sec.
- রাশিয়ার আকাশ প্লুটো গ্রহের থেকেও বড়ো।
- একটি জাম্বো জেটে যে-পরিমাণ জ্বালানি থাকে, তা দিয়ে একটি সাধারণ গাড়ি চারবার পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে।
- এককাপ কফিতে ১০০-এরও বেশি রাসায়নিক পদার্থ আছে।

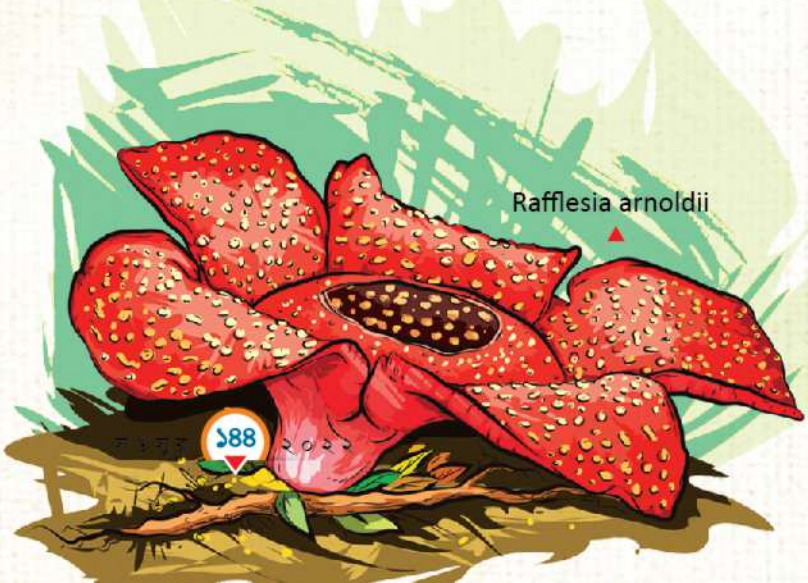

Rafflesia arnoldii

- একজন মানুষের জীবনে ৪০পাউন্ড চামড়া ঝরে যায়। অর্থাৎ সে হিসেবে প্রতি মাসে একবার চামড়া পরিবর্তিত হয়।
- মানুষের দেহ গঠন করা পরমাণুতে থাকা খালি জায়গা যদি অপসারণ করা হয়, তাহলে পৃথিবীর সব মানুষকে একটি আপেলের মধ্যে রাখা যাবে।
- মানবদেহে সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন্ত কোষ হলো মস্তিষ্কের কোষ (নিউরন)।
- পিঁপড়ার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়ে বেশি।
- সামুদ্রিক প্রাণী হাঙরের কোনো ধরনের রোগব্যাধি হয় না।
- চিংড়ি শুধু পিছনের দিকে সাঁতার দিতে পারে।
- পিউমিস (Pumice) পৃথিবীর একমাত্র পাথর যা পানির উপর ভাসে।
- ইউরেনাস এবং নেপচুনে ডায়মন্ড-বৃষ্টি হয়।
- মানুষের আঙুলের ছাপ যেমন অনন্য, তেমনি কুকুরের নাকও। নাক দিয়ে কুকুর শনাক্ত করা যায়।
- Google-এর সার্চ-বক্সে Google উলটো করে লিখলে (Elgoog) এমন-এক সাইট ওপেন হবে, যা মূল সাইটের সম্পূর্ণ উলটো।
- আমরা তো গাছ থেকে সহজে খাবার পাই; কিন্তু আমরা কি জানি; একপাউন্ড খাবার তৈরি করতে গাছের প্রায় ১০০ পাউন্ড বৃষ্টির পানি খরচ করতে হয়।
- আকার-অনুযায়ী গুবরে পোকা (বিটল) হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী পোকা।
- শামুক পা দিয়ে নিশ্বাস নেয়। শামুকের নাক চারটি।
- এক পাউন্ড বিশুদ্ধ তুলা থেকে ৩৩ হাজার মাইল লম্বা সুতা তৈরি সম্ভব।
- গড়ে একজন মানুষের চোখ বছরে ৪২-লাখ বার পলক ফেলে।
- যখন চাঁদ সরাসরি মাথার উপর তখন আপনার ওজন সবচেয়ে কম।
- আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল কখনো তার মা কিংবা স্ত্রীকে ফোন করেন নাই; কারণ তারা দুজনেই বধির ছিলেন।

যারিন তাসনিম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : নিউট্রন

- আমরা বেশিরভাগই "Phantom Vibration Syndrome"-এ ভুগে থাকি। এতে আমাদের মনে হয় আমাদের Phone হয়তো Vibrate হচ্ছে; আসলে যেটা তখন হচ্ছে না।
- মনোবিজ্ঞান অনুসারে, আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারি শুধু ১০ মিনিটের জন্য।
- পৃথিবীতে অনেকেই 'র' বা 'r' উচ্চারণ করতে পারে না। একে বলা হয় "Rhotacism"
- প্রতিদিন আমাদের হৃৎপিণ্ড যে-পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তা একটি ট্রাককে ২০ মাইল চালানোর জন্য যথেষ্ট।
- একটি প্রাপ্তবয়স্ক মস্তিষ্কের ওজন ১২০০-১৪০০ গ্রাম।
- আমাদের চোখের পাপড়ি প্রতি ৬৪ দিনে একবার সম্পূর্ণ নতুন করে গজায়।
- প্রতি ৭ বছরে আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ মারা গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন তৈরি হয়। তুমি যখন এ-লেখাটা পড়ছ, ২৫০০০০০০টি কোষ মারা গেছে। এটা খুব বেশি না; কারণ আমাদের শরীর প্রতিদিন ৩০০ বিলিয়নের বেশি কোষ তৈরি করে।
- WHO-এর তথ্য-অনুযায়ী, পৃথিবীতে ২ বিলিয়নের বেশি মানুষ আয়রন-জনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী যদি এ-সংখ্যা কমানো যায়, তা জাতীয় উৎপাদনশীলতা ২০% পর্যন্ত বাড়াবে।
- মনোবিজ্ঞান অনুসারে, ৯০%-এরও বেশি মানসিক সমস্যা তৈরি কিংবা গভীরতর হয় শুধু কোনো বিষয় নিয়ে জোর করে বেশি চিন্তা করার চেষ্টা করা হলে।
- মানুষের DNA-এর ৫০% মিল রয়েছে, কলা বা Banana-র সাথে— বিস্ময়কর হলেও গবেষণায় প্রমাণিত।
- "Fatal Familial Insomnia"-নামে একটি রোগ রয়েছে যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ঘুমানো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। তারা ৭-২৪ মাসের মধ্যে অনিবার্যভাবে মারা যায়।
- মোমবাতিতে ফুঁ দিয়ে কেকের মোমবাতি নেভানোতে সাধারণভাবে কেকের উপর ৩০০০ ব্যাকটেরিয়া এসে পড়ে; যা কেকের উপর ব্যাকটেরিয়ার কলোনি তৈরিতে সক্ষম।

জানা অজানা

ঘড়ির কাঁটা ডান দিকে ঘোরে

নুসরাত জাহান ফাতিহা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : কপেট্রন

টিকটিক শব্দ করে ঘোরে ঘড়ির কাঁটা। কোন্‌দিকে ঘোরে, আমরা তো সবাই দেখি। ডান দিকে ঘোরে; কিন্তু একটা ভাবনার বিষয় : ঘড়ি ডান দিকে ঘোরে কেনো?

সবচেয়ে প্রাচীন যে ঘড়িগুলো, সেগুলোতে কিন্তু কাঁটার ঘোরাঘুরির কোনো বিষয় ছিল না। হ্যাঁ, সূর্যঘড়িই হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘড়ি। এই ঘড়িও কিন্তু অনেক রকমের ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন সূর্যঘড়ি বলা হয় মিশরীয়দের ওবেলিস্ককে। ধারণা করা হয়, মিশরীয়রা এই ঘড়ি বানানো শিখেছিল খ্রিষ্টের জন্মেরও সাড়ে তিনহাজার বছর আগে। এ রকম আরেকটা ঘড়িকে বলা হয় "শ্যাডো ক্লক"। ওটা বানিয়েছিল ব্যাবিলনীয়রা, খ্রিষ্টের জন্মের হাজার দশেক আগে।

তখন এই সূর্যঘড়িগুলোতে সময় দেখা হতো সূর্যের ছায়া দেখে; অর্থাৎ, সময়-নির্দেশক যে-কাঁটা বা দণ্ড, সেটা স্থির থাকত। সূর্যের আলোয় সে-কাঁটার ছায়ার পরিবর্তন দেখেই সময় হিসাব করা হতো। আর এখনকার ঘড়ি একদম উলটো। এই কাঁটাগুলোই ঘুরে-ঘুরে সময় জানান দেয়। ছায়া দেখার কোনো বালাই নেই। এই রকম ঘড়ি প্রথম বানানো হয় ১৩ শতকে। তবে তখন এই ঘড়িগুলো বেশি জনপ্রিয় ছিল না; কারণ তখনকার মানুষ সূর্য দেখেই সময় বুঝে নিত।

এরপর মোটামুটি ৪০০ বছর পরে, ১৮ শতকে যখন কলকারখানা চালু হলো তখন মানুষের নির্দিষ্ট করে সময় দেখার দরকার হতে শুরু করল। সময়মতো সব কাজ করতে পারে— এর জন্য আস্তে আস্তে ঘড়িও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

এখন প্রশ্ন হলো মানুষ কীভাবে সকাল, বিকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বুঝত? যে অঞ্চলে পুরানো ঘড়িগুলো তৈরি হয়েছিল, মিশর আর ব্যাবিলন—এগুলো কিন্তু একই অঞ্চলে; অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে। পৃথিবীর বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু গড়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্যে; যেমন : মিশরের মিশরীয় সভ্যতা, ইরাকের মেসোপটেমীয় সভ্যতা, ইরানের পারস্য সভ্যতা, তুরস্কের গ্রিক ও ট্রয়ের সভ্যতা। আর এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সূর্যঘড়ির ছায়া দিনের ছায়া ক্রমাগত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরে যেত; অর্থাৎ দিন যত গড়িয়ে রাতের দিকে যেত, ছায়াও তত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যেত। সেখান থেকেই ঘড়ির কাঁটার দিকের ব্যাপারটা এসেছে। সে অনুযায়ীই ঘড়ির কাঁটা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায়।

এখন প্রশ্ন জাগবে : পশ্চিম-পূর্বের সঙ্গে বাম বা ডানের কী সম্পর্ক? আমরা মানচিত্র খেয়াল করলে দেখব মানচিত্রের উপরের দিকে একটা দিক-নির্দেশক চিহ্ন থাকে। এর পাশে লেখা থাকে 'এন' বা 'নর্থ'। মানচিত্রের উপরের দিকটা হলো উত্তর আর নিচের দিকটা দক্ষিণ। তাহলে হিসাবে বাম দিকে পড়ে পূর্ব। এ কারণেই ডান দিকে যায়; মানে আসলে বলা উচিত, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পড়ে পশ্চিম আর ডান দিকে যায়। ঘড়ির কাঁটা বাম দিক থেকে ওটা বাম থেকে ডানে না, ডান দিকে যায়।

মার্জিয়া ইসরাত
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : সুগন্ধা

মায়েশা রহমান ইপশী
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : পদ্মবেণী

ধাঁধা

- নদী বিল শুকিয়ে গেল কিন্তু গাছের মাথায় পানি থাকে?
  উত্তর : ডাব।
- এক ডালা সুপারি, গুনতে পারে কোন্ ব্যাপারী?
  উত্তর : তারা।
- রাস্তার উপর গাছটা, পান ধরেছে পাঁচটা, যে বলবে মানটা, তাকে দেব পানটা?
  উত্তর : হাতের পাঁচ আঙুল।
- আমার মামা, তোমার মামা, সে কোন্ মামা?
  উত্তর : চাঁদমামা
- তিন অক্ষরের নাম যা পাখির নাম হয়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মার্ খেতে হয়?
  উত্তর : কোকিল/কিল
- জলে থাকে তবু মাছ নয় কিন্তু বাজারে মাছ বলে বিক্রি হয়?
  উত্তর : চিংড়ি মাছ।
- দুই ভাই দেখে, পাঁচ ভাই তোলে ৩২ ভাই খায়?
  উত্তর : চোখ, হাতের আঙুল আর দাঁত।
- ঢাকাতে আছে কিন্তু বাংলাদেশে নেই, কলকাতায় আছে পৃথিবীতে নাই?
  উত্তর : "ক" অক্ষর।
- তিন অক্ষরে নাম তার জন্ম তার মাটির নিচে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ফল হয়ে গাছে ঝুলে থাকে।
  উত্তর : কয়লা / কলা

উম্মে আধারা আলম
শ্রেণি : দ্বিতীয়, শাখা : বংশাই

ধাঁধা

- ভোলা যায় না কী?
  উত্তর : স্মৃতি
- বাঁধা যায় না কী?
  উত্তর : সময়
- জানা যায় না কী?
  উত্তর : ভবিষ্যৎ
- কেনা যায় না কী?
  উত্তর : মন
- পাওয়া যায় না কী?
  উত্তর : অতীত
- হারিয়ে যায় না কী?
  উত্তর : বন্ধুত্ব

ধাঁধা

- দাঁত থাকতেও খেতে পারে না কে?
  উত্তর : চিরুনি
- কোন্ দেশে মানুষ নেই?
  উত্তর : সন্দেশ
- একটি পাখির-যে তিনটি ডানা, কিন্তু শীতের সময়-যে তার উড়তে মানা?
  উত্তর : ফ্যান
- চার পায়ে বসে যে, আট পায়ে চলে, বাঘ নয় কুমির নয়, আস্ত মানুষ গিলে।
  উত্তর : পালকি
- ভাষা আছে, কথা সাড়া শব্দ নেই, প্রাণীর সাথে থেকেও তার নিজের প্রাণ নেই?
  উত্তর : বই
- ছোটো এক মামা, পরে অনেক জামা।
  উত্তর : রসুন

মালিহা আনজুম
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : জুপিটার

ধাঁধা

- এক কুড়ি বারো ভাই, এক সাথে রয়,
  সকল ভাইয়ের সবাই একই নাম কয়
  উত্তর : দাঁত
- এক গাছে এক বুড়ি চোখ তার বারো কুড়ি
  উত্তর : আনারস
- জোরে যদি মারো তাকে প্রচণ্ড শব্দে কাঁদবে।
  থামাতে চাইলে, হাত দিয়ে ধরবে।
  উত্তর : ঘণ্টা
- কাটলে বেড়ে যাবে, সবার শেষে জল পাবে।
  উত্তর : পুকুর
- উটের মতো বুক টান, কোন্ জিনিসের চার কান।
  উত্তর : চৌচালা ঘর

মেহজাবীন রহমান
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : স্নোড্রপ

কৌতুক

স্যার : সেন্টু, তোর জন্মদিন কবে?
সেন্টু : স্যার, আমার জন্মদিন নাই।
স্যার : মানে?
সেন্টু : স্যার, আমি রাতের বেলা জন্মেছি তো।

শিক্ষক : লবণ দেওয়ার পর খাবারটা ভালো হয়েছে, এর ইংরেজি কী হবে?
ছাত্র : Good afternoon

ভাই : বোন, পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে, কী করি?
বোন : একটা মিনিট wait করো ভাইয়া, মা আসার পর...
মা : কী করছিস! তোর ভাইয়ের ?
বোন : পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছিল, ইঁদুরের বিষ খাওয়াচ্ছি।

Good Afternoon

কৌতুক

সামিয়া জান্নাত
শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : নাফ

বিদেশি ও জেলের মধ্যে কথোপকথন

বিদেশি : How much?
জেলে : রুইমাছ স্যার...
বিদেশি : Ok Bye!
জেলে : ও আমার ছোটো ভাই,
আমার সাথে মাছ ধরে স্যার

ছাত্ররা দুষ্টুমি করার পর শিক্ষক বললেন :
শিক্ষক : এত অকালে পেকে গিয়েছিস কীভাবে?
ছাত্র : স্যার ফরমালিন মেশানো আম খেয়ে।

নাবিহা ওয়াসিমাত
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ্লোড্রপ

ইউশায়রাহ মোবাশ্বির
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ডালিয়া

ধাঁধা

এক কৃপণ লোক অসুখ হয়ে একটি ঘরে শুয়ে আছে। শুয়ে-শুয়ে সে তার বউকে ডাকল। বউ বলল, 'আমি তোমার পাশেই আছি।' এরপর সে তার মেয়েকে ডাকল। মেয়ে বলল, 'বাবা আমি তোমার পাশেই আছি।' এরপর সে তার ছেলেকে ডাকল। ছেলেও উত্তর দিল সে পাশেই আছে। তখন লোকটি চোখ বন্ধ করে বলল 'সবাই যখন আমার পাশে তাহলে ঘরে ফ্যান চলছে কেন?'

শিক্ষক ক্লাসের এক ছাত্রকে বলল :

শিক্ষক : বল্টু বল তো কোন্ প্রাণী সবসময় হাসে?

ছাত্র : স্যার হাতি। দেখেন না হাতি সবসময় দাঁত বের করে রাখে।

নাবা মহসীনা
শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : গন্ধরাজ

কে ভেঙেছে?

ছুটির দিন। বাসার রান্নাঘরে মা আর কাজের লোক কাচের বাসন ধুয়ে মিটসেফে সাজিয়ে রাখছে। পাশের ঘরে ছোটো ছেলে আর বাবা বসে টিভি দেখছে। এমন সময় ঝনঝন করে বাসন-পড়ার শব্দ। নির্ঘাত অনেকগুলো কাপ-ডিশ ভেঙেছে !

বাবা আর ছেলে চমকে উঠল। কিন্তু রান্নাঘরে আর-কোনো আওয়াজ নেই। সবাই চুপচাপ।

ছেলে ফিসফিস করে বাবাকে বলল-নিশ্চয়ই এটা মায়ের কাজ।

বাবা : কী করে বুঝলি?

ছেলে : তা না-হলে এতক্ষণে মায়ের চ্যাঁচামেচি শোনা যেত।

ভাড়া বাড়ি

১ম বন্ধু : কাল ভোরবেলা যখন ভূমিকম্প হচ্ছিল তোরা কী করছিলি?

২য় বন্ধু : আমরা সবাই ছুটে গিয়ে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বাড়িটা যদি ভেঙে পড়ে। তোরা গিয়েছিলি?

১ম বন্ধু : না। বাবা বলেছিলেন আমরা তো ভাড়া বাড়িতে থাকি- আমাদের কি?

বাড়ির সামনে প্রতিবেশী-বাচ্চাগুলোকে খেলতে দেখে রহমান সাহেব বললেন:

রহমান সাহেব : বাচ্চারা , খেলছ ভালো কথা; কিন্তু আমার গাড়িতে যেন বল না-লাগে।

এক বাচ্চা : অবশ্যই আঙ্কেল,আপনার গাড়িটাই তো আমাদের গোলপোস্ট। আমরা গোল হতে দিলে তো!

জাদুঘরে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে এক চেয়ারে বসে পড়লেন রাকিব।

জাদুঘর-কর্মী : আরে করছেন কী! করছেন কী!

রাকিব : ক্লান্ত লাগছে, তাই বসেছি ।

জাদুঘর-কর্মী : আরে ভাই, এটা নবাব সিরাজউদ্দৌলার চেয়ার।

রাকিব : ভাই, একটু বসি। সিরাজ-ভাই এলেই উঠে যাব।

মাহামুদা
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : মার্স

সোনিয়া আক্তার রিমা
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : নোভা

দুই বন্ধুর কথোপকথন

১ম বন্ধু : চল ঘুরতে যাই
২য় বন্ধু : আমি যাব না
১ম বন্ধু : কেন?
২য় বন্ধু : সেই দিন আমাকে ট্রাক ধাক্কা দিয়েছে; সেই ট্রাকের পেছনে লেখা ছিল : আবার দেখা হবে।

- এক গ্রামে মশা খুব বেশি। একটা লোক মশার যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে কাঁথা মুড়ি দিল। কাঁথার মধ্যে ঢুকে গেল একটি জোনাকি পোকা। তখন লোকটি জোনাকি পোকা দেখে বলল, "এই সেরেছে, মশা আমাকে টর্চলাইট দিয়ে খুঁজছে।"

মিলিটারি একাডেমিতে ট্রেনিং চলছে.....

Officer : (ক্যাডেট পল্টুকে জিজ্ঞেস করল) 'তোমার হাতে এটা কী?"

পল্টু : স্যার, এটা বন্দুক.....।'

Officer : না! এটা বন্দুক না! এটা তোমার ইজ্জত, তোমার গর্ব, তোমার মা হয় মা!'

Officer : (দ্বিতীয় ক্যাডেট বল্টুকে জিজ্ঞেস করল) : 'তোমার হাতে এটা কী?

বল্টু : স্যার, এটা পল্টুর মা, ওর ইজ্জত, ওর গর্ব আমার আন্টি হয় আন্টি!

শহুরে মশার সাক্ষাৎকার

সাংবাদিক : আপনারা ময়লা পানিতে ডিম পাড়েন কেন?

মশা : ভালো পানিতে ডিম পাড়লে মানুষ সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলতে পারে তাই।

সাংবাদিক : মশার কয়েলে মশা মরে না কেন?

মশা : মশা মরে গেলে কয়েল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে তাই।

একদিন যখন চাচার সাথে দেখা হলো :

আমি : আচ্ছা, চাচা আপনার বাসায় হঠাৎ করে গ্যাস শেষ হয়ে গেলে কী করবেন?

চাচা : কেন, একটা 'রবি'-সিম চুলার উপর দিয়ে হাত-দুটোকে প্রসারিত করে বলব, "জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে।"

"While thought exists
words are alive and
literature becomes an escape
not from, but into living."

STORY | POEM | ARTICLE | FACTS | JOKES

সুহেরা সাহেদ
শ্রেণি : নবম
শাখা : কসমস

English section

Ukti Adhikari
Class : One, Section : Blue Lace

Our School

Here is our school,
We like to go to school.
We get knowledge here,
Our teachers are very sincere.
They teach everything,
Reading, writing, dancing and singing.
We follow here every rule,
We love to go to our school.

Anushi Namira
Class : Three, Section : Raindrop

Save Our Mother EARTH

Garbages are everywhere
Looks like everyone doesn't care
About our mother earth who is crying with fear
That she might be eternally disappear.

Storms, hurricanes and so much more!
And we really can't take it anymore!
For the 'End' is coming
And we don't know where are we really going...
So please stop polluting the environment
And cutting the trees
Because everything we do
Always come back to us.
So plant each day one tree
It will make your life pollution free.
Save our mother Earth
To save life.

The Red Moon

Masaba Albab Mahfooz
Class : One, Section : Lady lace

The red moon is mysterious,
But it looks so gorgeous,
It shines like a queen.
Where have you been?

The red moon is so beautiful,
But it does not come often at all.
It is seen after many days,
When the nature to it says.

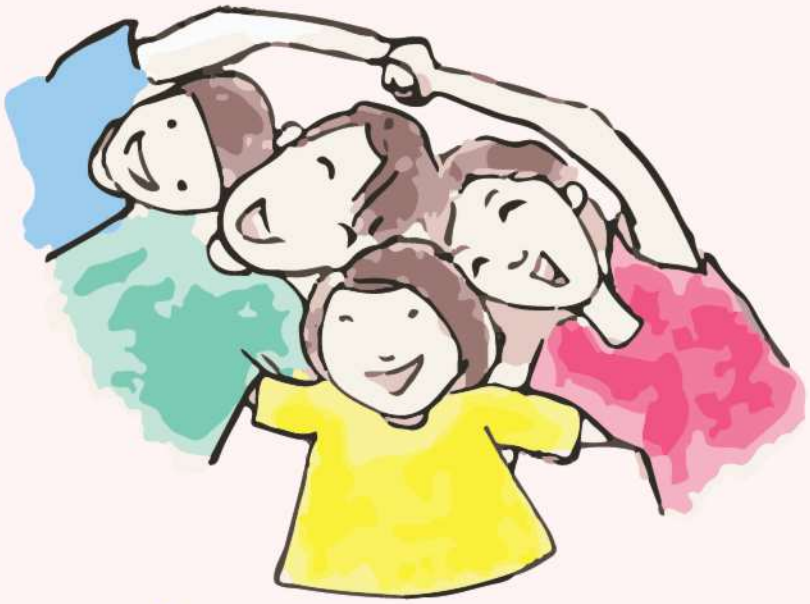

Rabitah Binte Habib
Class : Three, Section : Dewdrop

My Precious *Family*

My family is my life
I am a family girl.
I love to play with my daddy.
When he stays in office,
I miss him so badly.
My mom gives her all time to us
We respect her so much.
I have a naughty younger brother
We explore so much funny game together.
We love each other so much
Sharing and caring make our bonding stronger.
Family is a blessing from Almighty
Love and trust is the secret of its beauty.

Afsheen Rahman
Class : Five, Section : Bhairob

YOU ARE...

Oh! My parents,
You are my WAY to SUCCESS,
You CLEAN up when I make a MESS,
You are my BRIDGE on top of a RIVER,
You are my nurse when I suffer form FEVER.
You are my GUIDE in a jungle,
You taught me how to be HUMBLE,
You are the owner of my PRIZES,
Without you...My whole WORLD
Is PRICELESS.

Best Friends Forever

Ayat Nahia Zarka
Class : Four, Section : Gladiolus

No matter how many
Friends I have,
No matter how much
I talk to them or spend
Time with them,
Always remember that
No one can replace you.
You were, are, and will
Always be irreplaceable.
You have a special place
In my heart forever.

Muliha Binte Kuizer
Class : Eight
Section : Karotoa

She Is...

She is one
Compared with none.
I'm whatever!
She is responsible forever.
She makes me hale,
That's why I never fail.
When I lose,
She makes no pressure.
When I'm ill
She makes me cure.
Her word of love and purity
Gives me assurity
And, she is none other
She is my beloved mother.

Marzia Binte Hasan
Class : Ten, Section : Chondromallika

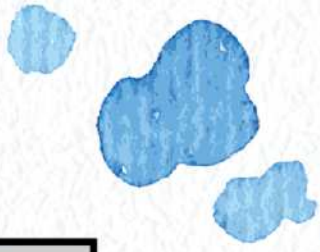

Johora Khan (Nidhi)
Class : Nine, Section : Sangu

Passerby

I romanticize nothing but the city stars,
Where the light comes from the dark
And hides away the scars.
Like it's a misbehave, an ill manner.
To end the start.
And the flickering lights crying
To the rood for a heart.
But I'm just a passerby-
One ending one's hope with just a dart
But I'm just a passerby
And I shall thereby.

My Second Home

Give me a pen and paper,
I'll write.
Give me my years back,
I'll cry.
The glorious years lost and found.
I'll smile,
At the memories of my second home.
No regrets, maybe some details
Will be ever fresh;
In my heart and soul.
And I wonder,
If I'll ever find something better
As I reach to grow.
I hold tight of the lane
I've held onto for 11 years
And breathe in the air of nostalgia.
As I'll always love you in my mind,
Love you in my soul;
Oh, my second home.

Ifra Jahan
Class : Ten, Section : Amelia

Peace

A dark hand touching a light hand,
A young face looking into an old,
All people working together,
For a goal to be told.
A stranger and stranger together,
A foe and a foe are now friends,
All people helping each other
Making beginnings meet ends.
A heart understanding another,
A soul reaching out to a soul,
All people feeding their elders,
With plate, fork, spoon and bowl.
A rich man helping a poor man,
A convict dancing with a child,
All people put aside their differences,
And share a hope that is wild.
A shout comes out from the open,
Like a footstep falling on sand,
All people together proclaim,
'Now there is peace in this land !'

Keya Akter Meem
Class : Twelve, Section : Galaxy

Love Yourself

Life is more beautiful
Knowing taken a loan
On death.
No need to live your life
Based on the standards
Of others.
Our past might be
Dark, painful, difficult
For someone might be
Their tomorrow?
We might stumble or fall down
But still there is hope
As long as we are alive.
We all are made with all
Of our faults and mistakes.
Our nightmare will repeat
But it will be sunrise again
Our answers are also inside ourselves
We just need to find them
Our future is now
And our now is as living
Our future.
But everyone cannot love you.
There is no one like you.
Don't run from yourself
Embrace yourself
As hard as you can
Falling love with yourself
Once again.
Because life goes on
As long as you live.

Afsara Binte Momin
Class : Five
Section : Redbel

MY TOUR IN CHINA

beijing
guangzhou
shanghai

I was selected to take part in International Math Competition in China. It was my first trip in China with my family. I stayed there for 10 days. I went there on 18th July, 2019. First, I went to Shanghai, China. I stayed there for 4 days. Shanghai is a small city in China. Shanghai has become one of the most important financial centers around the world. On the 1st day in Shanghai I visited IFC Mall. It is a very big mall. I wandered there for two hours. I also visited Yu Garden in China. It is an extensive Chinese garden in Shanghai. It was built in 1559 by Pan udyan. This was during the Ming Dynasty. After Shanghai I went to Guangzhou. On the first day in Guangzhou, I took part in the international math competition. I also went to visit a Museum of Guangzhou. On the second day I went to a big amusement park. There are many rides. I enjoyed them very much. I saw there a circus place. There are also a Chinese singing band group. Beside the park there was a big water park. I also went there. Then we returned to hotel. On the third day, I went to the Mountain View. I saw there many ancient things. I got up there in cable car. I watched there a 5D horror movie. Then in the afternoon I went to a jewellery shop. The jewellery shop is only for pearl jewellery. My mother brought a pearl ornament there. Then in the afternoon we went to the river cruise. From river cruise we saw the Canton Tower. It is 120 storied. The Canton Tower is made of glass. The canton tower was constructed as a composite tube. In tube design. It is made up of glass and steel. After Guangzhou I went to Beijing, the capital city of China. On the first day of Beijing, I went to the summer palace. It is the history of the Dragon Lady and the Palace. The summer palace is a vast ensemble of lakes, gardens and palaces in Beijing. It was an imperial garden in the Qing Dynasty. In side includes Longevity Hill, Kunming Lake and Seventeen Hole Bridge. We went to the Great Wall of China. The Great Wall is one of the seven wonders of the world. The Great Wall of China was built over centuries by China's emperors to protect their territory. This period of construction began about 214 B.C and lasted a decade. Hundreds of Thousands of soldiers and conscripted workers laboured on the project. After the Great Wall visit, we went to see the Olympic Stadium. The Olympic Stadium (National Stadium) also known as the Bird's Nest, is an 80,000 - capacity stadium in Beijing. It was my last day to hang out in China. The next morning we left for Dhaka. It was an excellent experience in my life and also a wonderful explore to me.

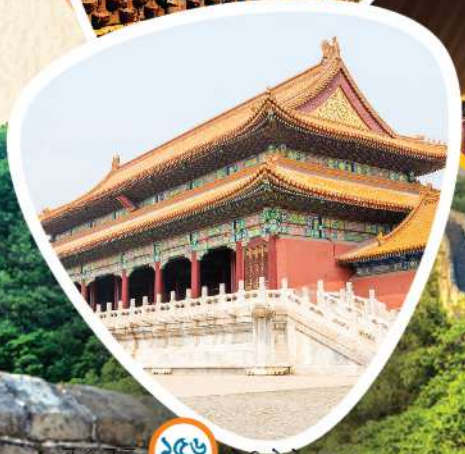

Sleep Paralysis

Tahiya Hasan
Class : Six, Section : Azalia

Growing up, sleep paralysis was never a big problem in my life. Although, some people may experience it once or twice. Some experience it more than that. But what exactly is sleep paralysis? A demon? ghost? a disorder? No. it's none of those. Sleep paralysis is the feeling of being conscious but unable to move or speak. It occurs during the transition of wakefulness and sleep. You may feel pressure of a sense of choking during sleep paralysis. You might also feel or see a shadow figure near you. You might feel frightened and scared as well. But in reality, sleep paralysis is completely harmless and only so normal.

Sleep paralysis can be trigerred by insomria, stress or anxiety or even sleeping on your back. As I said, sleep paralysis never caused me major issues, but one particular event may be an exception. It wasn't very long ago. I vividly remember what happened.

Maybe around February or March. The school was closed due to the rise of covid cases. One night, I suddenly woke up. I thought it was morning as faint sunlight was visible from my window. I was about to get up until I noticed my arms and legs were completely numb. Rather my whole body was paralyzed. I tried to get up but my body refused to move. At a point, I was convinced all of this was a dream. I shut my eyes closed trying to wake up from the terrible nightmare but nothing changed. I noticed a shadow figure in the corner of my room. Just standing there, observing my room. The then me was even more terrified of what was happening. I closed my eyes chanting to myself : 'this is just a dream'. 'I'll wake up anytime'. And finally I fell asleep.

When it was morning, the first thing I did after waking up was to check if I could move. Fortunately. my senses were back to normal and I could move my body free to my will. I checked the place the figure was standing previously and it was gone. The same day, I searched up all that happened and anything relative. I became relieved to know It was not any curse or spirit, rather a completely normal phenomenon.

Now, the figure, it may be referred to as the sleep paralysis demon or the the demon of sleep. For some it may be shapeless, faceless presence trying to suffocate them. Others describe it as a creepy old hag with claws. Some see an alien and experience what they believe is a full on alien abduction. And for other, the demons look like dead relatives. In Japanese folklore, It is said that it's a vengeful spirit that suffocates its enemies in their sleep. In Brazillian folklore it has a name- Pisadeira, which is Portugese for 'she who steps.' She's a crone with long fingernails who lurks on rooftops at night, then walks on the chest of people who sleep belly up on a full stomach. But the question, is it real? The answer is, No. While these 'demons' or figures may be scary it's only our mind playing tricks on us and hallucinating. There is absolutely no reason to be afraid as it isn't ever real.

Sleep paralysis doesn't need any treatment in general. But there are ways to treat sleep paralysis. Getting 6-8 hours of sleep, having a sleep schedule etc. are ways to treat sleep paralysis. Sleep paralysis may be scary and terrifying for most. But for me, it's a fun and interesting thing to experience.

Sidratul Muntaha Jui
Class : Seven, Section : Angelina

THE TALE OF VERONICA

Once there was a girl named Seralin. She used to live with her family in a small city of Terkey. Seralin was very intelligent and thoughtful. She grown up seeing the stories of ghosts, paranormal activities, exorcism etc. So besides her studies she used to research about them. It was her birthday; she was quite enjoying the party but she could feel someone present behind her. She understood that it was a kid. She went to her room and did some rituals to wake up the kid's soul but she failed. But little did she know that it was a woman's soul.

After that incident she felt uncomfortable and unstable. She couldn't focus on anything. She again did the rituals and got to know that it was a woman's soul. She also got to know that her name was Veronica and she had a kid.

Seralin decided to visit the city's very renowned Imam named Ishtiaq Mubin. She told him about those things and the Imam informed her that she will be possessed anytime. Seralin was scared. But she wanted to know the story.

Imam Mubin said that there was a very gorgeous and pretty lady named Veronica. She was very sweet and kind to everyone. At the age of 25 she got married with Robert Lew. They lived happily. But Veronica couldn't get pregnant. So Robert left her. She was very angry and sad. So she prayed to Devil and worshipped the devil. The devil gave her a child. She used to rear him with care. But at the age of 7 Liam (Veronica's Son) started to behave weird. She asked the devil why he was behaving like that. The devil told her it is the time to take Liam. She felt like losing the whole world. After some days the devil took Liam. And Veronica used to kill all the 7 year old kids. So after 1987 a Church Father killed her and burried her under a home.

Seralin asked, 'Which home?' Imam replied, 'I don't know Seralin. I only know about the story.'

Seralin thanked the Imam and went home. After going home she heard that in the summer vacation she and her brother have to clean the garden area. Seralin was pissed off.

On the first day of summer vacation, she and her brother started to do the work. After somedays Seralin's brother John found a box under the soil. He gave it to Seralin and Seralin took it away. He realised that Seralin was behaving strange. So he made fun of Seralin but he fell down from the tool to their swimming pool. Seralin was shocked and scared.

At night, Seralin opened the box and found some papers, broken dolls and some pictures of a woman and her son.

Seralin understood that it was the picture of Liam and Veronica. Seralin cried seeing the picture of them. But by seeing the background of the photo she got to know that it's none other than their hallway. She ran to hallway and saw that her father, mom and her brothers.

She called her brothers with her and told her mom that they are going to get something for her project. But john was very angry. Seralin told him the whole story and about the incident and the box. She went to Imam, she told Imam about the whole story.

Imam quickly did some rituals and he got to know that Veronica wants a child and she liked Seralin as her child. She told the Imam that she will kill Seralin and take her soul to give the Devil. Then she will get Liam back.

Imam told the whole thing. Seralin was shocked but stayed calm. She asked the Imam in there are any ways or not. Mubin told Seralin that in the garden of their home, there is the body of Veronica. They need to do the rituals of 'Valdimar' to save Seralin. They went to Sera's home and started digging holes everywhere.

John was helping Imam and Seralin told the story to her mom and dad.

Seralin's family was crying. She calmed everyone and went to help them. As soon as she went to the garden she saw Imam Mubin was crying and asking for Veronica's forgiveness. Seralin was confused for a moment but then John gave her the book that he found in Mubin's bag. Seralin saw that there was a picture of Veronica and Seralin. Seralin read the story of Veronica and then she shouted. She told Imam Mubin how he could lie about this matter. Imam stayed quite and asked for both's forgiveness.

But Veronica killed Imam Mubin and touched Seralin's face and kissed her forehead. Then she vanished.

Basically, Veronica asked for a girl to the Devil. But instead of a girl the devil gave her a boy. She also asked for Robert's death. But the devil gave Veronica a bottle. He told her to feed it to Robert. Instead of feeding it to Robert she fed it to her pet dog. But the dog died. So she got very happy that it worked. She called Robert and her brothers to show Liam to them. She mixed the liquid to Robert's plate. But her brother took that plate just after eating the food, her brother died. It took only 2 minutes for Robert to understand the whole situation. He killed her and Liam. Then burried them at their garden. And Robert started learning rituals. So he planned to kill Seralin as she wanted to know the truth of Veronica. But Robert failed...

“Imam quickly did some rituals and he got to know that Veronica wants a child and she liked Seralin as her child. She told the Imam that she will kill Seralin and take her soul to give the Devil. Then she will get Liam.”

Mother Teresa

Beautiful Mind is better THAN THE FAIR COMPLEXION

> The society has changed the definition of beauty. Nowadays it is only meant as having clear fair complexion. In fact, Someone is said to be beautiful if he/she has pure and beautiful soul.

Sidratul Muntaha
Class : Eight, Section : Anjelica

One day I saw a headline 'Demand for Fair Bride' in a newspaper. when I read it I was very sad because in today's world people have such cheap thoughts in their mind. So, this made me write article on this topic.

'Beautiful mind is better than fair complexion.' There is no doubt that in our society, it has almost become an obsession to have fair complexion. The reason for this is not fair to seek. Fair complexion, especially in woman is highly valued. Women spend a lot of money in makeup and cosmetics. They spend a lot of money on cosmetics and fairness to get rid of their tanned skin.

'Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart.' This saying conveys the significance of inner beauty. Our behaviour in society, our acts of kindness and compassion, gracefulness and empathy-all reveal our inner beauty or beauty of mind. So, instead of giving preference to a fair complexion, one should look at the inner beauty which provides us perceptual experience, pleasure and satisfaction, inspiring us to

perform good deeds and actions. As Gautam Buddha said. 'Rule your mind or it will rule you.' It means that we have two choices either to rule our mind or to get to be ruled by it. A beautiful face may help you to look attractive whereas a beautiful mind will help you to conquer the world and it is the most powerful weapon. The biggest example of beautiful mind is better than a beautiful face is Mother Teresa. a humanitarian. She was from Ottoman Empire but came to Calcutta, India. She was never admired for her beauty but she was considered as a symbol of love, care, passion and selfless charity. Her only goal was to serve the nation without asking for anything in return. There is a long list of such people that excelled in their lives with modest appearance and lifestyle.

The society has changed the definition of beauty. Nowadays, it is only meant as clear fair complexion. Someone is said to be beautiful if he/she has pure and beautiful soul. Beauty exists in the mind. Outer beauty fades away soon as the age increases. Beauty is temporary. A person is judged by his/her character, nature, thoughts. If you have seen Miss world 2017 Finale contest, there were 5 finalists. One of them was Magline Jeruto, Miss kenya, a dark complexioned girl. If the complexion would be the component of beauty, would she be among the top finalists?

Our skin is just a wrapping paper of our body, which are in different shades. It will become shrinked, wrinkled and as we go old. What is there within us means a lot. It defines one's character, our behavior in society, our acts of kindness, compassion and gracefulness-all reveal our inner beauty.

In my opinion beauty is not having a pretty face. It is about pretty mind, pretty soul and pretty heart.

Magline Jeruto, Miss kenya

Problem Solution Question Am I Happy Correction

Afifa Jahan (Tohfa)
Class : Nine
Section : Rajanigandha

Problems are constant in life. When you solve your health problem by buying a gym membership, you create new problems like getting up early to get to the gym on time, sweating like a meth-head for some minutes. So, the solution to one problem is merely the creation of the next one. Actually, problems never stop; they merely get exchanged and/or upgraded.

Happiness comes from solving problems. If you are avoiding your problems or feel like you don't have any problem, then you are going to make yourself miserable. The keyword here is 'solving'. Happiness is therefore a form of action. The solution to today's problems will lay the foundation for tomorrow's problems and so on. True happiness occurs only when you find the problems you enjoy having and enjoy solving.

Here's the thing that's wrong with all of the 'How to be happy' shit that's been trending all the time on social media but here's what nobody realizes about all of this crap :

'The desire for more positive experience is itself a negative experience. And paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience.'

It's what the philosopher Alan Watts used to refer to as 'the backwards law.' The idea is that the more you want to pursue feeling better all the time, the less satisfied you become. The more you desperately want to be gorgeous, the uglier you come to see yourself. As the existential philosopher Albert Camus said, "You will never be happy if you continue to search for what hapiness consists of."

What's interesting about 'the backwards law' is that it's called 'backwards' for a reason. If pursuing the positive is a negative, then pursuing the negative generates the positive. The pain you pursue in the gym results in better all around

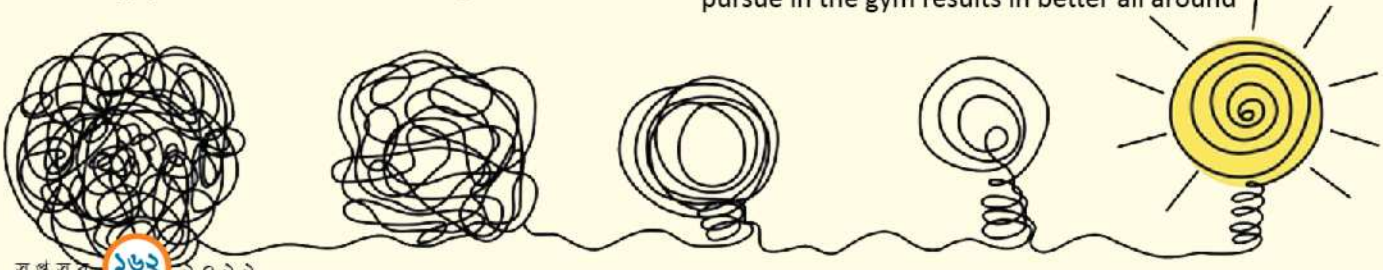

health and energy. The failures in business are what lead to a better understanding of what's necessary to be successful. Being open with your insecurities paradoxically makes you more confident, happy and charismatic around others. The pain of honest confrontation is what generates the greatest trust and respect in your relationship. Suffering through your fears and anxieties is what allows you to build courage and perseverance.

So whatever the problems are, the concept is the same: solve the problem, be happy. But unfortunately for many pepole life doesn't feel that simple. That's because they messed things up in at least one of two ways :

1) Denial : Some people deny that their problemss exist in the first place. And because they deny reality. They must constantly delude or distract themselves from reality like they listen songs all day long and have been pending their homework and necessary stuff. This may make them feel good in the short term, but it leads to a life of insecurity, neuroticism and emotional repression.

2) Victim mentality : Some choose to believe that there is nothing they can do to solve their problems, even when they, in fact, could. Victims seek to blame others for their problems or blame outside circumstances. This may make them feel better in the short term; but it leads to a life of anger, helplessness and despair.

Pepole deny and blame others for their problems for the simple reason that it's easy and feels good, while solving problem is hard and often feels bad. Forms of blame and denial gives us a quick high.

Actually happiness requires struggle. It grows from problems. Joy doesn't just sprout out of the ground like daisies and rainbows. Real, serious, lifelong fulfillment and meaning have to be earned through the choosing and managing of our struggles. Whether you suffer from anxiety or loneliness or obsessive compulsive disorder or a dickhead boss who ruins half of your working hours every day, the solution lies in the acceptance and active engagement of that negative experience, not the avoidance of it, not the salvation from it.

Now, let's take a challenge. Firstly, write down some habit that you want to pursue in your day to day life permanently.

Then constantly follow those habit just for 21 days because philosopher Whitt Shed said, 'When we do a work just for 21 days regularly it will become a habit.' So, the problem that you want to solve that can be anything like you want to be kind more or you want to follow a balance diet or something else. After accomplishing those tasks for 21 days, ask yourself, ' Am I Happy?'

Enjoy Your Youth

Nubiha Tayseer Hossain
Class : Nine
Section : Sondhamaloti

Youth is the time for enjoyment; childhood is a time to make friends, build your foundation. It is the time when your brain works the best. You can laugh and learn together with your friends and parents. Since the age of four, we all have a tendency to share our views and experiences with others. Kids share them with their parents but teenagers hesitate to do so most of the time. Most of them do not like to do so because they think they have a big 'Generation gap' or something like this. But you must remember that finding good friends are difficult but you have your parents with you who are always there for you.

So, you should share your problems and experiences with your parents. You should turn the respect into love for your parents.

A lot of us are there who do not have good friends/besties/buddies, but have cousins and siblings. I think siblings/cousins of similar age can be great choice to be friends with. Beacuse in this 21st century; we, teenagers can't live without company. A good sibling can make you happier. I believe, those who have childhood sweethearts are the luckiest in the world. They can accompany you in your good and bad time. They can help you sorting out your problems, lend you things and also treat you.

If you have a bestie as your neighbour or bestie as your sibling then there would be a fantasy life for you.

You can roam together, go shopping together, treat yourselves and also do sleepovers just like Chinese dramas. Sounds impossible, right? Maybe. So, in this stage of life, we must try to find a good friend.

The main work of a student is to study and learn. We must create hunger to learn, to know and to discover. We liked to know in earlier times but now this virtue is being lost among students. When we do bad in exam, we decide to work hard and get a good result afterwards. But when we get a bad or medium result repeatedly, a monotony is created inside us. For that reason, we need to find motivation. We need to think like this- 'I want to become a doctor and serve others. For that reason, I must work hard and get more scores. I want to learn more to achieve my dreams.'

We must create hunger to learn, to know and to discover. We liked to know in earlier times but now this virtue is being lost among students. When we do bad in exam, we decide to work hard and get a good result afterwards.

If this does not work for you then watch MOTIVATIONAL VIDEOS on youtube. If you like anime you can watch anime study motivation or if you like drama (any particular drama) then you can watch drama study motivation. If this also fails to motivate you then go to visit a slum. You can see there how difficult life is. If you want to get a comfortable, smooth and bright future then you must work hard. There is still time, you can change your destiny. You should love learning. You should find it interesting. You should learn to face exams and challenges. You can get your parents or a teacher to guide you. Parents are the best guides but if older siblings/parents can't manage time, so you can choose a tutor. We are bored of study, right? But have you ever thought of making your boring notes and exercises interesting. I can share some ideas. You can use colourful highlighters, markers, stickers, pens etc. to make it interesting. Read-understand-practice, that's it. For the reason of gaining knowledge we must read books. We must like study if we want a great future.

We are fond of entertainment especially cyber entertainment. We can watch TV or listen to music for a certain period. But we musn't waste our precious time on thinking unneccessary things. We can watch movie once or twice a month. Let not anything snatch your creativity away, okay? We must choose suitable things for our entertainment which will not cause of any mental damage.

In conclusion, I want to say that cherish every moment of your life beacuse you only live once. Enjoy your life but don't waste it. Leave good memories for future and be happy. you will be okay, In sha Allah!

IS NOT EGOISTIC

Summaya Rezbin Areeba
Class: Nine, Section: Sangu

Self-love is a positive attitude towards life. Self-love is the act of valuing your own well-being and overall happiness. Loving yourself is not selfish, not egoistic. It's essential, mostly for your mental health. You will see that if you love yourself more, you will feel better, you will have more opportunities and even your relationship with others will improve. I may sound like I'm giving you some cheesy advices. But trust me, once you start loving yourself you will feel way much better. Loving yourself, doesn't mean having ego, attitude and just being all about yourself. Self-love means having a high regard for your own well-being and happiness, taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others.

We live in a world of perpetual low self-esteem. Without us knowing it, it affects every aspects of our lives. From how we think of others to how we think about ourselves. When negative thoughts are generated, either in our head or through other's comment, it negatively affects the way we end up feeling about ourselves. Unbounded low self-esteem can lead to mental health issues like anxiety, depression, stress and more further health problems.

Self-love can heal this type of mental health problems. It's the most natural and easiest way to heal form anxiety and depression.

Self-love and depression don't naturally go together because when you have depression, it's hard to love yourself. Being constantly bombarded with negative thoughts about how you're not good enough or how you'll never amount to anything doesn't exactly help your self-esteem. You get inside your own head and tell yourself that you're not worthy of love. Often the solution is to seek affirmation of love from outside of the mind. When we're depressed, we rely on friends or family to tell us that we are lovable. But no matter how many times they tell us. It will never matter if we haven't learned to love ourselves. When you're depressed, everything around you seems so meaningless. You just wanna disappear. But if you can accept yourself as who and how you're, it will be much easier for you to recover from it.

It can be far easier to love others because we can only see the best sides of them. When you're the only one person who sees yourself for what you present to the world and knows the ugliest parts of yourself, it can be hard to practice self-love.

Think of the person whom you love the most and ask yourself, ``What would you do for that person on a bad day?'' Most likely you would do your best to help her recoup her energy and bring a positive light to whatever situation she finds herself in. You would love her even on a bad day. Do this for yourself. Love yourself as you love others. Being able to love yourself when you have anxiety, depression or any other mental health issues is difficult, but it's still important. Give yourself priority when you're feeling extra crummy.

It's fine to be depressed, suffer from anxiety, be traumatised. I mean who doesn't have problems in their life. Everyone has their own problems in their life. If it is a problem then it also has a solution. Just believe in yourself and try, you will find the solution. Don't blame yourself for not being able to do it or that. Just accept yourself as you're. Nothing is perfect in this world. Everything has its own weakness. So just let it be. But you know what nothing is impossible if you try hard. So I hope one day your weakness will become your great strength if you believe in yourself. Loving yourself can make you feel at a great case; no matter which critical situation you're in. If you run away from the problem without trying or analyzing it, how could you be able to find the easiest way to solve the problem? You have to give it a try in order to see how much you're capable of it. As I said before, nothing is impossible if you try and work hard for it. So just believe in yourself and give it a try without thinking about the result.

“It can be far easier to love others because we can only see the best sides of them. When you're the only one person who sees yourself for what you present to the world and knows the ugliest parts of yourself, it can be hard to practice self-love.”

RISE FOR A CHANGE (RFAC)

Tahsin Tabassum Moon
Class : Eleven, Section : Electron

RISE FOR A CHANGE
TOGETHER FOR A BETTER FUTURE

The onset of the pandemic last year has affected our lives in more ways than we imagined. Health wasn't the only issue we had to worry about. Besides the hurdles we faced on an individual level, we were also struck by a wider range of social challenges. The social concerns we shared as a developing nation doubled during the pandemic. There was an escalating rate of unemployment, poverty, dropout, and especially gender-based violence. Bangladesh became one of the top nations to have the highest number of physical assault cases reported in a year. Movement against unconsensual physical assault spread across the country. But as soon as the intensity of the movement died, there weren't many people to stand by the survivors or to address the stigmas surrounding the issue. Amongst this ongoing surge of increasing social problems, some of my friends including I decided to stand out and take a substantial step forward. After months of research, we laid out a framework to address and effectively mitigate the concerns we share as a society. In December 2020 we launched 'Rise For A Change (RFAC)', a youth organization formed to fight against the deep-rooted social problems of the country including, but not limited to gender-based violence. RFAC is a versatile and adaptable youth organization with an inclusive community and exclusive strategies to build a better future.

Based on our research, we divided our organization into 5 distinct teams: Fact-Finding Team, Listeners and Counselling Team, Publication and Documentation Team, Public Relations Team, and It Team. The organization is headed by a governing body of five including me serving as the Deputy Secretary. The Fact-Finding team has been assigned with the responsibility of researching existing laws, conducting surveys, and find effective strategies to address the obstacles at the grassroots level. The Fact-Finding Team also has a special division where one can report any cases of harassment anonymously ensuring their privacy. During the pandemic, a larger than average share of young adults (ages 18-24) report symptoms of anxiety and/or depressive disorder (56%). Thus keeping the importance of mental health, which is often neglected in our society, we formed the Listeners Team. The Listeners Team is the place for a safe conversation because we ensure a team composed of nonprofessional yet competent and empathetic girls. The team members receive guidance from a professional, and privacy and protection of the identity of the person approaching us are guaranteed. The team is always there to hear out anyone's trauma, depression, anxiety, and help them heal. Sometimes all we need is someone willing to talk to us about these feelings without being judgmental. And that's

why Listener Team is here, remaining true to its name: to listen to you because you matter. The Publication Team and Public Relations Team help us to address the stigma surrounding social concerns and affiliate with other organizations working with the same goal in mind.

In the last 1 year, our organization has been able to successfully solve 17 cases related to harassment and bullying, among which "Project RedDawn" has got a massive response after being posted from the official Facebook and Instagram page getting the consent of the survivor. Through that, we showcased how and when the traumatizing experience took place with the survivor and how RFAC helped her escape that and find justice. Our Listeners Team also had a busy time throughout the pandemic helping teens heal from what they had to go through by conversing with them at their convenient time in their preferred method. Till now, the Listeners Team has helped around 70 different people to get out of their trauma and depression.

In spite of that the situation of our country urged us to do more. So after doing more in-depth research, we realized the inevitable importance of financial independence of a woman and undertook the 'Project জয়িতা'. The goal of this project was to financially support marginalized women of the country who have the willpower to do something but are laid back for their financial barriers and facilities to help them become self-employed and empowered. There was a call for funds online and many celebrities including Nafees Iqbal, Sabila Nur, Tasnia Farin and general people responded to it. For two months, we searched for eligible candidates who could actually use our support to do something great. Depending on their skills and expertise, finally we got 14 women of different age groups and from different parts of the country ranging from Rajshahi to Cox's Bazar and provided them with financial aid or essentials required for a startup. Among those 14 were determined students, widows, single mothers, victims of domestic violence, expatriates returning to the country and many more. Besides considering the consequences of the stricter lockdown imposed during Ramadan, 30% of our fund was utilized to provide food materials to 74 underprivileged families from Dhaka, Chattogram and Pabna which would last a family of 4-5 members for 10-12 days. Project জয়িতা has also been covered in different national and local newspapers including some renowned online portals.

RFAC is to engage effectively by taking on projects against social problems and crises. Besides, we also carry on different awareness-based programs through our social media pages regularly. In the future, we want to extend our programs and projects surpassing the national borders to the International arena. We are working on our way to develop an app and website where we'll be providing better and more convenient ways for the Listeners and the Fact-Finding Team to work on different cases and for our programs to reach a greater audience. People can easily report cases of harassment with less hassle and also seek the help of the Listeners Team in a more convenient way. Besides, we aspire to make a difference by taking on a challenge with other social problems too as time unfolds. The change will come slowly but surely in Bangladesh. The framework of our organization is laid out in a way to achieve the best possible results within the least possible amount of time. Social challenges are tackled effectively with the help of its trustworthy members and distinct teams. There are sheer differences between every one of us. It may be our political preferences, ideologies, favorite songs, or minuscule things like our eye color and fingerprint. Despite such contrasts, people, irrespective of their gender, age, and color, need to be united to be vocal about these matters. We are here, together for a Better Future, because in times of dire situations society needs dynamic actions.

Rusafa Nabiha Tahseen
Class : Eleven
Section : Electron

Why Are Footballers Paid SO MUCH MORE THAN DOCTORS?

If you are thinking the title is like a clickbait, no, you are wrong it isn't. Football players are more valuable than ever. They aren't just paid higher than doctors, world-class players like Lionel Messi earn over £7m a month. That's nearly 600 times the salary of the Prime Minister. Not just that, his wages make him among the Top 5 highest-paid celebrities. During transfer windows most of the European media often questions, "ARE FOOTBALLERS OVERPAID?" To simply answer this question, I would say "NO, they aren't".

What footballers do is work out, few hours of practice, 90 mins match, and some media interviews. For this, they get paid around tens of thousands of pounds weekly. While Messi is set to earn $41 Million per year in PSG and Ronaldo follows with $34 Million per year in Manchester United. This might make you think is Lionel Messi and Cristiano Ronaldo's dazzling on-the-pitch performance worth such an exorbitant amount of money? Now even during this global uncertainty and a world public health crisis why do players like Messi and Ronaldo earn so much more than this frontline healthcare fighter?' Well,

Professional footballers are increasingly paid more with each passing year. Wages for many other professional jobs like doctors, teachers, and social workers have been stagnating for decades, whereas else most footballers earn more money in one week than most people in a year.

Then Again Why are Footballers paid so much?

Footballers are paid so heavily due to current market forces of supply and demand. The globalization of western capitalist ideals has only meant one thing for football; more money. Nowhere has enjoyed making more money than the top five European Football Leagues.

These top five leagues generate billions of dollars in revenue every year and are willing to pay millions for elite footballers with world-class skills, to attract more football watchers. The more they get

revenue, the more they are willing to spend over these players. Over decades, players have gained more control over the negotiations regarding wages.

Footballers are paid more than doctors because at their job their trade generates more money. For the 2020/21 season, it is expected that each first-team footballer will generate over £10.2 million adding up to a total league revenue of £5.1 billion.

Compared to the average physician, neurosurgeons have an average annual salary of over £271,857. Footballers would have to break a sweat and work nearly 5 weeks to earn that amount of money. Of course, the highest-paid players would only need to work a week or less!

HOW AREN'T FOOTBALLERS BEING OVERPAID?

Footballers are not overpaid. They earn high wages due to the market forces of supply and demand. Additionally, the matches they play in generate millions and billions of pounds each year. For the uniqueness of their abilities and the amount of revenue they generate, they are paid quite fairly.

SHOULD PLAYERS BE PAID LESS?

Whether or not footballers should be paid less depends on if their market value decreases. Currently, elite footballers are in short supply and their skills generate huge amount of money. If the market becomes saturated with world-class footballers, or fans stop spending money to watch football matches, then footballers will be paid less.

When people all over the world compare footballer salaries to average and median wages, they can't help but think footballers should be paid less. Most people have to work very hard at their jobs. So, it's hard to imagine someone else working hundreds or thousands of times harder to justify their earnings.

Professional footballers are paid extremely well. World-class players will continue to be paid huge sums of money until football fans around the world stop paying to watch football. If anything, footballer salaries in the top divisions will only continue to head to the moon. If you still think that footballers are overpaid then question this to yourself while watching QATAR World Cup 2022, "WILL IT BE WORTH IT TO MISS THESE MATCHES?" If the answer is no, then it's simple footballers aren't overpaid, they are just highly demanding; that's why they are paid so well.

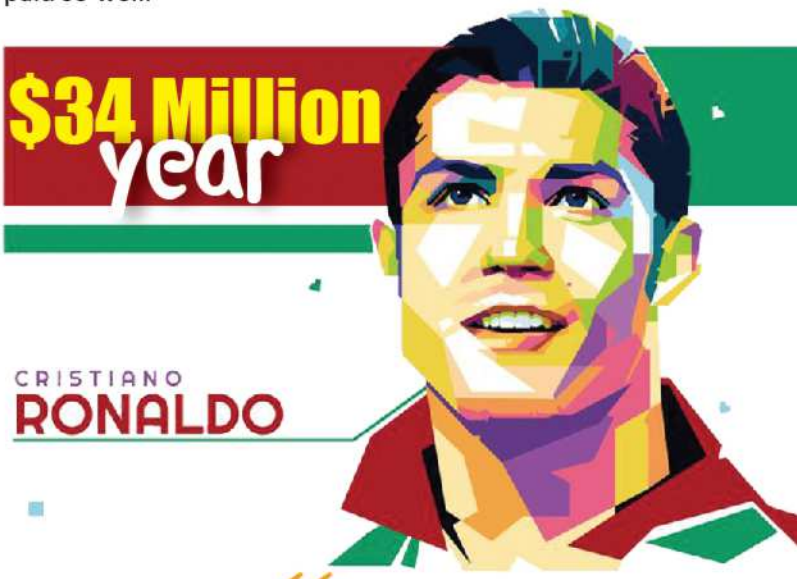

"then it's simple footballers aren't overpaid, they are just highly demanding; that's why they are paid so well."

Md. Ridwan Ullah
Assistant Teacher

FREEDOM from MORAL DEGRADATION
THE SUSTAINABLE WAY

Numerous reports have been published that one third of the population of Bangladesh is young people who as just can contribute to the welfare of the country, as well as can push the country towards decisive backwardness as we are observing. At present time, many of them are going astray involving in different dangerous activities where achieving sustainable development depends more on improving the moral values of young people. The nation is in dire need of identifying ways to escape moral degradation to involve young citizens in the country's upliftment.

Reformation of parents, the first need:

One of the most famous Arab proverbs is "You do not reap grapes from thorns." To guide children to salvation, parents must be reformed first. Parents must rectify their beliefs and paths, and accustom themselves to the righteousness. The holy Prophet, peace be upon him, had been raised to instruct man into morality. He says, "I have been sent to bring noble qualities into perfection" (Bukhari).

Taking care of children from childhood:

Parents are responsible before everyone else. The first teacher for children is the mother and then the father. Therefore, it is obligatory to take care of children from childhood to protect them from degeneration in youth, for example:

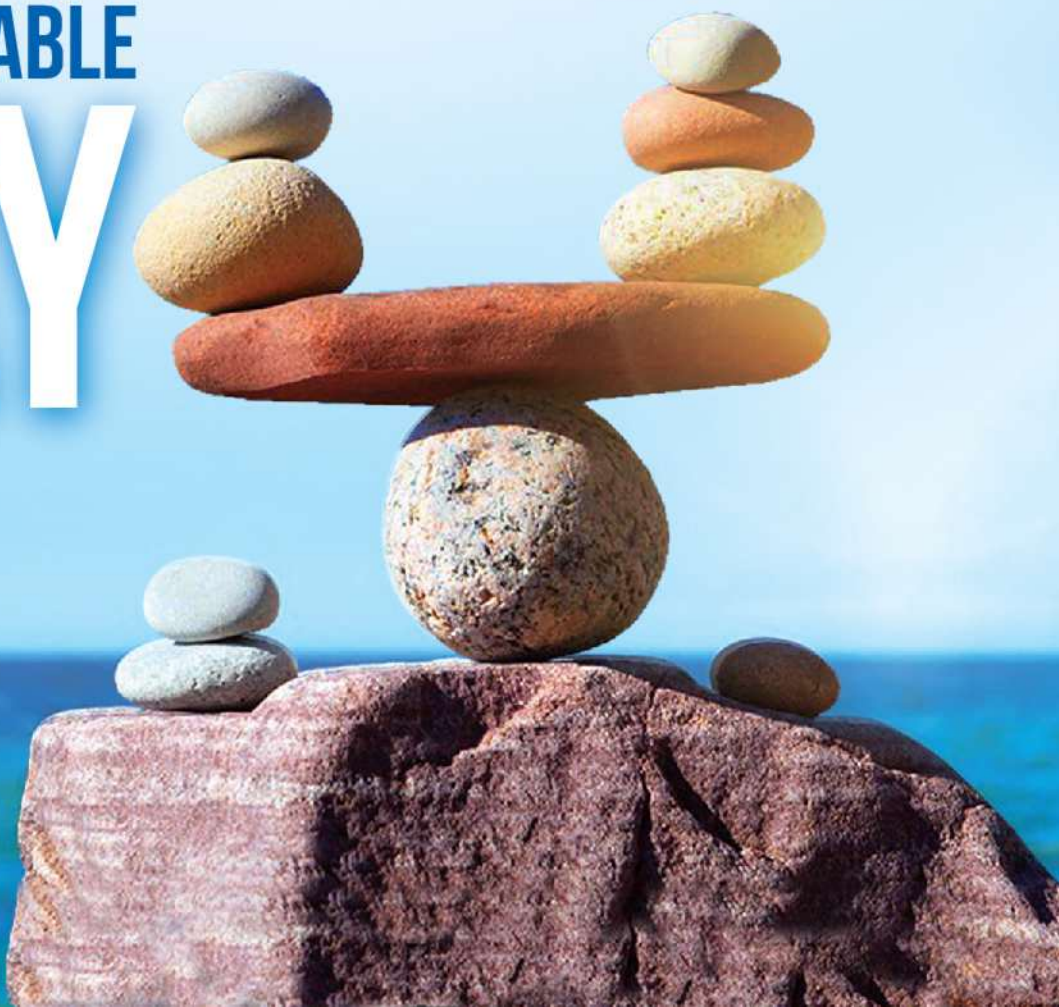

> Inculcating Islamic values and morals in the hearts of children, making moral education mandatory and giving advice in every educational institution to save both of teachers and students from moral dilapidation.

1 Communicating with children with good and positive words since they reach the age of understanding speech, so that they get used to the divine culture
2. Sending children to centers for teaching the Holy-Qur'an in childhood or at home, if it is not possible
3. Affirming good environment and companionship for them
5. Keeping them away from sensual contact after puberty
6. Enuring them to the practice of hijab after puberty
7. Getting them used to reciting the Noble Qur'an and understanding the meanings of its verses.
8. Accustoming them to perform prayers five times daily
9. Teaching them the main elementary Islamic guidelines
10. Keeping mobile phones free from illegal means and replacing Islamic programs in it
11. Familiarizing children with studying the interpretation of the Noble Qur'an, Prophetic hadiths, and Islamic manners
12. Good counseling, family bonding, healthy recreation, exercise, and patriotism education
14. Developing the mentality of social service among children since childhood
15. Giving time and talking to them in positive manner and paying attention to the simple needs of children, teenagers and young
16. Accommodating them to read different books from early age

Reforming Teachers:

After the parents, the academic teacher is responsible for reforming the morals of the children. Rather, the teachers are more responsible than parents. Muhammad, peace be upon him, has been sent as a teacher. He, The Messenger, said: "I am to you in the position of a father, I teach you (Abu Daud: 8)" But if the teacher is immoral, how can he show the student the right way? We can recommend some exemplary ways to reform misguided teachers for the betterment of the education such as:

1. Honest teachers must resist these corrupted teachers in educational institutions, such as schools, colleges, and universities.
2. Conducting appropriate punishment for teachers who force male or female students to any type of forbidden works that can lead the students to the way of degradation.
3. Inculcating Islamic values and morals in the hearts of children, making moral education mandatory and giving advice in every educational institution to save both of teachers and students from moral dilapidation.

Reformation of the society :

i. Assuring proper upbringing and strengthening of moral values in the family
ii. Establishment of the joint family system
iii. Strengthening ties between community members. There are four types of social bonds that bind us together: attachment, sharing, commitment and belief, said Hershey, the American Sociologist.
iv. Involving young people in different social activities, including sports and raise awareness of juvenile delinquency.

We can't change a country without reforming person, family and society. So let start reformation from person and lay a strong stone to build a sustainable society and secure a resilient future for the people of the world through saving young people from moral decay and ideological collapse following the methods of the Prophet Muhammad, peace be upon him.

S M Arman
Lecturer in English
MA in ELT
(English Language Teaching)
University of Dhaka

WHY CAN'T STUDENTS LEARN ENGLISH?

Generally, students do study different subjects, memorize the contents with no applicable knowledge, and switch classes. At one point, they do not remember anything they have studied in their school or college and wonder why they have studied those many years. They appear for exams and struggle hard to score marks and somehow with the parents' emotional influence, they get into higher education and continue their education for another three or four years based on their course requirements. Still, all the toil is for the one job to establish their career.

English is being taught in schools like other subjects without practical use as a language. The English teachers of the school and college teach building vocabulary, prose, poems and repetitive grammar topics almost at all levels segregated for the students' cognitive levels. Some teachers teach English classes with bilingual language to make them understand the context that should strictly be avoided. They might expect the teacher to be bilingual for their comfort all the time.

Students have studied English in diverse environments and are taught by school and college teachers at different levels. They study essays, poems and master themselves to answer the questions based on the blueprint to score marks. The argument is that most of the schools teach English to pass the pre-planned exam rather than improvising the four skills. To be more specific, the teachers teach Reading and Writing skills consciously as the questions are framed on it, however, it is hard to realize that the majority of the students are not able to construct sentences on their own and have a poor reading and comprehending skills. Speaking and Listening skills seemed to be untouched where they have very less or no exposure at all. As a result, there is no active second language acquisition as such.

Students are more comfortable to communicate in mother tongue than to use the second language. Even after many inspirational lectures and continuous motivation to speak English, they do not practice it meticulously. They get motivated for a while during the lecture but get back to their original state shortly. The followings are some of the common difficulties found in students.

Mother Tongue Influence

Grammar

Making meaningful sentences

Slow thought process

Lack of Vocabulary

Poor listening skills

Pronunciation and Accent

Differentiating the spoken and written language

Fear to face and speak to Public

Translating mother tongue to English.

Hesitation/ Shyness

Inferiority Complex

No ready mind to speak

Not exposed to English speaking environment

The students of this generation are gifted to get exposed to the available astounding global technologies and learning platforms in Internet. Self-directed learning should be encouraged. Some of the points are listed down to shape their language quickly:

Ted Talks

* YouTube
* Reading Short Stories
* Initiating thinking process in English
* Listening to others
* Involving themselves in different situations to communicate in English
* Preparing for Presentation in classrooms
* Role-play
* Mock Interview
* Watching English Movies with subtitles/ without subtitles
* Listening to native English conversation
* English learning apps in play store

The Most Common Mistakes Students Make When Learning English

- You don't choose things that interest you
- You judge your progress against other people's
- You choose the easy option and look for shortcuts
- You are afraid of making mistakes
- You try to speak too fast
- You focus on grammar
- You don't listen properly to native speakers
- You think you need to go to an English-speaking country to improve your English
- You don't make time for it
- You don't set (achievable) goals
- You get disheartened

Every student is different and what works well for one person may not work for the other one. But there are some tips, of course, to learn English:

1. Go to classes: Some people can learn on their own with a book or a computer, but it takes a great deal of dedication, motivation and a systematic approach. Most people learn faster, remember more, and have more fun in a class. It isn't important where the class is, but your learning will improve if you do it with other people.

2. Visit an English-speaking country: You will only really start learning the natural language people speak if you visit a country where English is spoken. Look for language schools in the country you want to visit. Most English-speaking countries have many schools to choose from. If this isn't possible, then a holiday in an English-speaking country is great, but make sure you speak English while you are there!

3. Practice : This is a big one. It is probably the most important. If you don't practice what you learn, you are unlikely to remember it. Set yourself challenges to speak English for a certain length of time each day, to use a certain number of new words each day, or to listen to English TV, radio, or internet broadcasts each day.

4. Listen and read: Besides listening, read as much as you can. I'm not suggesting you start trying to read Shakespeare, but find a book you like, a magazine, a newspaper, or even a website, and read something new as often as you can. Look up words you don't know, to increase your vocabulary. Don't try to guess them from the context. Your dictionary might be your best friend.

5. Don't take the easy path: It is important to repeat the things you learn so you don't forget them. But it is also very important to try and learn new things. If you have completed an intermediate class, don't do another class at the same level. Push yourself to try a harder class. All of these things will be difficult at first but because you are challenging yourself, you will learn more.

If you have a reason to do something, it gives you motivation. Studies have shown that motivation has the biggest influence on how well and how quickly students learn something! So if you have a reason to learn, you will find learning English much easier than if you don't have one.

Saba Fariha Bint Hassan
Class : Seven, Section : Karaba

فى اللغة العربية سحر

إن اللغة هي وَسيْلَةٌ من وسائل التعبير البشريّ. واللغة العربية هي المرتبة الرابعة الأكثر استخدامًا في العالم. (نسبة عدد متحدثيها في العالم 6.6%، وهي حوالي 420 مليون شخص يتحدثون بالعربية). وهي أحد اللغات الستة الرسمية للأمم المتحدة. و نحن المسلمون نصلي خمس مرات فى اليوم، ونتلو القرآن، ونقرأ الأدعية المأثورة فى أوقات مختلفة. ونحن نتحدث اللغة العربية ساعة تقريبًا في اليوم خلال صلاتنا.

لكن بالأسف! لا نفهم معناها. فهذا حرضني على أن ابدأ رحلتي لتعليم اللغة العربية بتشجيع الأب ودعم المدرسة. فيا أحبة الكرام! استمعوا جيدا قول رسولنا الحبيب المصطفى - ﷺ - قال رسول الله - ﷺ - أَحبُّوا العربَ لثلاثٍ: لأني عربيٌّ، والقرآنُ عربيٌّ، وكلامُ أهلِ الجنةِ عربيٌّ. وقد ذكر الله فى القرآن الكريم جميع لغات العالم كآياته لذى العقول: وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ { سورة الروم- الآية 22}.

THE ARABIC LANGUAGE IS MAGIC

Language is a means of human expression. The Arabic language is the fourth most used language in the world. (The percentage of its speakers in the world is 6.6%, which is about 420 million people). It is one of the six official languages of the United Nations. Apart from that, We Muslims pray five times a day, we recite the Qur'an, and we read the aphorisms (dua) at different times. We speak the Arabic language for about an hour a day during our Salah.

But unfortunately! We do not understand its meaning. This prompted me to start my journey to learn Arabic being encouraged by my father and the school.

Prophet's words encourage us to learn Arabic as he, peace be upon him, says, "Love the Arabs for three reasons: first, I am an Arab; second, the Qur'an is in Arabic; and third, the inhabitants of Heaven speak Arabic". Allah says, And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your language signs for those of knowledge.

বিদেশি ভাষার চর্চা
French

Arifun Nahar Labiba
Class : Ten, Section : Brahmaputra

solitaire d'un homme vie

Jai traverse les heures les plus sombres, des risques illimites,
Lumiere pour le grain a avior,
Lherbe d abord, la chemince du vieil homme,
Si le carillon ne nous rejouit pas.
Illumine le monde pour moi la nuit,
Vexe par le deuxieme soleil.
Lentement, je me suis eloigne be ma vue,
Sur mes pieds minces!
Jai ose battre les impossibles,
Jai trotte jusquau pays du pouvoir.
Jai gagne des coeurs, jai installe des etranger
Tamprer lignorance, combattre le meilleur.
Et puis viennent les jonrs.....
Les jours de la paurete interieure dans la richness extrerieure,
Les jours de malheur en plaisir innombrable,
Je pensais que le monde etait a moi, mais personne netait a cote de mon lit de mort
“verifier et accoupler l ami, certains emaux lmu at brilliants
et les vaincre a la fin,’’ dit la mort.

Summary

Life is full of challenges. Being born as a human being, we all try to fight the odds. To fight against the odds, people have to face a lot of hurdles. We only try to overcome difficulties to achieve the things which matters temporarily. True achievement and peace comes from inner happiness. Thus fighting for power, showing anger for material gain makes a man forgetful of his own happiness which comes with kindness. Therefore, at the end man lies in his deathbed alone regretting for not choosing to fight for inner peace.

Tasnim Imam Naba
Class : Eight
Section : Anjelina

Sourire

Nous n'avons pas besoin de dépenser un centime pour cela,
mais cela signifie beaucoup!
Ceux qui le reçoivent S'enrichissent de sa gloire,
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Mais parfois les souvenirs durent pour toujours,
Aucun n'est si accessible qu'il peut s'y mettre.
Mais aucun n'est si pauvre,
Qui n'a pas droit à son bénéfice.
C'est facile pour les fatigués,
C'est le bonheur des découragés,
Du soleil au triste et le meilleur remède de la nature
En période de difficultés.
Il ne peut pas être volé, ne peut pas être acheté ou ne peut pas être emprunté,
Il n'a aucune utilité meterialiste, à moins qu'il ne soit donné!
Car personne n'a besoin d'un sourire,
Autant que ceux qui n'en ont pas pour sourire.

Summary

We don't need to spend much money to exchange a smile,
but it means a lot to those who receive it and we are enriched with the glory of it.
It makes the distressed and discouraged delighted . It is
Sunshine to the sad and nature's best remedy In time of hardship.It has no materialistic use, unless it is given away!

শ্রেণিশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের

শ্রেণিশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের

শাখা ভিত্তিক ছবি

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

নার্সারি

শ্রেণি : নার্সারি, শাখা : দোপাটি
শ্রেণিশিক্ষক : ছাবিহা খানম

শ্রেণি : নার্সারি, শাখা : গোলাপ
শ্রেণিশিক্ষক : মৌসুমী আক্তার

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

নার্সারি

শ্রেণি : নার্সারি, শাখা : শিউলি
শ্রেণিশিক্ষক : সালমা কাওসার

শ্রেণি : নার্সারি, শাখা : টগর
শ্রেণিশিক্ষক : শরিফুন্নাহার

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

কেজি

শ্রেণি | কেজি
শাখা | বেলী

শ্রেণিশিক্ষক
শিরীন আক্তার

শ্রেণি | কেজি
শাখা | চাঁপা

শ্রেণিশিক্ষক
সায়লা নিগার সিদ্দিক

শ্রেণি | কেজি
শাখা | জবা

শ্রেণিশিক্ষক
সাদিয়া বেগম

শ্রেণি | কেজি
শাখা | জুঁই

শ্রেণিশিক্ষক
রুখশানা শিরিন

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

প্রথম

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | কদম

শ্রেণিশিক্ষক
ইসরাত জাহান

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | কুসুম

শ্রেণিশিক্ষক
নাজমুন নাহার

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | কলমি

শ্রেণিশিক্ষক
ফারজানা তাহ্‌সীন

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | কমল

শ্রেণিশিক্ষক
হাসিনা আক্তার

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

দ্বিতীয়

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | পারুল

শ্রেণিশিক্ষক
সেহেলী আক্তার খান

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | শিমুল

শ্রেণিশিক্ষক
সুলতানা রাজিয়া

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | বকুল

শ্রেণিশিক্ষক
বীথি হালদার

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | জারুল

শ্রেণিশিক্ষক
শেখ ফারহানা পারভীন টুম্পা

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

তৃতীয়

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | কনকচাঁপা

শ্রেণিশিক্ষক
সিলভিয়া আহ্‌মেদ

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | দোলনচাঁপা

শ্রেণিশিক্ষক
সৈয়দা শারমিন সুলতানা

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | কাঠমল্লিকা

শ্রেণিশিক্ষক
কাজী ইফ্‌ফাত আরা

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | কাঠালচাঁপা

শ্রেণিশিক্ষক
ফরিদা ইয়াসমিন

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

তৃতীয়/চতুর্থ

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | কাঁঠাগেলাপ

শ্রেণিশিক্ষক
পারুল আক্তার

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | ঝুমকা

শ্রেণিশিক্ষক
মাফরুহা রহমান রত্না

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | পলাশ

শ্রেণিশিক্ষক
ডালিয়া আক্তার

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | মহুয়া

শ্রেণিশিক্ষক
সাহিদা আকতারী

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

চতুর্থ/পঞ্চম

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | মল্লিকা

শ্রেণিশিক্ষক
শাহনাজ সিদ্দিকী

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | শেফালী

শ্রেণিশিক্ষক
ওয়াসিমা আক্তার

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | ড্যাফোডিল

শ্রেণিশিক্ষক
মাহমুদা খাতুন

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | জেসমিন

শ্রেণিশিক্ষক
নুশরত মারিয়াম

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

পঞ্চম/ষষ্ঠ

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | টিউলিপ

শ্রেণিশিক্ষক
কেশোয়ারা সুলতানা

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | ডালিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
সাবিনা আহমেদ

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | ডেইজি

শ্রেণিশিক্ষক
উম্মে মোছাম্মা

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | জিনিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
নিলুফার ইয়াসমিন

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

ষষ্ঠ/সপ্তম

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | সিনারিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
আয়শা আক্তার

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | ক্যামেলিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
তাছনিম তামান্না

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | ক্যাটালিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা খাতুন শিউলী

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | অতসী

শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা ফেরদৌস

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

সপ্তম/অষ্টম

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | করবি

শ্রেণিশিক্ষক
সোনিয়া ওহাব

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | মাধবী

শ্রেণিশিক্ষক
রোম্মান আখতার

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | মালতি

শ্রেণিশিক্ষক
ইয়াসমিন আখ্‌তার

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | গন্ধরাজ

শ্রেণিশিক্ষক
সীমা রহমান

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

অষ্টম/নবম

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | রঙ্গন

শ্রেণিশিক্ষক
কেয়া হায়দার

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | কিংশুক

শ্রেণিশিক্ষক
প্রীতি সিংহ রায়

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | পারিজাত

শ্রেণিশিক্ষক
রেহানা ফেরদৌস

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | হাস্নাহেনা

শ্রেণিশিক্ষক
ফরিদা খাতুন

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

নবম

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | সন্ধ্যামালতি

শ্রেণিশিক্ষক
শামীমা নার্গিস খান যুথী

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | রজনিগন্ধা

শ্রেণিশিক্ষক
ফাতেমা বেগম সিদ্দিকী

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | কসমস

শ্রেণিশিক্ষক
লুৎফুন নাহার

শ্রেণি | নবম (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | নয়ন তারা

শ্রেণিশিক্ষক
কাজি সুমনা আফরীন

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

দশম

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | সূর্যমুখী

শ্রেণিশিক্ষক
তাসলিমা হোসেন

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | চন্দ্রমল্লিকা

শ্রেণিশিক্ষক
নাজনীন আরা বেগম

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | অপরাজিতা

শ্রেণিশিক্ষক
মোনালিসা সেবী

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | রাধাচূড়া

শ্রেণিশিক্ষক
দিলশাদ জাহান

স্কুল (প্রভাতি-বাংলা ভার্শন)

দশম

শ্রেণি | দশম (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | কৃষ্ণচূড়া

শ্রেণিশিক্ষক
নার্গিস সুলতানা

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

নার্সারি

Class | Nursery
Sec | Ivy

Class Teacher
Nazma Haque &
Lubna Jahan

Class | Nursery
Sec | Primrose

Class Teacher
Nasima Akhter &
Chand Sultana

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

কেজি / প্রথম

Class : KG
Sec : Iris

Class Teacher
Gulshan Jahan &
Monira Siddique

Class : KG
Sec : Peony

Class Teacher
Azmat Ahmed Deeba &
Tahmina Ahsan

Class : ONE
Sec : Bluelace

Class Teacher
Fahmida Kaniz

Class : ONE
Sec : Lady Lace

Class Teacher
Salekatun Nessa

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

দ্বিতীয় / তৃতীয়

Class : TWO
Sec : Laurel

Class Teacher
Tania Sultana Tonu

Class : TWO
Sec : Lotus

Class Teacher
Farzana Chowdhury

Class : THREE
Sec : Snowdrop

Class Teacher
Salma Ferdous

Class : THREE
Sec : Raindrop

Class Teacher
Rabeya Sultana Chy.

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

তৃতীয় / চতুর্থ

Class | THREE
Sec | Dewdrop

Class Teacher
Jannatul Mawya Mahfuz

Class | FOUR
Sec | Lilium

Class Teacher
Moshaheda Al Noor

Class | FOUR
Sec | Gladiolus

Class Teacher
Nasira Siddiqua

Class | FOUR
Sec | Gardenia

Class Teacher
Asma Humayra

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

পঞ্চম / ষষ্ঠ

Class : FIVE
Sec : Redbell

Class Teacher
Rahima Akter Mili

Class : FIVE
Sec : Bluebell

Class Teacher
Begum Rokeya Sultana

Class : FIVE
Sec : Rosabell

Class Teacher
Rokeya Sultana

Class : SIX
Sec : Glaxonia

Class Teacher
Benojir Bhuyan

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

ষষ্ঠ / সপ্তম

Class : SIX
Sec : Azalia

Class Teacher
Syeda Taslima Tuhin

Class : SIX
Sec : Calendula

Class Teacher
Shaoli Rahman

Class : SEVEN
Sec : Anjelina

Class Teacher
Hasina Akter Lucky

Class : SEVEN
Sec : Magnolia

Class Teacher
Armina Rahman

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

অষ্টম / নবম

Class : EIGHT
Sec : Veronica

Class Teacher
Nahida Akter

Class : EIGHT
Sec : Anjelica

Class Teacher
Aklima Sultana

Class : NINE (Science)
Sec : Aurora

Class Teacher
Farzana Nasreen

Class : NINE (Science)
Sec : Avena

Class Teacher
Kripa Shindhu Bala

প্রভাতি (ইংলিশ ভার্শন ও মাধ্যম)

নবম / দশম

Class I NINE
(Business Studies)
Sec I Adenium

Class Teacher
Farzana Rahman

Class I TEN
(Science)
Sec I Amelia

Class Teacher
Zia Sharmin

Class I TEN
(Science)
Sec I Aester

Class Teacher
Mahfuza Akhter

Class I TEN
(Business Studies)
Sec I Acacia

Class Teacher
Masuma Alam

স্কুল (দিবা শাখা)

নার্সারি

শ্রেণি | নার্সারি
শাখা | ময়না

শ্রেণিশিক্ষক
তাহমিনা আক্তার সুমি

শ্রেণি | নার্সারি
শাখা | কোকিল

শ্রেণিশিক্ষক
সুরভী আহমেদ

শ্রেণি | নার্সারি
শাখা | শালিক

শ্রেণিশিক্ষক
ফারহানা রহমান ঝুমু

শ্রেণি | নার্সারি
শাখা | ময়ূর

শ্রেণিশিক্ষক
সাবরিনা জাহান

স্কুল (দিবা শাখা)

নার্সারি / কেজি

শ্রেণি | নার্সারি
শাখা | দোয়েল

শ্রেণিশিক্ষক
দিলরুবা আক্তার

শ্রেণি | নার্সারি
শাখা | কোয়েল

শ্রেণিশিক্ষক
সাদিয়া আফরিন

শ্রেণি | কেজি
শাখা | মাছরাঙা

শ্রেণিশিক্ষক
শামসুন্নাহার বিলকিস

শ্রেণি | কেজি
শাখা | চড়ুই

শ্রেণিশিক্ষক
কুমকুম হাবিবা ডায়না

স্কুল (দিবা শাখা)

কেজি

শ্রেণি | কেজি
শাখা | গাংচিল

শ্রেণিশিক্ষক
উম্মে সালমা আক্তার জাহান

শ্রেণি | কেজি
শাখা | পায়রা

শ্রেণিশিক্ষক
রুমানা ইসলাম

শ্রেণি | কেজি
শাখা | পাপিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
জান্নাতুল ফেরদৌসী

শ্রেণি | কেজি
শাখা | টিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
শাহনাজ পারভীন

স্কুল (দিবা শাখা)

প্রথম

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | সাতিয়া

শ্রেণিশিক্ষক
ফারুক আহমেদ

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | বরাক

শ্রেণিশিক্ষক
নওরিন রহমান দিশি

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | ঝিনাই

শ্রেণিশিক্ষক
শাহীনা পারভীন

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | গোমতী

শ্রেণিশিক্ষক
জহুরা খাতুন

স্কুল (দিবা শাখা)

প্রথম/দ্বিতীয়

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | হালদা

শ্রেণিশিক্ষক
নাফিজা রহমান নীলা

শ্রেণি | প্রথম
শাখা | কুমার

শ্রেণিশিক্ষক
মোসাঃ শামীমা সুলতানা

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | বংশাই

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ মনিরুজ্জামান

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | রুপসা

শ্রেণিশিক্ষক
মোছাঃ মনিরা জেসমিন

স্কুল (দিবা শাখা)

দ্বিতীয়

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | শিপসা

শ্রেণিশিক্ষক
কুলসুম আক্তার সামিয়া

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | সুগন্ধা

শ্রেণিশিক্ষক
মোছাঃ সালেহা খাতুন

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | বালু

শ্রেণিশিক্ষক
নুরুন নাহার রত্না

শ্রেণি | দ্বিতীয়
শাখা | ধানু

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ মহসিন হোসেন

স্কুল (দিবা শাখা)

তৃতীয়

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | বংশী

শ্রেণিশিক্ষক
তারিন ইসলাম

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | নাফ

শ্রেণিশিক্ষক
জান্নাতুল ফারাহ্

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | সন্ধ্যা

শ্রেণিশিক্ষক
সাবরিনা মাকসুদা হক

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | ধরলা

শ্রেণিশিক্ষক
আয়েশা আল রাজি

স্কুল (দিবা শাখা)

তৃতীয় / চতুর্থ

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | বরাল

শ্রেণিশিক্ষক
উম্মে লাভলী দিপু

শ্রেণি | তৃতীয়
শাখা | তিতাস

শ্রেণিশিক্ষক
আসমা আক্তার

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | পদ্মাবেণী

শ্রেণিশিক্ষক
রাজিয়া সুলতানা

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | তিস্তা

শ্রেণিশিক্ষক
মোহাম্মদ উল্লাহ

স্কুল (দিবা শাখা)

চতুর্থ / তৃতীয়

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | চিত্রা

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ আব্দুল আলিম

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | সুভদ্রা

শ্রেণিশিক্ষক
রোকেয়া সুলতানা

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | শঙ্খ

শ্রেণিশিক্ষক
নাসরিন সুলতানা

শ্রেণি | চতুর্থ
শাখা | মনু

শ্রেণিশিক্ষক
কানিচ ফাতিমা

স্কুল (দিবা শাখা)

পঞ্চম

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | ভৈরব

শ্রেণিশিক্ষক
নার্গিস ফাতেমা

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | সোমেশ্বরী

শ্রেণিশিক্ষক
নীলা ইয়াছমিন

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | মধুমতি

শ্রেণিশিক্ষক
রাশেদা পারভিন রুপা

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | ইছামতি

শ্রেণিশিক্ষক
রোকেয়া মান্নান

স্কুল (দিবা শাখা)

পঞ্চম / ষষ্ঠ

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | জলঢাকা

শ্রেণিশিক্ষক
লিপি আক্তার

শ্রেণি | পঞ্চম
শাখা | নবগঙ্গা

শ্রেণিশিক্ষক
কারিমুন নাহার

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | গড়াই

শ্রেণিশিক্ষক
আফিয়া সুলতানা

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | বুড়িশ্বর

শ্রেণিশিক্ষক
মাহবুবা শাম্মী

স্কুল (দিবা শাখা)

ষষ্ঠ

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | আত্রাই

শ্রেণিশিক্ষক
ফারিয়া রহমান

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | মহানন্দা

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ আব্দুল্লাহ আল আজিম

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | পুর্ণভবা

শ্রেণিশিক্ষক
মমতাজ বেগম

শ্রেণি | ষষ্ঠ
শাখা | শীতলক্ষা

শ্রেণিশিক্ষক
জেসমিন আক্তার

স্কুল (দিবা শাখা)

সপ্তম

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | ধানসিঁড়ি

শ্রেণিশিক্ষক
মোছাঃ সালমা সুলতানা

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | হরিণঘাটা

শ্রেণিশিক্ষক
সিরাজুম মুনিরা

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | কীর্তনখোলা

শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা ইয়াসমিন লাবনি

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | ধলেশ্বরী

শ্রেণিশিক্ষক
আকলিমা বেগম

স্কুল (দিবা শাখা)

সপ্তম/অষ্টম

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | মাতামূহুরী

শ্রেণিশিক্ষক
আনোয়ারা বেগম

শ্রেণি | সপ্তম
শাখা | কাঞ্চন

শ্রেণিশিক্ষক
মোছাঃ শামীমা আক্তার জাহান

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | সুধারাম

শ্রেণিশিক্ষক
শাহানা সুলতানা

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | কুশিয়ারা

শ্রেণিশিক্ষক
ইশরাত জাহান সোমা

স্কুল (দিবা শাখা)

অষ্টম

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | তুরাগ

শ্রেণিশিক্ষক
শাম্মী আক্তার

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | করতোয়া

শ্রেণিশিক্ষক
মৌসুমী হাসনাত

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | কাপ্তাই

শ্রেণিশিক্ষক
রওশন আরা মাসুম

শ্রেণি | অষ্টম
শাখা | ইরাবতী

শ্রেণিশিক্ষক
মারুফা আক্তার

স্কুল (দিবা শাখা)

নবম

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | আড়িয়াল খাঁ

শ্রেণিশিক্ষক
রুমানা আফরোজ রুমি

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | সাঙ্গু

শ্রেণিশিক্ষক
মেহেরুন নেছা

শ্রেণি | নবম
শাখা | বুড়িগঙ্গা

শ্রেণিশিক্ষক
শাম্মী আক্তার

শ্রেণি | নবম
শাখা | খোয়াই

শ্রেণিশিক্ষক
তানিয়া জাফরীণ

স্কুল (দিবা শাখা)

নবম/দশম

শ্রেণি | নবম (বিজ্ঞান)
শাখা | কাসালং

শ্রেণিশিক্ষক
কাজী মুহাম্মদ শাহজাহান

শ্রেণি | নবম (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | সুরমা

শ্রেণিশিক্ষক
রাশিদা পারভীন মোসা:

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | পদ্মা

শ্রেণিশিক্ষক
কাকলী আক্তার

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | মেঘনা

শ্রেণিশিক্ষক
নাসপি জাহান

স্কুল (দিবা শাখা)

দশম

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | যমুনা

শ্রেণিশিক্ষক
আফসানা মুন

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | ব্রহ্মপুত্র

শ্রেণিশিক্ষক
হাজেরা বেগম নার্গিস

শ্রেণি | দশম (বিজ্ঞান)
শাখা | কপোতাক্ষ

শ্রেণিশিক্ষক
নুরুন নাহার

শ্রেণি | দশম (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | কর্ণফুলী

শ্রেণিশিক্ষক
সালমা আক্তার

কলেজ শাখা : একাদশ

(বিজ্ঞান বিভাগ-বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | প্রোটন

শ্রেণিশিক্ষক
সাইফা সুমাইয়া পিয়া

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | নিউট্রন

শ্রেণিশিক্ষক
জেবুন্নেছা

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | মেসন

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ শামসুল হক

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | পজিট্রন

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ ইকবাল হোসেন

কলেজ শাখা : একাদশ

(বিজ্ঞান বিভাগ-বাংলা ও ইংলিশ ভার্শন)

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | কপোট্রন

শ্রেণিশিক্ষক
হানিয়া বিনতে জাহাংগীর

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | স্পেকট্রাম

শ্রেণিশিক্ষক
জিন্নাত রেহানা

শ্রেণি | একাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | কোয়ান্টাম

শ্রেণিশিক্ষক
অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী

Class | ELEVENTH
Science-English Version
Section | Electron

Class Teacher
Mizanur Rahman

কলেজ শাখা : একাদশ

মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ (বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি | একাদশ (মানবিক)
শাখা | ভেনাস

শ্রেণিশিক্ষক
আঞ্জুমান আরা বেগম

শ্রেণি | একাদশ (মানবিক)
শাখা | নিহারীকা

শ্রেণিশিক্ষক
রোজিনা খানম

শ্রেণি | একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | জুপিটার

শ্রেণিশিক্ষক
নিগার সুলতানা মাহমুদ

শ্রেণি | একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | অরবিট

শ্রেণিশিক্ষক
আরজুমান্দ বানু

কলেজ শাখা : একাদশ–দ্বাদশ

একাদশ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ এবং দ্বাদশ-বিজ্ঞান (বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি | একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | মার্স

শ্রেণিশিক্ষক
খোদেজা আক্তার

শ্রেণি | একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | মার্কারি

শ্রেণিশিক্ষক
সুবর্ণা দাশ

শ্রেণি | দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | আলফা

শ্রেণিশিক্ষক
কাজী রবিউল ইসলাম

শ্রেণি | দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | বিটা

শ্রেণিশিক্ষক
রতন কুমার রায়

কলেজ শাখা : দ্বাদশ

দ্বাদশ-বিজ্ঞান বিভাগ (বাংলা ভার্শন)

শ্রেণি । দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা । ডেল্টা

শ্রেণিশিক্ষক
আবু জুবায়েদ আল আজাদ

শ্রেণি । দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা । ওমেগা

শ্রেণিশিক্ষক
শাহানা সাজেদা

শ্রেণি । দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা । থিটা

শ্রেণিশিক্ষক
সোনিয়া স্মৃতি

শ্রেণি । দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা । পাই

শ্রেণিশিক্ষক
আফরোজা বুলবুল

কলেজ শাখা : দ্বাদশ

(বিজ্ঞান-বাংলা ও ইংলিশ ভার্শন) এবং মানবিক বিভাগ

শ্রেণি | দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
শাখা | ফাই

শ্রেণিশিক্ষক
সামছুন নাহার ইয়াছমিন

Class | TWELFTH
Science-English Version
Section | Sigma

Class Teacher
Subrata Kumar Paul

শ্রেণি | দ্বাদশ (মানবিক)
শাখা | গ্যালাক্সী

শ্রেণিশিক্ষক
শামিম আরা হাফিজ

শ্রেণি | দ্বাদশ (মানবিক)
শাখা | শুকতারা

শ্রেণিশিক্ষক
ফাহমিদা খানম

কলেজ শাখা : দ্বাদশ

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ

শ্রেণি | দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | নেপচুন

শ্রেণিশিক্ষক
মাহমুদা আক্তার

শ্রেণি | দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | প্লুটো

শ্রেণিশিক্ষক
মোঃ সেলিম হোসেন

শ্রেণি | দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | টাইটান

শ্রেণিশিক্ষক
সৈয়দ মাহাবুব আলম

শ্রেণি | দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)
শাখা | নোভা

শ্রেণিশিক্ষক
এস এম আরমান

প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের ধারাবাহিক সাফল্য

পিইসি ২০১০-২০১৯

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
২০১০	২০৯	২০৯	১০০%
২০১১	২৬৩	২৬৩	১০০%
২০১২	২৯৭	২৯৭	১০০%
২০১৩	৩৮৫	৩৮৫	১০০%
২০১৪	৪৬৭	৪৬৭	১০০%
২০১৫	৫৪৫	৫৪৫	১০০%
২০১৬	৫৮২	৫৮২	১০০%
২০১৭	৬২৯	৬২৯	১০০%
২০১৮	৫৮৯	৫৮৯	১০০%
২০১৯	৫৯৫	৫৯৫	১০০%

জেএসসি ২০১০-২০১৯

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
২০১০	২১১	২১১	১০০%
২০১১	২২৪	২২৪	১০০%
২০১২	৩২৩	৩২৩	১০০%
২০১৩	৩৬৩	৩৬৩	১০০%
২০১৪	৪৪০	৪৪০	১০০%
২০১৫	৪২৭	৪২৭	১০০%
২০১৬	৪৫১	৪৫১	১০০%
২০১৭	৫১২	৫১২	১০০%
২০১৮	৫৭৩	৫৭৩	১০০%
২০১৯	৫৮৯	৫৮৯	১০০%

এসএসসি ১৯৬৪-২০২১

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৬৪	১০	০৮	৮০%
১৬৬৫	০৮	০৬	৭৫%
১৯৬৬	১২	০৮	৬৭%
১৯৬৭	১৪	১২	৮৬%
১৯৬৮	২২	১৬	৭২%
১৯৬৯	১৭	১২	৭১%
১৯৭০	২৪	২১	৮৮%
১৯৭১	১০	১০	১০০%
১৯৭২	০৮	০৮	১০০%
১৯৭৩	১৩	১০	৮৫%
১৯৭৪	১৯	১৮	৯৫%
১৯৭৫	১৭	১৩	৭৬%
১৭৭৬	৪৪	৩৯	৮৯%
১৯৭৭	৫৭	৫৩	৯৩%
১৯৭৮	৩৯	৩৯	১০০%
১৯৭৯	৫৬	৫৫	৯৮%
১৯৮০	৪২	৩৯	৯৩%
১৯৮১	৪০	৩৬	৯০%
১৯৮২	৫৫	৪৭	৮৫%
১৯৮৩	৭১	৭১	১০০%
১৯৮৪	৬৭	৬৭	১০০%
১৯৮৫	৫১	৫০	৯৮%
১৯৮৬	৫৫	৫৫	১০০%
১৯৮৭	৭৯	৭৯	১০০%
১৯৮৮	৮৫	৮৫	১০০%
১৯৮৯	৮৯	৮৯	১০০%
১৯৯০	১০৮	১০৮	১০০%
১৯৯১	১২৯	১২৯	১০০%

এইচএসসি ১৯৯২-২০২১

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৯২	১৮৬	১৮১	৯৭.৩১%
১৯৯৩	১৮৩	১৫৪	৮৪.৬১%
১৯৯৪	৪৯১	৩৫১	৭১.৪৯%
১৯৯৫	৪৩৬	৪০১	৯১.৯৭%
১৯৯৬	৩৬৬	৩১৫	৮৫.৮৩%
১৯৯৭	৪৬৯	৩১৬	৭৬.৯৭%
১৯৯৮	৬৪৩	৫৩৫	৮৩.২০%
১৯৯৯	৬০২	৩৫২	৮৮.৭০%
২০০০	৫৭৯	৪৬৫	৮০.৩১%
২০০১	৬৬৩	৫৮৬	৮৮.৩৯%
২০০২	৬১৫	৪৯৫	৮০.৪৯%
২০০৩	৬৭৪	৬১৪	৯১.৩১%
২০০৪	৫৩৩	৪৯২	৯২.৩১%
২০০৫	৫৭৫	৫৪৬	৯৪.৯৫%

এইচএসসি ২০০৬-২০২১

পরীক্ষার সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
২০০৬	৫১৯	৫১১	৯৮.৬৪%
২০০৭	৫৮৮	৫৪৮	৯৩.০০%
২০০৮	৪৯২	৪৯২	১০০%
২০০৯	৫৪৯	৫৪২	৯৮.৭২%
২০১০	৪৬৬	৪৫৩	৯৭.২১%
২০১১	৩৯৩	৩৮৭	৯৮.৪৭%
২০১২	৫০৪	৫০৪	১০০%
২০১৩	৬৮৬	৬৭৮	৯৮.৮৩%
২০১৪	১০৪৬	১০৪৩	৯৯.৭১%
২০১৫	১০৫১	১০৪৫	৯৬.৪২%
২০১৬	১০৫১	১০১২	৯৬.২৮%
২০১৭	১০০৮	৯৯৬	৯৮.৮০%
২০১৮	১০৩১	১০২৬	৯৯.৫১%
২০১৯	১২১২	১২১০	৯৯.৮৩%
২০২০	১২৫০	১২৫০	১০০%
২০২১	১২১১	১২১১	১০০%

স্মৃতির চালচিত্র

মনের খাতায় করে নিল স্থান
ক্যামেরাবন্দি মুহূর্তগুলোর
আবেদন অফুরান

কুইন'স ব্যাটন রিলে

প্রধান অতিথি (ব্রিটিশ হাই কমিশনার) কে বরণ

সম্মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে ব্যাটন হস্তান্তর

হলদে পাখির সদস্যদের মনোজ্ঞ ডিসপ্লে

আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮-তম জন্মদিন উপলক্ষে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

মুজিবনগর দিবস পালন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত দেয়ালিকা

সশস্ত্রবাহিনী দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীরা

বিজয় দিবসে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের একাংশ

বিজয় দিবসে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জাতীয় দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদদের উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন

জাতীয় শিশু দিবসের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গণহত্যা দিবস পালন

স্বাধীনতা দিবসে সভাপতি মহোদয়ের দেয়াল পত্রিকা পরিদর্শন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদ্‌যাপন

জাতীয় শোক দিবস পালন

১লা বৈশাখ ও ভাষা উৎসব

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

ভাষা উৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের আয়োজনের কিছু খণ্ড চিত্র

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ২য় রানার-আপ ট্রফি হাতে মাননীয় অধ্যক্ষ

মহানগর পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ায় প্রাপ্ত ট্রফি

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জনকারী ছাত্রীর পুরস্কার গ্রহণ

কলেজ বার্ষিকী ১ম স্থান অর্জনে কমিটিকে সম্মাননা প্রদান

জাতীয় শিশু দিবসে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রী

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এ মহানগর পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নওবা তাহিয়া

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ২য় স্থান প্রাপ্ত ছাত্রী শামস্ ইসমাত জাহান

অর্জন

বুয়েটে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলায় সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রাপ্ত ছাত্রীরা

জাতীয় শোক দিবসে জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীরা

বিডিবিও সমকাল বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান উৎসব-২০২২ বিজয়ী শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ আইকিউ অলিম্পিয়াড আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী সুহা

জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব-২০২২ এ ২য় স্থান অর্জনকারী দল

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ সংসদীয় **ইংরেজি** বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২ ঢাকা অঞ্চলে কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ সংসদীয় **বাংলা** বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২ ঢাকা অঞ্চলে কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ান শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

খেলাধুলায় মুখরিত এসএজিসি প্রাঙ্গণ

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০২২
এ স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ান দল

তায়কোয়ান্দো

বাস্কেট বল

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০২২
এ কলেজ পর্যায়ে রানার আপ দল

ফুটবল

কাবাডি

আন্তঃহাউস বিভিন্ন
প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীরা

বিবিধ

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ও শহিদ আনোয়ার-এর শাহাদত বার্ষিকী

শহিদ আনোয়ারের শাহাদত বার্ষিকীর স্মরণসভায় আগত তার পরিবারবর্গ

কলেজ কর্মচারীদের ইদের শুভেচ্ছা উপহার

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা

মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ ও সতর্কীকরণ কর্মশালা

অভিভাবক দিবস

স্কুল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

কলেজ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের নিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের র‌্যালি

স্কুল শাখার স্যাশ প্রাপ্ত সকল ক্লাব ও হাউস ক্যাপ্টেনগণদের শপথ গ্রহণ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে স্যাশপ্রাপ্ত সকল ক্লাস ক্যাপ্টেন (কলেজ)

'পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন স্বপ্নের উন্মোচন' এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের একাংশ

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিদায় সংবর্ধনা

অবসরে যাঁরা-

স্কুল প্রভাতি শাখা
বাংলা মাধ্যম

নিলুফার সবুর
সি. শি. (পদার্থবিজ্ঞান)

জেসমীন ফেরদৌসী
সি. শি. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

মোঃ মোবারক হোসেন
সি. শি. (গণিত)

রেফাতুল ইসলাম
সি. শি. (বাংলা)

কলেজ শাখা

বেবী রাণী পাল
শরীরচর্চা শিক্ষিকা

কর্মচারী

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
হিসাবরক্ষক

দিনে দিনে সমৃদ্ধির পথে
এগিয়েছে বহুদূর, আমাদের

সপ্তসুর

২০২১ সালে সেনাসদর পরিচালিত পাবলিক স্কুল ও কলেজ সমূহের মধ্যে বার্ষিকী-প্রকাশনায় আমাদের সপ্তসুর প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে